KA'NCHI' KA'VERI',

OR THE

CAPTIVE PRINCESS.

"——————; her smoothness,
Her very silence, and her patience,
Speak to the people, and they pity her."

Shakespeare.

কাঞ্চীকাবেরী,

উৎকল-দেশীয় বীর-রসাত্মক আখ্যান-বিশেষ।

শ্রীযুত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক

বিবিধ ছন্দোবন্ধে বিরচিত।

কলিকাতা।

শ্রীশশীভূষণ দাসদ্বারা গণেশযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত।

১২৮৬ বঙ্গাব্দ।

ইং ১৮৭৯।

শুদ্ধিপত্র।

——০৪০——

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
/০	৪	মৃন্ময়	মৃণ্ময়।
৶০	১০	ঊৎকলীয়	উৎকলীয়।
।।০	১৩	ঊক্ত	উক্ত।
৫	১২	হিন্দুধর্ম্ম	হিন্দুধর্ম্মে।
৭	১০	অজগর *	অজগর।
,,	১১	পাল	পাল *।
২৭	৭	সাত	সব।
৪১	১৩	ঊক্ত	উক্ত।
৪৩	১২	ফণা	ফণা ?।
৫৯	৬	মৃদূ	মৃদু।
৬০	১	বপুং	বপুঃ।
৬০	১৮	গুম্ফিতোঃ	গুম্ফিতঃ।
৬১	৩	তরিস্তমো	তরিন্তুযো।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬১	১০	ভয়াকরঃ	ভয়াকর।
৬১	১২	অঘোঘ	অঘোঘ।
৬৮	১০	দেখিরাছি	দেখিয়াছি।
৭০	৬	বিনিমর	বিনিময়।
৭৭	১৩	ধাঁধা	বাঁধা।
৮০	৪	ভার	ভারী।
৮৪	১৮	সন্ত্তি	সন্ততি।
৯২	১৩	সুশোভণ *	সুশোভন।
,,	১৪	শাকদ্রুমে	শাকদ্রুমে *।
৯৫	১১	ব্রক্ষা	ব্রহ্মা।
,,	১৩	ব্রক্ষা	ব্রহ্মা।
১০৫	৭	শূণ্য	শূন্য।
১১৩	১৬	বিজলী	বিজুলী।
১২৮	১৫	মরাচ	নারাচ।
,,	১৬	নুদ্গার	মুদ্গার।
১৩১	১৫	আকারেতে	ভিতরেতে।
১৪৫	১০	তনূ	তনু।

ভূমিকা।

——০০০——

রাজকার্য্যের অনুরোধে বহুবৎসর হইল আমি উৎকলদেশে প্রবাস করিলাম। আমি প্রথমে আসিয়া এই দেশের যে অবস্থা দেখিয়াছিলাম, শতগুণে তদবস্থার সংশোধন হইয়া আসিয়াছে। মৃন্ময় রথ্যাসকলের পরিবর্ত্তে ইষ্টকময় রাজপথসকল প্রস্তুত হইয়াছে। সুবিমল মৌক্তিকনিভ সলিলপূর্ণ প্রণালিপুঞ্জ দেশময় পরিভ্রমণ করিয়া কৃষি ও গতি বিধির উন্নতি সাধন করিতেছে; সপ্তাহে সপ্তাহে বাষ্পীয় পোতসকল রাজধানী কলিকাতাহইতে বিবিধ বাণিজ্য-দ্রব্য উৎকলের উপকূলে রাখিয়া যাইতেছে; এবং এদেশ হইতে নানাপ্রকার শস্য বহিয়া লইয়া যাইতেছে; পথের দূরতা সংকীর্ণ করিয়া ক্লান্তির উপশান্তি করিতেছে, সহস্র সহস্র উৎকলীয় লোকদিগকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া অদ্ভুতদর্শন ও ধনোপার্জ্জন প্রভৃতি বিষয়ে চরিতার্থ করিতেছে। বিদ্যাধ্যাপনা প্রচুররূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে। সুগভীর সুনিবিড় তিমিরময় গিরিগহ্বরে সূর্য্যরশ্মির প্রবেশবৎ উৎকলে জ্ঞানালোক সঞ্চরিত হইয়াছে। মুদ্রাযন্ত্র সকল স্থাপিত হইয়াছে; বহুসংখ্যক উৎকলীয় গ্রন্থ তালপত্ররূপ তাপসবিহিত বল্কলবেশ পরিহারপূর্ব্বক মুদ্রাক্ষরের প্রসাদাৎ রমণীয় পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া গৃহে গৃহে বরণপ্রাপ্ত হইতেছে; ইংলণ্ডীয় এবং বঙ্গীয়

একই গ্রন্থসকল অনুবাদিত হইতেছে ; সংবাদপত্র সকল প্রচারিত হইয়া কথঞ্চিৎ রাজনীতির শিক্ষা দিতেছে। এই সকল উপায়যোগে উৎকলীয় ভাষা এবং সাহিত্য দৈনন্দিন পরিষ্কৃত এবং সংশোধিত হইয়া আসিতেছে। পরমেশ্বর গরলহইতে অমৃতের সৃষ্টি করেন ; দুর্ভিক্ষরূপ দারুণ দণ্ড প্রেরণপূর্ব্বক রাজপুরুষদিগের চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দিলেন ; চিরঘৃণিত উৎকল দেশের প্রতি তাঁহাদিগের কৃপাদৃষ্টি পতিত হইল, তাহাতে এত শীঘ্র অশেষবিধ শুভানুষ্ঠানের উদ্যোগ হইল। বস্তুতঃ উৎকলদেশ ঘৃণার্হ দেশ নহে। অত্রত্য লোকের পূর্ব্বকীর্ত্তিকলাপ দর্শনে সহৃদয় মাত্রেরই হৃদয়ঙ্গত হইতেছে, যে উৎকলীয় লোকের মানসে অনেকগুলি গৌরবভাজন শক্তিবীজ নিহিত আছে, এবং তাহারা একসময়ে বীরত্ব এবং ধীরত্ব ভূষণে ভূষিত ছিল। বঙ্গপ্রদেশের সহিত এপ্রদেশের প্রতিবেশিতা সম্পর্ক বশতঃ বহুকালপর্য্যন্ত সুপরিচয় আছে। বঙ্গদেশের শেষ অধিপতি মুসলমান-অত্যাচারহইতে রক্ষা পাইবার জন্য এই দেশেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈদিক-বিপ্র-কুলতিলক বিশ্বম্ভরমিশ্র যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামে পশ্চাৎ পরিব্রাজকাবস্থায় বিখ্যাত হন, তিনি এই উৎকল দেশেই আপনার মত প্রকৃষ্টরূপে প্রচার করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে এককালে এদেশহইতে নিষ্কাশিত করেন। বলিতে কি, এইক্ষণে উৎকলের তৃতীয়াংশ লোক তাঁহারই মতাবলম্বী ; তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া মান্য করিয়া থাকে। অপর মোগলদিগের সময়ে মহারাজা টোডরমল্ল বহুতর বঙ্গীয় কায়স্থকে এইদেশে আহ্বান করিয়া ভূমির পরিমাণ এবং রাজস্বনির্দ্ধারণাদি রাজকার্য্য সকল শৃঙ্খলাবদ্ধ

করেন, তাহাতে এদেশীয় লোকের সহিত আমাদিগের দেশীয় লোকের সবিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকারেও বঙ্গীয় কৃত-বিদ্বানগণ শান্তিরক্ষা, রাজস্ব-আদায়, এবং বিদ্যাধ্যাপনা প্রভৃতি রাজকার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিয়া এদেশীয় লোকদিগকে ক্রমশঃ সভ্যতার সোপানে অধিরূঢ় করিতেছেন। কিন্তু উভয় দেশীয় লোকের মধ্যে এই সৌহার্দ্য যত বর্দ্ধিত হয়, ততই সুখের বিষয়। সেই সৌহার্দ্য-রজ্জুর থৈওেক ক্ষীণসূত্র বা তৃণবৎ আমি এই ঐতিহাসিক কাব্যখানি বঙ্গীয় এবং উৎকলীয় বন্ধুগণের হস্তে সমর্পণ করিলাম।

এই কাব্য প্রণয়ণের অন্যতর কারণ, কতিপয় উৎকলীয় বন্ধুর উত্তেজনা। তাঁহারা কহেন, যেখানে আমি বহুকাল পর্য্যন্ত এইদেশে প্রবসতি করিলাম, সেখানে এদেশ-সম্বন্ধে লেখনী সঞ্চালন করা আমার পক্ষে কর্ত্তব্য। এই উত্তেজনা কতদূর সঙ্গত বলিতে পারিনা। ফলে সুহৃদনুরোধ রক্ষা করা সমাজের একটী সুনীতি। বর্ণিত আখ্যানটীর বিষয়ে কিঞ্চিদ্বক্তব্য আছে। প্রায় ৩৫ বৎসর গত হইল মেজর কলনেট আমার জ্যেষ্ঠমাতুল মহাশয়কে কতকগুলী পুস্তক প্রদান করেন। ঐ সকল পুস্তকমধ্যে ষ্টর্লিং লিখিত উড়িশ্যার বিবরণ নামক গ্রন্থ ছিল। আমার তখন ১৫ বৎসর বয়ক্রম। আমি গ্রন্থখানি সযত্নে পাঠ করি, এবং তদবধি এই দেশের প্রতি আমার আন্তরিক অনুরাগ জন্মে। পরমেশ্বর সেই অনুরাগ বদ্ধমূল-করণ কারণ পশ্চাৎ কতকগুলী উপযোগ সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ মধ্যে একস্থানে এইরূপ লিখিত

"In the country of Dakshin Kanouj Karnát Sásan, there lived a powerful Rájá who had a vast fortress and palace built of a fine black stone, called Kánchinagar (Conjeveram) and a daughter so beauteous and accomplished, that she was surnamed Padmávatí or Padminí. The fame of her charms having reached to the ears of Mahárájá Purushottam Deo, he became anxious to espouse her, and sent a messenger accordingly to the Chief of Conjeveram to solicit the hand of his fair daughter. That Rájá was well pleased with the prospect of having for his son-in-law so great and powrful a prince as the Gajapati of Orissa, but considered it advisable to make some inquiries regarding the customs and manners of that Court, before consenting to the alliance. He soon found that the Mahárájás were in the habit of performing the duties of a sweeper (Chaṇḍála) before the image of Jagannátha, on its being brought forth from the temple annually at the Rathjátrá. Now the Kánchinagar Rájá was a devoted and exclusive worshipper of Śrí Ganesha (Gaṇeśa), and had very little respect for Śrí Jeo, the divinity of Orissa; and conceiving the above humiliation to be quite unworthy of, and indeed utterly disgraceful to, a Kshatriya of such high rank, he declined the alliance in consequence. The Gajapati monarch became very wroth at the refusal, and swore, that to revenge the slight cast

on him, he would obtain the damsel by force and marry her to a real sweeper. He accordingly marched with a large army to attack Conjeveram, but was defeated and obliged to retire. Overwhelmed with shame and confusion, he now threw himself at the feet of Śrí Jeo, and earnestly supplicated his interference to avenge the insult offered to the deity himself in the person of his faithful worshipper. The God promised asistance, says the author of the poem, directed him to assemble another army, and assured him that he would this time take the command of the expedition against Conjeveram in person. When the Rájá had arrived, during the progress of his march, at the site of the village now called Mánikpatam, he began to grow anxious for some visible indications of the presence of the deity. In the midst of cogitations on the subject, a gowálin named Mániká, came up and displayed a ring which, she said, had been entrusted to her, to present to the monarch of Orissa by two handsome cavaliers, mounted, the one on a black, and the other on a white horse, who had just passed on to the southward. She also related some praticulars of a conversation with them which satisfied the Rájá that the promise of assistance would be fulfilled, and that these horsemen were no other than the two brothers Śrí Jeo (Kṛishṇa) and Baldeo (Baladeva). Full of joy and gratitude, he directed that village in

future to be called, after his fair informant, Mánikpatam, and marched onwards to the Deccan, secure of success. On the other hand the Chief of Conjeveram, alarmed at the second advance of the Gajapati in great force, appealed for aid to his protecting deity Gaṇeśa, who candidly told him that he had little chance against Jagannátha, but would do his best. The siege was now opened, and many obstinate and bloody battles were fought under the walls of the fort. The gods Śrí Jeo and Gaṇeśa, espousing warmly the cause of their respective votaries, perform many miracles and mix personally in the engagements, much in the style of the Homeric dieties before the walls of Troy; but the latter is always worsted. In realty after a long struggle, Conjeveram fell before the armies of Orissa. The Rájá escaped, but his beautiful daughter was captured and conducted in triumph to Puri. A famous image of Gopála, called the Satyabádi Ṭhákur, that is, the "truth-speaking god," was brought off at the same time and set up in a temple ten miles north of Purushottam, where it may still be seen, a monument of the Conjeveram expedition."

"Conformably with his oath, Rájá Purushotham Deva made over the fair Padmávatí or Padminí to his chief minister, desiring him to wed her to a sweeper. Both the minister, however, and all the people of Puri commiserat-

ed her misfortunes, and at the next Ratha Játrá, when the Mahárájá began to perform his office of chaṇḍála (sweeper), the individual entrusted with the charge of the lady brought her forth and presented her to him, saying, " you ordered me to give the Princess to a sweeper; *you* are the sweeper upon whom I bestow her." Moved by the intercession of his subjects, the Rájá at last consented to marry Padmávatí, and carried her to the palace at Cuttack. The end of this lady's history is as romantic as the preceeding portion of it. She is said to have conceived and brought forth a son by Mahádeva, shortly after which she disappeared. All the circumstances were explained to the husband in a dream, who acknowledged gratefully the honor conferred on him, and declared the child thus mysteriously born his successor in the Ráj."

আমি পশ্চাৎ আখ্যায়িকাটী বিস্মৃত হইয়াছিলাম। এ দেশে আসিবার পর দুর্গোৎসবের বন্ধ-উপলক্ষে একদা শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়া মন্দিরের একদেশে দেখিলাম, শ্বেত এবং কৃষ্ণ তুরঙ্গারোহী সৈনিক পুরুষদ্বয়ের আকার খোদিত, পার্শ্বে এক তরুণী ক্ষীরসর লইয়া তাঁহাদিগকে প্রদানোন্মুখী। দেখিবা মাত্র পূর্ব্বপঠিত আখ্যানটী মনে পড়িয়া গেল, তৎপরে কাঞ্চী-কাবেরীকাব্যের অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রাপ্ত হই নাই। ঘটনাটি যে সত্য ইতিহাস তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই,

মাদলা-পাঞ্জী * নামক উৎকলদেশের রাজ-পুরাবৃত্তে ইহা বর্ণিত আছে। অদ্যাপি জগন্নাথ-মন্দিরে কাঞ্চীহইতে আনীত গণেশ-মূর্ত্তি এবং মুগনী-প্রস্তরে রচিত বিবিধ বিচিত্র জালাদি অবলোকিত হয়। অপর গৃহভিত্তিতে মাণিক-গোপিনী এবং সিতাসিত তুরঙ্গিদ্বয়ের আকৃতি চিত্রকরা উৎকলীয়দিগের এক সাধারণীরীতি। শ্রীযুত বীমস্ সাহেব সুবর্ণ-রেখার তীরবর্ত্তী জঙ্গলাবৃত এক প্রাচীন দুর্গমধ্যেও এই প্রকার অশ্বারোহী পুরুষ-যুগলের পাষাণ-প্রতিমা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, গত দুর্গোৎসবের বন্ধের পূর্ব্বে তালপত্রে লিখিত ছন্দোভঙ্গ, পাদভঙ্গ প্রভৃতি নানাদোষ-দূষিত একখানি কাঞ্চীকাবেরী পুথী পাইয়া তাহাই সমাদর পূর্ব্বক পাঠ করি, এবং পাঠ সমাপন পরে এই কাব্য রচনায় প্রবর্ত্ত হইয়া কতিপয় দিবসে সমাপ্ত করিলাম। ফলতঃ আমার এরচনা উক্ত উৎকলকাব্যের অনুবাদ নহে; আখ্যানটী মাত্র গৃহীত হইয়াছে, তাহাও সমগ্র নহে। শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কার, দেশবর্ণন, উৎকলদেশের পৌরাবৃত্তিক ঘটনা প্রভৃতি কোন বিষয়েই আমি উক্ত মুলকাব্যের নিকট ঋণী নহি। দুই এক স্থলে সাদৃশ্য থাকিবার সম্ভাবনা, কিন্তু এপ্রকার সাদৃশ্য অপরিহার্য্য।

আখ্যানমধ্যে কতকগুলী অলৌকিক ঘটনা আছে, তাহা কাব্য-শরীরের প্রধান উপাদান, সাত্বিক হিন্দুমাত্রেরই তত্তাবৎ বিশ্বাস-ভাজন, কিন্তু ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞানোজ্জ্বল-বুদ্ধি আধুনিক

---

* এই গ্রন্থ চোরগঙ্গ বা চূড়ঙ্গ-দেব রাজার সময় হইতে লিখিত হইয়া আসিতেছে, সুতরাং ইহার বয়ক্রম প্রায় ৫০০ বৎসর হইল।

যুবাগণের শ্রদ্ধেয় না হইতে পারে। তাঁহারা কহিতে পারেন, জগন্নাথ বলরামের অশ্বারোহী সৈনিক বেশ ধারণ করিয়া উৎকলাধিপতির সহায়তা করা বাস্তবিক প্রকৃত ঘটনা নহে; রাজা স্বীয় সৈন্যগণের সমরোৎসাহ বৃদ্ধি করণ-মানসে ভিন্নদেশ-হইতে আনীত অনুচরদ্বয়দ্বারা এই ষড়যন্ত্র-করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিয়া থাকিবেন; মাণিকা গোয়ালিনী এবং দাশরথী সূপকার তাঁহার মন্ত্রণার মধ্যে থাকিয়া ধূর্ত্ততার সহায়তা করিয়া থাকিবে ইত্যাদি। ফলতঃ এই উভয়বিধ বিশ্বাসের প্রতি আমার কিছুই বক্তব্য নাই।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে সাত্বিক হিন্দুমাত্রেই এই কাব্যকে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ বলিয়া অবশ্য সাদরে গ্রহণ করিবেন। নব্য সম্প্রদায়ের প্রতি নিবেদ্য এই, আপনারা এই মহাপ্রসাদের মধ্যে আপনাদিগের রুচির উপযুক্ত কোন কোন পদার্থ পাইতেও পারেন।

"A theme; a theme for Milton's mighty hand —
"How much unmeet for us, a faint degenerate band!"

Scott.

কটক।

২০ কার্ত্তিক,

১৭৯৯ শকাব্দাঃ।

কাঞ্চীকাবেরী।

প্রথম সর্গ।

সূচনা।

দক্ষিণ জলধি-তীরে, নীলগিরি নীল নীরে,
শোভিত কলিঙ্গ* নাম দেশ।
কন্দর কেদার বন, অগণন সুশোভন,
প্রবাহিত তটিনী অশেষ ॥

---

* উৎকলদেশের পৌরাণিক নাম; মহাভারতের তীর্থাধ্যায় পর্ব্বে কলিঙ্গদেশে বৈতরণী নদীর ও তৎকূলবর্ত্তী দেশাদির বর্ণন আছে, সুরতাং মহাভারত রচনার সময়ে উৎকল শব্দের সৃষ্টি হয় নাই; মহাকবি কালিদাস রঘুবংশে উৎকল শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, ইহাতে উৎকল শব্দের অপেক্ষাকৃত আধুনিকতা প্রতিপন্ন হইতেছে। বাস্তবিক বঙ্গ-অখাতের প্রায় সমস্ত পশ্চিম তীর, অর্থাৎ সুবর্ণরেখা হইতে কর্ণাট দেশের উত্তরসীমাপর্য্যন্ত পূর্ব্বকালে কলিঙ্গ নামে বিখ্যাত ছিল; এই দেশ তিন ভাগে বিভক্ত

বিন্ধ্যপাদে সমদ্ভুতা, অমৃত-উদক-পূতা,
রত্ন রেণুময়ী* মহানদী।
মেঘাসন† সমাশ্রিয়া, ব্রাহ্মণী ব্রহ্মার প্রিয়া,
মাননীয়া যথা বিষ্ণুপদী॥
স্বর্ণরেখা, চিত্রোপলা, খরস্রোতা সুবিমলা,
অতি পুণ্যতরা বৈতরণী।
দেবী, দয়া, প্রাচী সতী, কুশভদ্রা, গন্ধবতী,
ভুবনেশ গমন-শরণী॥

বিধায় ত্রিকলিঙ্গ বলিয়া উল্লেখিত হইত, উত্তর বা উৎ-কলিঙ্গ উক্ত দেশের উত্তর ভাগের নাম ছিল। উৎকলশব্দ এই 'উৎকলিঙ্গ' শব্দের অপভ্রংশ এমত সম্ভব। অপর তৈলঙ্গ বা তেলিঙ্গা শব্দও ত্রিকলিঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ এমত প্রতীতি হয়।

* মহানদীর কোন কোন স্থানে বিশেষতঃ সম্বল-পুরের নিকটে তৎগর্ব্ভে হীরকাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ নানা বর্ণের উপলপুঞ্জ বালুকাতে পাওয়া যায়। নীলমণি হালদার কটকে অবস্থানকালে এই সকল চিত্রোপল সংগ্রহ করিতেন।

† যে পর্ব্বতে ব্রাহ্মণী নদীর জন্ম তাহার নাম

প্রগাঢ় ভক্তির ফল, পঞ্চদেবতার স্থল,
ভারতে প্রসিদ্ধ পঞ্চপুর।
নিরখি যুড়ায় নেত্র, বিরজার চারুক্ষেত্র,
যাজপুর তীর্থের ঠাকুর॥
গয়াসুর নাভিকুণ্ডে, পিণ্ড দিয়ে পিতৃমুণ্ডে,
কৃতকৃত্য হয় জনগণ।
দ্রুপদ-নন্দিনী সঙ্গে, পঞ্চ পাণ্ডু-পুত্র রঙ্গে,
করিলেন যথাবগাহন*॥
হর-ক্ষেত্র ভুবনেশ, ধরি গোপালিনী† বেশ,
গোচারণ করেন অভয়া।
একাম্র-কাননে লীলা, মহামায়া প্রকাশিলা,
সঙ্গেতে বিজয়া আর জয়া॥

মেঘাসন,—মেঘমালা তচ্চূড়াবলীতে সর্ব্বদা আসীন।

* মহাভারতীয় বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থাধ্যায় পর্ব্বে আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য।

† একাম্র পুরাণে সবিস্তর বর্ণন আছে। রামপ্রসাদ সেনের কালীকীর্ত্তনের ঐ উপপুরাণই ভিত্তিমূল।

গোপালের বেশে হর, তাঁর প্রেম-ভিক্ষাপর,
গোপালিনী তৃষায় কাতরা।
শূলাঘাতে স্মরহর, নামে শ্রীবিন্দু-সাগর,
সরোবর রচিলেন ত্বরা॥
ভোগবতী ফুঁড়ি জল, প্রবাহিত অনর্গল,
যথা গৌরীকুণ্ড প্রস্রবণ।
আয় মন পুন যাই, নিরখিয়া আসি ভাই,
কীর্ত্তিকলা পাষাণে লিখন॥
বুদ্ধ* বা বিষ্ণুর স্থান, ধরা ব্যাপি যশস্থান,
পুরীর প্রধান যেই পুরী।

---

* জগন্নাথ দেবই বুদ্ধাবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ; বাস্তবিক বৌদ্ধধর্ম্ম উৎকল দেশের এক সময়ে প্রধান ধর্ম্ম ছিল। চীনদেশীয় সুবিখ্যাত বৌদ্ধ পরিব্রাজক হুএংথছং খৃঃ সপ্তম শতাব্দীতে শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের সবিশেষ উন্নতি দেখিয়া গিয়াছিলেন, বুদ্ধমূর্ত্তির রথাদি পর্ব্বাহ ছিল। বাস্তবিক রথ পর্ব্বাহ বৈদিক বা হিন্দু প্রাচীন পর্ব্বাহ মধ্যে পূর্ব্বে পরিগণিত ছিলনা। জগন্নাথ-মূর্ত্তিও বুদ্ধমূর্ত্তির সঙ্গে কথঞ্চিৎ সমঞ্জসীভূত। প্রায় ৩৭০

যেখানে প্রেমের স্ফূর্ত্তি, চৈতন্য কনক মূর্ত্তি,
প্রকাশিলা ভক্তির মাধুরী ॥
ত্যজি জাতি-অভিমান, যেখানেতে অন্ন পান,
একচ্ছত্রে জাতি মাত্রে খায়।
খাইয়া প্রসাদ ভাত, মাথায় মুছয়ে হাত,
শৌচাশৌচ কিছুই না চায় ॥

বৎসর অতীত হইল, যখন চৈতন্যদেব শ্রীক্ষেত্রে স্বীয় মত প্রচার করেন, সে সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভগ্নাবশেষ দেখিয়াছিলেন, রাজা প্রতাপরুদ্রদেবও প্রথমে তন্মতাবলম্বী ছিলেন। এই সকল কারণ বশতঃ বোধ হয়, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ এবং শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি, বৌদ্ধ-ধর্ম্মে-প্রসক্ত উৎকলীয়দিগকে হিন্দুধর্ম্ম পুনরানয়নকল্পে এক বিশেষ কৌশলপরায়ণ হইয়াছিলেন,—তাঁহারা বদ্ধমূল বৌদ্ধমত বোধিক্রমকে সমূলে উৎপাটন না করিয়া তাহার অতিরিক্ত শাখা পল্লবাদি ছেদন করিয়া সনাতন ধর্ম্ম তরুর আকারে তাহাকে পরিণত করিয়া থাকিবেন। বেদপ্রতিপাদিত বৈষ্ণবধর্ম্মে হিংসা অর্থাৎ পশুচ্ছেদন পূর্ব্বক বলির বিধান আছে,—রামানন্দ, রামানুজ, বা চৈতন্য মতে তাহার নিষেধ,—পক্ষান্তরে অহিংসাই বৌদ্ধ-

সৌর-তীর্থ কোণারক*, মহারোগ সংহারক,
আছে মাত্র ভগ্ন-অবশেষ।
দেখিয়া ভাস্কর-কার্য্য, মনে মনে হয় ধার্য্য,
দেবকারু-শিল্পের উন্মেষ।
জিনি উচ্চৈঃশ্রবা হয়, তুরঙ্গ পাষাণময়,
দিগ্‌গজ জিনিয়া মাতঙ্গ।
পাষাণে রচিত নারী, কিবা ভঙ্গী মনোহারী,
অনঙ্গেরে দান করে অঙ্গ॥
সরোবরে নিরখিয়া, নগ্না যত পিতৃপ্রিয়া,
ব্যাধিগ্রস্ত সন্তাপিত মনে।
হেথা শাম্ব কৃষ্ণসুত, মহা মাতৃ-ভক্তিযুত,
রোগমুক্ত ভানু-আরাধনে॥

ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য বা উপদেশ,—ইহাতেও উল্লে[illegible] কৌশলের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে।

* সবিশেষ বিবরণ বন্ধুবর পুরাবিৎ প্রবর মহা-মহোপাধ্যায় রায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের উড়িশ্যার পুরাতন-কীর্ত্তি ধেয় গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

আয় পুন যাই মন, করিবারে দরশন,
দর্পণ-অচলে গজাননে।
যেখানে মুকুতাকারা, ঝরিতেছে জলধারা,
মহাবিনায়ক প্রস্রবণে॥
পূর্ব্বে এই চারু দেশ, অরণ্যেতে সমাবেশ,
বহুকাল আবৃত তমসে।
নদী প্রবাহিত পলী, পঙ্কে পূর্ণ সর্ব্বস্থলী,
নরের অসাধ্য তথা পশে॥
ঘোর হিংস্র পশুগণ, বিরাজিত অগণন,
আশীবিষ কত অজগর*।
নির্ভয়ে কুরঙ্গপাল, ভ্রমিত পুলিন পাল,
বিনোদ বিচিত্র কলেবর॥
যূথে যূথে বন-হস্তি, মস্তকে সঞ্চিত মস্তি,
মহানন্দে ফিরিত কাননে।
বন-বরাহের দলে, খেলিত কর্দ্দম জলে,
করাল দশন যুক্তাননে॥
শিরে খড়্গ সুশোভন, ভ্রমিত গণ্ডার গণ,
দৃঢ় দেহ পাষাণ সমান।

* উৎকলীয় শব্দ; অর্থ, নদীগর্ভস্থ ভূমি।

ঘোড়াশিঙ্গাবন্য-হয়, গয়াল গবয় চয়,
শিরে শোভে ভয়াল বিষাণ ॥
কিবা কালান্তের কাল, ভ্রমিত ব্যাঘ্রের পাল,
দীর্ঘ দেহ বৃষভ সোসর।
বিকট প্রকটতর, দন্তচয় ভয়ঙ্কর,
আঁখি দুটি দেউটি প্রখর ॥
কি ভয়াল অরণ্যানী, ভাবিলে শীহরে প্রাণী,
হয় ধ্বনি আকাশ ভেদিনী।
তর্জ্জন গর্জ্জন রব, করে হিংস্র পশু সব,
লম্ফে ঝম্পে কম্পিত মেদিনী ॥
ভগ্ন-হনু উচ্চ-হনু, শীর্ণতনু ফুল্ল তনু,
কত জাতি বানর বিহরে।
কুম্ভীর হাঙ্গরচয়, সুখে চরে জলাশয়,
নদী কিবা হ্রদ-পরিসরে ॥
বিশাল বিশাল শাল, সরল অর্জ্জুন তাল,
বোধিদ্রুম বট তরুবর।
হরিতকী বিভীতকী, পিণ্ডীতকী আমলকী,
গিরিমল্লী জয়ন্তী কেশর ॥

সপ্তপর্ণ উড়ুম্বর, কোবিদার নাগেশ্বর,
মধুদ্রুম পীলু কন্দরাল।
নীপ লোধ্র অরুস্কর, পিয়াল পিপাসাহর,
পারিভদ্র প্লক্ষ কৃতমাল॥
পলাস পুন্নাগ চারু, ব্রহ্মদারু দেবদারু,
তিনিশ শিরীষ সুকুমার।
শমী শ্যামা কুরুবক, অশোক চম্পক বক,
সিন্দুক তিন্দুক বহুবার॥
বিবিধ বিহঙ্গ চয়, গান করে মধুময়,
নানা রঙ্গে সুরঞ্জিত কায়।
স্বেচ্ছামতে খায় ফল, পিয়ে নির্ঝরের জল,
বিলসিত তরু লতিকায়॥
শূন্যে উড়ে ভরদ্বাজ, নানা স্বরে ভীমরাজ,
থেকে থেকে জাগাইত বনে।
ডাকে বন-পারাবত, স্বরে গম্ভীরতা কত,
চাতক ডাকিত ঘন ঘনে॥
বন প্রিয় সেই বনে, পরম আনন্দ মনে,
করিত স্বগণে সুখে বাস।

কন্দরেতে সারি সারি, আলাপ করিত শারী,
আহা মরি কি মধুর ভাব ॥
না ছিল বন্ধন ত্রাস, সুখে বিহরিত চাষ,
দিবানিশী ডাকিত দাত্যুহ।
লইয়া স্বদল সঙ্গে, ময়ূর নাচিত রঙ্গে,
প্রসারিয়া কলাপ সমূহ ॥
কুক্কুভ চকোর লাব, খঞ্জনের কিবা ভাব,
রমণীর নেত্র অনুকারী।
তাম্রচূড় স্বর্ণচূড়, জিবঞ্জীব গুড়গুড়,
বিষ্ণু-ভক্ত শুক বনচারী ॥
কিবা নদী গর্ত্তময়, চরিত কাদম্বচয়,
চক্রবাক সারস শরাল।
মৃণাল লইয়া মুখে, সন্তরিত মহাসুখে,
দল বল বাঁধিয়ে মরাল ॥
রজনীতে ঝিল্লীরবে, নিদ্রায় নিস্তব্ধ সবে,
কেবল জাগিত ব্যাঘ্রগণ।
নয়নে মশাল জ্বলে, আহার অন্বেষি চলে,
মাজে মাজে ভীষণ গর্জ্জন ॥

কোটী কোটী হীরাচূর, তিমির করিত দূর,
বনে জ্যোতিরিঙ্গন নিকর।
যার গুণে চলদল, অপুষ্পেও অবিরল,
অগ্নিময় পুষ্পের আকর॥
এইরূপে কত কাল, ছিল বন্য-পশু-শাল,
মহারণ্য-ময় এই দেশ।
প্রকৃতির আদি মূর্ত্তি, কাননে পাইত স্ফূর্ত্তি,
মনুষ্য না করিত প্রবেশ।
পরাক্রান্ত আর্য্যজাতি, করে লয়ে বেদ-বাতী,
এল পঞ্চনদ পার হয়ে॥
ব্যাপ্ত আর্য্যাবর্ত্তময়, অনার্য্য অসভ্যচয়,
কাননে পলায় প্রাণ লয়ে।
উত্তরেতে হিমালয়*, দক্ষিণেতে শিলোচ্চয়,
বিন্ধ্য নামে সীমার নির্দ্দেশ॥

* আর্য্যেরা প্রথমে আসিয়া সরস্বতী এবং দৃষদ্বতী নদী মধ্যস্থিত ব্রহ্মাবর্ত্ত অর্থাৎ দীল্লির উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে বাস করিয়াছিলেন; যথা মনুঃ,—

"সরস্বতী দৃষদ্বত্যো র্দেব নদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেব নির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥"

পশ্চিমেতে বিনশন, পূর্ব্বসীমা নিরূপণ,
পুণ্যময় প্রয়াগ প্রদেশ।
এ সীমা লঙ্ঘন করি, পুণ্য-ভূমি পরিহরি,
যে যাইত তার জাতি নাশ ॥

পরে আর্য্যপরিবার ক্রমে বর্দ্ধিত হইলে ব্রহ্মর্ষিদেশ অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র, মৎস্য অর্থাৎ আধুনিক মাছেরী, পঞ্চাল অর্থাৎ কান্যকুব্জ এবং শূরসেন অর্থাৎ মথুরাদেশ, তাঁহাদিগের বাস স্থান হইয়াছিল; যথা মনুঃ,—

"কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাঞ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ ॥"

সুতরাং ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে ব্রহ্মর্ষিদেশ যে তাঁহাদিগের নিকটে ন্যূনকল্প ছিল, তাহা এই শ্লোকেই প্রমাণ দিতেছে। কিন্তু বংশ বৃদ্ধির অনুরোধে তাঁহারা আরো অগ্রসর হইয়া মধ্যদেশ অর্থাৎ উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল, পূর্ব্বে প্রয়াগ এবং পশ্চিমে বিনশন অর্থাৎ যে প্রদেশে সরস্বতী নদী অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন, এই চতুঃ সীমাবদ্ধ সুপরিসর ভারত-খণ্ডে অধিবসতি করিয়া-

দক্ষিণাপথ বা অঙ্গে, কিবা ত্রিকলিঙ্গ বঙ্গে,
ছিল মাত্র ম্লেচ্ছের নিবাস।
কিন্তু মধুমক্ষিকার, যত বাড়ে পরিবার,
ততই চক্রের সীমা বাড়ে।
সেইরূপ আর্য্যবংশ, অনার্য্যে করিয়া ধ্বংস,
ব্যাপ্ত ভারতের চক্রবাড়ে॥
এই সে অরণ্য-দেশে, প্রথমেতে ছিল এসে,
আর্য্য-ভয়ে ওড়ু ভিল্ল কুলী।
দ্বাপরের শেষ-ভাগে*, রণজয়-অনুরাগে,
সমাগত আর্য্য কতগুলী॥

ছিলেন। পরিশেষে পদ্মবনবৎ বৃদ্ধিযুক্ত আর্য্যবংশের ইহাতেও স্থান সংকুলান না হওয়াতে পূর্ব্ব এবং পশ্চিম সমুদ্রের এবং হিমালয় বিন্ধ্যের মধ্যবর্ত্তী সমুদায় দেশকে তাঁহারা আর্য্যাবর্ত্ত নামে খ্যাত করিয়াছিলেন, যথা মনুঃ—

"আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়ো রেবান্তরং গির্য্যো রার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্ব্বুধা॥"

* মহাভারতীয় সভাপর্ব্বে এবং অশ্বমেধপর্ব্বে পাণ্ডব-দিগ্বিজয়ে দ্রষ্টব্য।

ক্রমে যত অনাচার, ম্লেচ্ছ করে পরিহার,
আর্য্য-ভূমি হ'ল ম্লেচ্ছ-দেশ।
কত তীর্থ প্রকটন, করিলেন মুনিগণ,
দেব দেবীগণের প্রবেশ॥
ক্রমে যত খর রবি, ধরা ধরে অন্য ছবি,
সেই রূপ সমাজের গতি।
যাগে হিংসা অপকর্ম্ম, অহিংসা পরম ধর্ম্ম,
প্রকাশিলা গোতম সুমতি॥
হ'ল কত কাল গত, এই দেশে সমাগত,
তথাগত * মত নিরমল।
হিংসাধর্ম্মে ঘোর বৈর, হেথায় ভূপতি ঐরণ†,
রাজ্য করে বল দশবল‡॥

---

* বুদ্ধ।

† খণ্ড-গিরিতে এই রাজার নাম খোদিত আছে। ২২০০ বৎসরাধিক হইল সম্ভবতঃ ইনি উৎকলের একাংশের রাজা ছিলেন।

‡ বুদ্ধ।

হেথা সেই ধর্ম্মাশোক, নিস্তার করিল লোক,
ধর্ম্ম-উপদেশ করি দান।
অদ্যাপি ধবলাচলে*, স্পষ্টাক্ষরে প্রতিপলে,
পরিচয় দিতেছে পাষাণ॥
পিতা মাতা প্রতি ভক্তি, বনিতায় প্রেমাসক্তি,
সুতে স্নেহ, কুটুম্বে আদর।
ভ্রাতৃভাব সর্ব্ব নরে, সমভাব ঘরে পরে,
বর্ষীয়ানে শ্রদ্ধা নিরন্তর॥
দয়া সর্ব্ব জীব প্রতি, শান্তিরসে মুগ্ধ মতি,
অবিরত জ্ঞানের সন্ধান।

---

* মৃত মহাত্মা জেম্‌স প্রিন্সেপ ভুবনেশ্বরের অদূরবর্ত্তী ধৌলী অর্থাৎ ধবলীপর্ব্বতে অশোক সম্রাটের নীতিগর্ভ এই সকল আদেশলিপি সর্ব্বাগ্রে পাঠ করেন। আদেশগুলি পালিভাষায় বিরচিত, ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে এবং সিন্ধুনদের পরপারে য়ুসফজৈ দেশস্থিত কপূর্দ্দাগ্রিতে উক্ত আদেশাবলী আবিস্কৃত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে তত্তাবৎ এস্থলে উদ্ধৃত হইলনা।

শাক শশ্য অন্ন সুধা, নিবারণ করে ক্ষুধা,
বিমল সলিল মাত্র পান ॥
বিহিত প্রশান্ত মনে, বসিয়া বিজন বনে,
ঈশ্বরের ধ্যানে স্নিগ্ধ প্রাণ।
ভাবভরে নিমীলিত, নেত্র-অশ্রু বিগলিত,
সুখের নাহিক পরিমাণ ॥
কিন্তু এই সার মত, যুগান্তে হইল গত,
মানুষের মন স্থির নয়।
যথা নব নব ফুলে, ভ্রমরা ভ্রমেতে ভুলে,
ভ্রমণেতে সংবরে সময় ॥
পুনর্ব্বার ফুল দলে, চন্দন তণ্ডুল ফলে,
পরমেশে পূজার বিধান।
পুরোহিতে দিয়ে বস্তু, পাপে পরি[illegible] অস্তু,
পশু ছেদি পুন বলিদান ॥
মৃত্তিকা পাষাণ দারু, বিরচিত বি[illegible]কারু,
পুন প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ে।
বাজাইয়া ঢাক ঢোল, করি মহা [illegible]ণ্ড গোল,
ছেলে-খেলা দেব দেবী লয়ে ॥

বর্ষ পঞ্চদশ শত, অধুনা হইল গত,
মগধ ঈশ্বর ভবগুপ্ত।
বার বার আক্রমণে, তাড়াইল বৌদ্ধগণে,
বিশ্বজিত* মত তাহে লুপ্ত॥
যযাতি-কেশরী নাম, সেনাপতি গুণধাম,
সন্ধি-বিগ্রহের-অধিকারী।
বৌদ্ধের গৌরবহর্ত্তা, প্রথম শাসনকর্ত্তা,
কটকের সূত্রপাতকারী॥
অন্বেষিয়া জগন্নাথে, বলভদ্র ভদ্রা সাথে,
দেউলেতে বসাইলা পুন।
বলি যাগ যজ্ঞ হোম, পঞ্চ-দেব পূজাস্তোম,
কলিঙ্গেতে বৃদ্ধি বহুগুণ॥
অব্রাহ্মণ এই দেশ, নিরখি অন্তরে ক্লেশ,
কনৌজীয় অযুত ব্রাহ্মণ †।

* বুদ্ধ।

† এই সকল ব্রাহ্মণদিগের অদ্যাপি প্রকৃত ব্রাহ্মণবৎ অনেক সদাচার আছে; যাজপুরে অদ্যাপি ৮ঘর

নিমন্ত্রিয়া আনি রায়, ভূমি দিয়া কোশলায়*,
বসাইলা ব্রাহ্মণ-শাসন ॥
তাম্রপটে এসকল, কীর্ত্তিকলা অবিকল,
পরিচয় দেয় অদ্যাবধি।
দ্বিতীয় যযাতি সম, অনুপম পরাক্রম,
সীমাহীন যশের জলধি ॥
এই সে কেশরীবংশ, কত নৃপ অবতংস,
উৎকলের মহিমা আকর।
দেখহ ভুবনেশ্বরে, কি কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে,
ললাটেন্দুকেশরী প্রবর ॥
শ্রীমন্দির শৈলসম, কারুকর্ম্ম অনুপম,
বারোশত বৎসর অতীত।

অগ্নিহোত্রীব্রাহ্মণ আছেন, কিছু কাল পূর্ব্বে ইঁহাদিগের সংখ্যা অধিক ছিল,—কালপ্রভাবে, ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছে।

* বৈতরণী ও মহানদী প্রবাহিত প্রদেশের নাম,—সম্প্রতি যে সকল তাম্রপট্ট আবিষ্কৃত হইয়াছে, তত্তাবতের লিখনানুসারে ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

তথাপিও বোধ হয়, যেন দেবালয়চয়,
এই মাত্র হয়েছে নির্ম্মিত ॥
নৃপতি-কেশরী নাম, স্থাপিলা কটক-ধাম,
দুই ধারা মহানদী-মুখে।
পাঠান করিল ক্ষয়, তাঁর কীর্ত্তি-কলাচয়,
স্মরণে হৃদয় দহে দুঃখে ॥
খর স্রোতে ভাঙ্গে তীর, মকর-কেশরী বীর,
পাষাণের বন্ধে বন্ধ করে।
অদ্যাপি দেখহ আসি, কি অক্ষয় কীর্ত্তি রাশি,
আছে এই কটক-নগরে ॥
কালে সব হয় ধ্বংস, কালে এ কেশরী বংশ,
উড়িশ্যায় পাইল বিরাম।
তেজি গোদাবরী-তীর, এ'ল এক মহাবীর,
গঙ্গাবংশী চৌরগঙ্গ নাম ॥
তাঁর পুত্র গঙ্গেশ্বর, মহা কীর্ত্তি-কলাধর,
পঞ্চ কটকের অধীশ্বর।
উত্তরেতে বিষ্ণুপদী, দক্ষিণেতে কৃষ্ণানদী,
শাসনের সীমা সুবিস্তর ॥

সেবংশে মহিমাসীম, ভূপাল অনঙ্গ-ভীম*,
বড় দেউলের প্রতিষ্ঠাতা।
কটকেতে পরিপাটী, কিবা দুর্গ বারোবাটী,
এবে শুধু মনস্তাপদাতা॥

* যাজপুরে ইহাঁর প্রথম রাজধানী ছিল। ইহাঁর সময়ে বহুসংখ্যক দেবালয়, সেতু, সরোবর, কূপ এবং ঘাট প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়। ইনি ৪৬০ শাসন অর্থাৎ ব্রাহ্মণবসতি স্থাপন করেন। ইহাঁর আদেশেই জগন্নাথের মন্দির ৪০ লক্ষটাকা ব্যয়ে পরমহংসবাজপেয়ী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়, উক্ত মন্দিরবৎ দেবালয় এইক্ষণকার কালে নির্ম্মাণ করিতে হইলে ২।৩ কোটী টাকাতেও সংকুলান হয়না। খৃঃ ১১৯৬ শকে এই মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। ইঁহার আদেশে দামোদর পণ্ডিত এবং ঈশ্বর পট্টনায়ক কর্ত্তৃক উত্তরে হুগলী হইতে দক্ষিণে গোদাবরী পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমে শোণপুর হইতে পূর্ব্বে সমুদ্রের বেলাকূল পর্য্যন্ত সমুদয় অধিকারস্থ ভূমির পরিমাণ হয়। সমুদয় ভূমির সমষ্টি ৪৭,৪৮,০০০ বাটী। ২৪,৩০,০০০ বাটীর উৎপন্ন রাজার স্বকীয় ব্যয়ে, এবং ২৩,১৮,০০০ বাটীর উৎপন্ন প্রধান রাজপুরুষ সৈন্য সামন্ত প্রভৃতির ব্যয়ে, পর্য্যবশেষিত হইত। বাকী ১৪,৮০,০০০ বাটী নদী

হায়রে ইংরাজ-রাজ, করিলি গর্হিত কাজ,
তোরা নাকি কীর্ত্তির প্রহরী ?
তবে কেন করি চূর, সেই বারোবাটী পুর*,
হিন্দুর গরিমা নিলে হরি ?
তাঁর পৌত্র গুণাকর, নরসিংহ নরবর,
কোণার্ক তীর্থের প্রতিষ্ঠাতা।
শিবাই সান্ত্রার কাজ, বিশ্বকর্ম্মে দেয় লাজ,
এবে সব নষ্ট, হা বিধাতা !

পর্ব্বত জঙ্গল প্রভৃতি পতিত ভূমিতে পরিণত।

* বারোবাটীদুর্গের প্রাকার পরিখাদির প্রস্তর লইয়া অধুনা কটক নগরের রাজপথ এবং প্রণালীপুঞ্জ তথা ফল্‌স্‌ পইণ্টের আলোকগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। পুরাতন কটক অর্থাৎ চৌদ্বারের অন্তর্গত কপালেশ্বর নামক দুর্গের প্রস্তর লইয়া বিরূপার আনীকট্ অর্থাৎ প্রবাহ-রোধক বাঁধ প্রস্তুত হইয়াছে। বলিতে অন্তঃকরণে লজ্জা এবং পরিতাপ আসিয়া উদিত হয়, এই দুর্গ ভাঙ্গিয়া প্রস্তর প্রদানার্থে আমার প্রতি ভারার্পিত হইয়াছিল।

নেত্র-বাসুদেব নাম, ছিল রাজা গুণগ্রাম,
চারিশ পঁচিশ বর্ষগত ॥
অপুত্রক নরপতি, সতত বিষণ্ণ মতি,
রাজকার্য্যে উৎসাহ-বিহত।
একদিন শ্রীমন্দিরে, দেব-দর্শনাস্তে ফিরে,
যাইবার সময় রাজন ॥
দেখিলেন মতিমান, অতিশয় রূপবান,
যুবা এক করিছে ভ্রমণ।
সূর্য্যবংশী* রাজপুত, সর্ব্ব সুলক্ষণযুত,
বিভূষিত বহু গুণ জ্ঞানে ।।
মিষ্টালাপে তুষ্ট হয়ে, রাজা তারে সঙ্গে লয়ে,
রাখিলেন নিজ সন্নিধানে ॥

---

* মাদলা-পাঞ্জী নামক প্রসিদ্ধ পুরাতন গ্রন্থ-মতে কপিলেন্দ্রদেব গোপজাতীয় ছিলেন। একদা গোচারণ সময়ে গোষ্ঠে নিদ্রা যাইতেছিলেন, এমত সময় এক সর্প আসিয়া তাঁহার মস্তকোপরি ফণা বিস্তার পূর্ব্বক সূর্য্যরশ্মি হইতে তাহাকে রক্ষা করিতেছিল, নেত্রবাসুদেব এই

স্বপনেতে প্রত্যাদেশ, পাইলেন উৎকলেশ,
পুত্ররূপে করিতে গ্রহণ।
কপিলেন্দ্র দেব নাম, অসীম যশের ধাম,
যৌবরাজ্যে পাইলা বরণ॥

ইতি গ্রন্থ-সূচনা নামক প্রথমসর্গ।

অলৌকিক শুভ শকুন্ত দেখিয়া উক্ত গোপনন্দনকে যৌবরাজ্যে বরণ করেন।

দ্বিতীয় সর্গ।

কথারম্ভ।

নেত্র-বাসুদেব অন্তে কপিলেন্দ্ররাজ।
উৎকলের সিংহাসনে করিলা বিরাজ॥
সহস্র সমর-জয়ী বিক্রমে কেশরী।
বিস্তারিল নিজ রাজ্য বহুরাজ্য হরি॥
শাসনের সীমা সেতু-বন্ধ রামেশ্বর।
রাজধানী ছিল রাজ-মাহেন্দ্রী নগর॥
বিশ পুত্র নৃপতির বড় বলীয়ান্।
হামীর বলিয়া তারা পাইল আখ্যান॥
অগ্রজ বলহামীর বলরামপ্রায়।
গদাযুদ্ধে কালপাত করে মহাকায়॥
দ্বিতীয় কালহামীর দুই স্কন্ধে তূণ।
সব্যসাচী প্রায় শর-সন্ধানে নিপুণ॥
যযাতি-হামীর নামে তৃতীয় কুমার।
অসী-চালনায় তার তুল্য নাহি আর॥
এইরূপ অস্ত্রে শস্ত্রে পটু বিশ সুত।

কিন্তু কেহ নহে বিদ্যা-বিজ্ঞান-বিযুত ॥
ব্যসনে সময় হরে, নিরখি রাজন।
বিজনে বসিয়া সদা ব্যাকুলিত মন ॥
পরস্পর ঈর্ষাভাব, বিবাদ প্রবল।
হায় রে দৈহিক বল! অনর্থ কেবল!
রাজা ভাবে মম অন্তে এই পুত্রগণ।
লাঠালাঠি করিবেক রাজ্যের কারণ ॥
অনুদিন এই চিন্তা কি হইবে শেষ।
নির্ভর ইহাতে মাত্র প্রভুর আদেশ ॥
এক দিন স্বপ্নে দেব দেন প্রত্যাদেশ।
"মম অভিলাষ যাহা শুনহ নরেশ ॥
"কালি সন্ধ্যা আরতির সময় যখন।
"দর্শনার্থে মন্দিরে করিবে আগমন ॥
"বাইশ সোপান আরোহণের সময়।
"পশ্চাতে থাকিয়া যেই তোমার তনয় ॥
"অংশুকের অধোভাগ করিয়া ধারণ।
"ধীরে করিবেক তব পদানুসরণ ॥
"তাহারেই যৌবরাজ্যে করিবে বরণ।

"তব অন্তে উড়িশ্যার রাজা সে [illegible] ॥"
প্রত্যাদেশ পেয়ে নৃপ হরষিত মন।
পর দিন প্রদোষেতে সহিত স্বগণ ॥
দেব-দরশনে যান সহ সব সুত।
দেখ দেখি! ঈশ্বরের খেলা কি অদ্ভুত ॥
ভাবি প্রত্যাদেশ কথা অস্থির নরেশ।
বাইশ সোপানোপরে করিলা প্রবেশ ॥
সপ্ত পীঠ উপরেতে উঠিবার কালে।
অংশুকের সীমা লগ্ন চরণান্তরালে ॥
পশ্চাতে থাকিয়া এক যুবক সুন্দর।
সীমা উঠাইয়া ধরে যেরূপ কিঙ্কর ॥
মুখ ফিরাইয়া রাজা করেন দর্শন।
নিজ উপজায়া-জাত পুত্র সেইজন ॥
নামেতে পুরুষোত্তম রূপের নিধান।
ভূপতির প্রতিকৃতি, পরম ধীমান্ ॥
কিন্তু জন্ম ত্রুটি তার ধণ্ড তপোফলে।
কলঙ্কী শশাঙ্ক প্রায় উদিত ভূতলে ॥
পুনরায় হেরে রায় সে বিশ নন্দন।

সোপানে নিশ্চিন্ত মনে করিছে গমন ॥
তাঁহার উদ্বেগে মাত্র উৎকণ্ঠিত নয়।
পাষণ্ড কি ষণ্ড তারা তনয় ত নয় ॥
পুরুষোত্তমের প্রতি রাজা সেইক্ষণ।
অতিশয় স্নেহভরে করেন ঈক্ষণ ॥
মনে মনে চিন্তা এই, “একি কুঘটন ?
সন্তাপের হেতু সাত সুজাত নন্দন !
বিজাতেরে রাজ্য দিতে প্রভুর আদেশ।
হায় হায় ! মম ভাগ্যে এই ছিল শেষ ॥”
সম্বোধি সে সুভগেরে কহেন রাজন।
“রাজপুরে থাক তুমি, আমার সদন ॥”
রাজার দেখিয়া ভাব, শুনি সেই কথা।
অমাত্যসমূহ করে ঠারাঠারী তথা ॥
সেই দিনাবধি রাজকুমার সোসর।
রাজপুরে বাড়িল তাহার সমাদর ॥
যত পরিচার আর পারিষদ্ গণ।
যুবরাজ বলি তারে করে সম্বোধন ॥
কুণ্ঠিত হামীর গণ, অনুতপ্ত মন।

দেখা মাত্র দহে গাত্র ঈর্ষা হুতাশন॥
সংগোপনে বসি সদা করয়ে মন্ত্রণা।
কেমনে বিগত হবে প্রাণের যন্ত্রণা॥
সবে বলে মার দুষ্টে বিহিত সন্ধানে।
নির্জ্জনে যখন পাবে সংহারিবে প্রাণে॥

একদা বলহামীর অগ্রজ কুমার।
চরণ-চারণ করে যথা সিংহদ্বার॥
প্রদোষ সময়, সঙ্গে নাহি আর কেহ।
ঈর্ষায় আরক্ত নেত্র, প্রকম্পিত দেহ॥
করেতে তোমর এক ভয়াল বিশাল।
ভ্রমিছে তথায় যেন কালান্তের কাল॥
সন্ধ্যাধূপ অন্তরে পুরুষোত্তম রায়।
সিংহদ্বারে হামীরেরে দেখিবারে পায়॥
কুমারের ভাব দেখি দুরু দুরু হিয়া।
হামীর কহিছে "শুন, শুনরে পুরিয়া॥
"সিংহের বিবরে রাজা বঞ্চক শৃগাল।
"তুই নাকি উড়িশ্যার হইবি ভূপাল?
"কলিকাল হ'ল ঘোর, কিবা আর বাকী?

"যৌবরাজ্যে টিকা তুই পেয়েছিস্ নাকি ?
"ভাল, ভাল, তাই ভাল ! নাহি কিছু ক্ষতি।
"কিন্তু আমি অস্ত্র এক ছাড়ি তোর প্রতি ॥
"রে বর্ব্বর যদি সামালিতে পার তায়।
"নিশ্চয় জানিব তোরে ঠাকুর সহায় ॥"
এত বলি গরজিয়া ছাড়িল তোমর।
অব্যর্থ সন্ধান তার জানে সর্ব্ব নর ॥
দেখহ দৈবের কর্ম্ম, বিষম দুর্গম।
অবহেলে সামালিল শ্রীপুরুষোত্তম ॥
লক্ষ্য হ'ল ব্যর্থ, ব্যর্থ তোমর বিশাল।
কর প্রসারিয়া ধরে যেমন মৃণাল ॥
লজ্জাভরে অধোমুখ হইল হামীর।
চকিত হইল স্থির, হৃদয় অস্থির ॥
ভাবী ভাবি আরো মনে বাড়ে মহাক্লেশ।
পলায় দক্ষিণাপথে পরিহরি দেশ ॥
অনন্তর বিভু পদে ভক্তি-নম্র কায়।
শ্রীপুরুষোত্তম রায় প্রণ[redacted]থায় ॥
ঈষ্টদেবে স্মরি ম[redacted]ল হৃ[redacted]

ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল রাজপুরে ॥
কত দিনান্তরে ঋতু নিদাঘ প্রবেশ।
খরতর কর শর বরিষে দিনেশ ॥
প্রতপ্ত পৃথিবী, পয়ঃ, প্রতপ্ত পবন।
উপবনে যায় লোক, ত্যজিয়া ভবন ॥
কিবা বনে, উপবনে, কিবা গিরিবনে।
ম্লানবর্ণ, শীর্ণপর্ণ, দ্রুম লতা গণে ॥
তাপে তপ্ত মৌনব্রত বিহঙ্গমগণ।
পল্লবের আড়ে করে দেহ সংগোপন
আরক্তিম তালু কণ্ঠ বিশুষ্ক রসনা।
মুক্তমুখে করে পবনের উপাসনা ॥
কোথায় রয়েছে বায়ু, না হয় সন্ধান।
সুষুপ্ত জগৎ, কিবা, শ্বাসগত প্রাণ ॥
শ্বাসের সঞ্চার নাই স্তম্ভিত সকল।
চিত্র লিখিতের প্রায় অচল সচল ॥
না নড়ে তরুর পাতা, মৃত-প্রায় লতা।
বায়ুভোগ-বিরহে বিহত মহীলতা ॥
জগৎজীবন যেই, অভাবে তাহার।

জগতে কি থাকে আর, শোভার সঞ্চার ?
একে অন্তর্হিত বায়ু, তাহাতে তপন।
বরিষে কিরণ যেন হোম হুতাশন ॥
যেন জ্বরে দগ্ধ-তনু বসুমতি মাতা।
অকালে কি সৃষ্টিনাশ করিছেন ধাতা ?
ফেন-লালাবৃত মুখে রসনা চলিত।
হের ! হিংস্র বনচর কিবা বিকলিত ॥
বিক্রম-বিহত ব্যাঘ্র, লুকায় গহ্বরে।
বারি অন্বেষিয়ে ফিরে মহিষনিকরে ॥
বন বরাহের দল পঙ্কিল পুষ্করে।
গড়াগড়ী যায়, তাপ নিবারণ তরে ॥
ভয়ঙ্কর ভাব একি নিরখি কাননে।
অবতীর্ণ হুতাশন সহস্র আননে ॥
বিকচ কুসুম্ভ কিবা সিন্দূর বরণ।
অমনি প্রবল বেগে উঠিল পবন ॥
পবনে পাবকে মিলে ঘন আলিঙ্গনে।
ভস্ম-সার করিতেছে তরু লতা গণে ॥
পলায় বিহগকুল তেজিয়া বিটপী।

তরু পরিহরি ধায় দলে দলে কপি ॥
তরু দহি নিরাশ্রয় প্রচণ্ড অনল।
বনভূমে তৃণদলে পড়ে অনর্গল ॥
বেণুবনে অতি বেগে দীপ্ত ক্ষণে ক্ষণে।
চট্‌পট্‌ ঘোর শব্দ গহনে কাননে ॥
কিবা চারু কষিত কাঞ্চন কলেবরে।
শিমুলের বনে জ্বলে কোটরে কোটরে ॥
পলায় কুরঙ্গদল হইয়া বিকল।
ভয়ঙ্কর ভাব একি ধরে দাবানল !
কি শোভা রজনীকালে শেখরে শেখরে !
প্রকটিত দাবানল দ্বিতীয় প্রহরে ॥
নীলবর্ণ নগশ্রেণী দীর্ঘ কলেবর।
থাকে থাকে দাঁড়াইয়া যেন নিশাচর ॥
অনলের শিখারাজী শোভে শিরোপর।
দ্রব স্বর্ণময় কিবা মুকুট সুন্দর !
কভু লুপ্ত, কভু দীপ্ত, হয় প্রতিক্ষণে।
অভিনব আশা যথা প্রেমিকের মনে ॥
শেখরে নিভিলে অগ্নি প্রভাত-সময়।

ধূমময় দেখা যায় চারু চূড়াচয়॥
প্রভাত-ভানুর ছটা লাগিয়াছে তায়।
ধীর সমীরণে চলে অচলের কায়॥
কভূ আসি পড়িতেছে চরণে তাহার।
শ্যামার চরণে কিবা জবাপুষ্প হার!
সাগরের গর্ব্ব তেজি সংযত স্বগণে।
ভানুকরে বাষ্পরাশি উঠিয়া গগণে॥
নানারূপ মেঘাকারে হয়ে পরিণত।
আকাশেতে চলিতেছে গজযূথ মত॥
প্রভাতে প্রত্যহ আসি হয় দৃশ্যমান।
কিন্তু কভু বিন্দু বারি নাহি করে দান॥
কখন কখন তর্জ্জে গর্জ্জে ঘোরতর।
চমকে চপলা বালা হাঁসায়ে অম্বর॥
বোধ হয় এইক্ষণে হইবে বরষা।
সপ্নের সমান সেই বিফল ভরসা॥
দিন দিন ক্ষীণ-বারি যত জলাশয়।
বিষম বিপদাপন্ন জলচর চয়॥
শুখাইছে সরোবরে সরোজের বন।

কোনমতে স্বল্প জলে বাঁচায় জীবন ॥
হায় যেই ভানুকরে ফুটে শতদল।
সেই ভানু করে তার জীবন বিকল!
সরোবরে স্নান আর নাহি হয় সুখে।
পঙ্কময় পয়ঃ তপ্ত মধ্যাহ্ন-ময়ূখে ॥
মন্ত্রণা করিল যত রাজার কুমার।
চল সবে সিন্ধুজলে করিব বিহার ॥
পুরিয়ারে সঙ্গে লয়ে স্বকার্য্য সারিব।
সন্তরণ দিতে দিতে বুড়ায়ে মারিব ॥
চলিল কুমারগণ জলধির তীরে।
নানা জল-কেলি আরম্ভিল নীল নীরে ॥
তরল তরঙ্গমালা, ধায় উভরড়ে।
বেলাকূলে আসি তূর্ণ, চূর্ণ হয়ে পড়ে ॥
নিরমল ফেন রাশি নাচে শূন্যোপরে।
নানা রঙ্গ ফলে তাহে দিনকর-করে ॥
হরিত, লোহিত, পীত, পাটল আকার।
কত লক্ষ স্ফাটিকের জ্বলে দীপাধার ॥
টল টল, ঢল ঢল, পবন হিল্লোলে।

যেন মদে মত্ত হয়ে পড়িতেছে ঢ'লে ॥
গরজ, গরজ, সিন্ধু! গরজ গভীর।
কোন কালে স্থির নহে তোমার শরীর ॥
চিরকাল একভাব, আর একতান।
তুমি মাত্র অনন্ত শক্তির অভিজ্ঞান ॥
তুমি মাত্র অনন্তকালের অবছায়া।
সর্ব্বদেশে বিস্তারিত আছে তব কায়া ॥
সর্ব্বজাতি প্রতি তুমি সাধারণ ধন।
পক্ষপাত নাহি তব সকলে স্বজন ॥
ধরাতলে আছে যত তরঙ্গিণীগণ।
তব দেহে সকলের বেগ প্রশমন ॥
কলিঙ্গ কি বঙ্গ দেশে খেলে যেই নীর।
সেই নীরে ধৌত পুন ইংলণ্ডের তীর ॥
তোমার উদারভাব হেরি পুন পুন।
হায় কেন নরজাতি না শিখে সে গুণ?
তোমার সহিত তারা দেয় হে তুলনা।
অর্থহীন কল্পনা সে, বিফল কলনা ॥
গুণের সাগর এই, রূপ-রত্নাকর।

যশের জলধি এই, রসের সাগর ॥
ক্ষণে ক্ষণে ভঙ্গ যারা তব বিম্বাকার।
হায়! তারা কেন করে এত অহঙ্কার?
এই দেখ, এই ছার রাজপুত্রগণ।
ঈর্ষানলে অনুক্ষণ সন্তাপিত মন ॥
কিন্তু যথা প্রদীপে পতঙ্গ ভস্ম হয়।
অচিরাৎ সে অনলে পাইবে অত্যয় ॥
মুখেতে অমৃত ক্ষরে, গরল হৃদয়ে।
মারিতে প্রাণের বৈরি, আভীরী-তনয়ে ॥
ভাইগণে সম্বোধিয়ে কহে একজন।
'ডুবিয়া থাকিতে কেবা পার কতক্ষণ ॥
দুইজনে, দুইজনে, পরীক্ষা হইবে।
যে হারিবে, জয়ীজনে স্কন্ধেতে লইবে' ॥
এইমত খেলা হইতেছে কতক্ষণ।
দেখহ দৈবের খেলা কূটনির্ব্বন্ধন ॥
শ্যামলহামীর নামে কনিষ্ঠ নন্দন।
পুরিয়ার প্রতি-দ্বন্দ্বী হ'ল সেইজন ॥
দুইজনে নিমজ্জিত হ'ল সিন্ধু-নীরে।

বাকি সব রাজপুত্র দাঁড়াইয়া তীরে ॥
কিছুক্ষণ পরে তারা পড়ে ঝাঁপ দিয়ে।
পুরিয়ারে অন্বেষিছে জল-মধ্যে গিয়ে ॥
তার পরিবর্ত্তে তারা শ্যামলে ধরিয়া।
কণ্ঠ-আকর্ষণে ক্ষণে ফেলিল মারিয়া ॥
তরঙ্গে ভাসিয়া গেল তার কলেবর।
তীরে উঠে ভাইগণ আনন্দ অন্তর ॥
উঠিয়া নিরখে তারা চক্রতীর্থ* মূলে।
দাঁড়ায়ে পুরুষোত্তম আছে বেলাকূলে ॥
দেখা-মাত্র সকলের শুখাইল মুখ।
স্তম্ভিতের মত চায়, শোকে দহে বুক ॥
ইতিকর্ত্তব্যতা-হত, ধৃত চৌর প্রায়।
মনে ভয় কেহ যদি জানায় রাজায় ॥
নিস্তার কোথায় তার দোষী যেই জন ?
অনুতাপ হুতাশনে দগ্ধ হয় মন ॥
হৃদয়স্থ আত্মদেব দেন শাস্তি ঘোর।

* পুরীর বেলাকূলবর্ত্তী মধুর সলিলযুক্ত কূপ বিশেষের নাম।

কিবা দিবা বিভাবরী ভীত যেন চোর ॥
অনুক্ষণ ভাবে হায় কি করিনু আমি।
ভুলেছিনু হৃদয়ে রাজিত অন্তর্যামী ॥
অগণিত বৃথা ভয়ে তনু হয় ক্ষীণ।
পাণ্ডুর বদন ভাগ—যেন প্রাণহীন ॥
লোকনে অক্ষম সেই প্রভাতের শোভা।
পূর্ব্বভাগে স্মিত যবে উষা মনোলোভা ॥
প্রকৃতি বিকৃত রূপ তাহার নিকটে।
তার তরে বৃথা ভানু দিবস প্রকটে ॥
সরোবরে বৃথা ফুটে কমল কল্‌হার।
উপবনে বৃথা ছুটে সুরভি-সম্ভার ॥
তার তরে বিফলে বিহঙ্গ গান করে।
বিফলে শারদ শশী অমৃত বিতরে ॥
সদা যেন তিমিরে আচ্ছন্ন দিগ্‌ দশ।
হলাহল সম বোধ হয় সুধারস ॥
লোকালাপে ভুলিবারে প্রাণের বেদন।
দিনে জনপূর্ণ স্থানে ধায় সেই জন ॥
বিফল সে সব চেষ্টা, বিতর্ক অন্তরে।

নয়ন-ভঙ্গীতে লোক ইঙ্গিত কি করে ?
দিবসে এরূপ আত্মদেবের ঘাতন।
রজনীতে আরো বাড়ে মনের যাতন॥
এইরূপ অনুতপ্ত রাজপুত্রগণ।
কি হইবে কোথা যাবে চিন্তা অনুক্ষণ॥
নির্জ্জনেতে যুক্তি স্থির করি পরিশেষে।
সংগোপনে পলাইল পশ্চিম-প্রদেশে॥
কপিলেন্দ্রদেব শুনি এই সমাচার।
মোহ মুগ্ধ হয়ে পড়ে করি হাহাকার॥
দশরথ-প্রায় রাজা পেয়ে পুত্র-শোক।
কিছুদিন অন্তরেতে প্রাপ্ত পরলোক *॥
শ্রীপুরুষোত্তমদেবে তবে মন্ত্রীগণে।
অভিষিক্ত করে গজপতি-সিংহাসনে॥

* কপিলেন্দ্রদেবের শেষাবস্থায় মুসলমানেরা দক্ষিণ হইতে প্রথমে উৎকল দেশাক্রমণ করণে অগ্রসর হয়। মুসলমানদিগের সহিত শেষ সমরে পুরুষোত্তমদেব পিতা কপিলেন্দ্রদেবের সমভিব্যাহারে গমন করিয়া সবিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করেন, কিন্তু এই শেষ সমরে কপিলেন্দ্র-দেব কৃষ্ণানদী তীরে পরলোক প্রাপ্ত হন। সেই স্থানেই মন্ত্রিবর্গ পুরুষোত্তমদেবকে রাজপদাভিষিক্ত করেন।

রামরাজা-প্রায় রায় স্বরাজ্য-শাসনে।
দুষ্টের দলনে আর শিষ্টের পালনে॥
প্রখর প্রতাপ অতি ধীমান্ শ্রীমান্।
কর্ণের সমান দানে, যশের নিধান॥
শূরবীর পণ্ডিত-মণ্ডিত মহারাজ।
বিক্রম-আদিত্য সম শোভিত সমাজ॥
জঙ্গলীয় রাজগণ কিঙ্কর সমান।
কেহ ধরে পাণদান, কেহ পিক্‌দান॥
কেহ শিরে ধরে ছত্র, কেহ মৌরছল।
কেহ মুখ-অগ্রে ধরে দর্পণ বিমল॥
তার প্রতি যেই দেশ করিলা অপ[illegible]
অদ্যাপি বিখ্যাত নাম আছয়ে দর্প[illegible]
অদ্যাপি পুরুষোত্তমপুর বর্ত্তমান।
কিন্তু সিংহকুল পরে হ'ল মুসল্মান॥
সেইরূপ গড়পদা* ভুঞার কুমার।
অর্থ-লোভে করে ব্রহ্ম ধর্ম্ম-পরি[illegible]র॥

* রাজা পুরুষোত্তমদেব, পোতেশ্বর নামক এক ব্রাহ্মণকে ১৪০৮ বাটী অর্থাৎ ২৮১৬০ উৎকলদেশে

হেন মতে কত শত কীর্ত্তির আধান।
কেবল কুলেতে কালী কলঙ্কী সমান॥
কিন্তু রাজ-লক্ষ্মী যারে করেন বরণ।
কি ছার পদার্থ তার কুলের গঞ্জন?
রাজ-রাজ-চক্রবর্ত্তী কুণ্ড গোলকাদি।
পাণ্ডু আর যুধিষ্ঠিরে কেবা প্রতিবাদী?
ভোজরাজ, মদ্ররাজ, দ্রুপদ নৃপতি।
পাণ্ডবে কুটুম্ব করি চরিতার্থ অতি॥
সেইরূপ উৎকলের অধিপতি প্রতি।
কন্যাদানে অগ্রসর কত মহীপতি॥

ইতি কথারম্ভ নাম দ্বিতীয়সর্গ।

প্রচলিত বিঘা ভূমি সূর্য্য-গ্রহণকালে গঙ্গাগর্ব্ভে দান করেন। তাম্রপট্টে খোদিত উক্ত দানপত্র অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। উক্ত পোতেশ্বরের বংশধর সর্ব্বেশ্বর ভট্টকে ময়ূরভঞ্জের রাজা দূরীভূত করিয়া দিয়া সেই ব্রাহ্মণ-শাসন স্বরাজ্যের সামিল করিয়া লন। সর্ব্বেশ্বর মুর্শীদাবাদের নবাবের নিকট আর্ত্তনাদ করাতে নবাব ময়ূরভঞ্জের রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন,—কিন্তু সর্ব্বেশ্বরের প্রতি যুদ্ধের ব্যয় পরিশোধ করিতে আজ্ঞা দেন, সর্ব্বেশ্বর বিষয়চ্যুত বিধায় সেই ব্যয়দানে অক্ষম

তৃতীয় সর্গ।

——০০০——

পদ্মাবতী।

কিবা অপরূপ, পদ্মাবতী রূপ,
অলপ বয়সী বালা।
কেতকী কুসুম, কেশর কুঙ্কুম,
লাবণ্য ফুলের ডালা॥
নয়ন সুন্দর, নীল নিভাধর,
কাজলে উজল ভাতি।
যেন ইন্দীবরে, অলি শোভা করে,
রবহীন মদে মাতি॥

হইলেও নবাব তাঁহার আর্দ্দাসে শ্রুতিপাত করিলেন না। অগত্যা দরিদ্র ব্রাহ্মণ আগ্রায় গমন করিয়া দিল্লীশ্বরের উপাসনা করিতে লাগিলেন। দিল্লীশ্বর ঔরেংজেব অত্যন্ত হিন্দধর্ম্ম-দ্রোহী ছিলেন; তিনি একদা সর্ব্বেশ্বরকে কৌতুক ছলে কহিলেন, যদি তুমি হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হও, তবে তোমার বিষয় তোমাকে দিতে পারি, সর্ব্বেশ্বর বারম্বার ইহাতে অসম্মত ছিলেন, কিন্তু পরিশেষে নিরুপায় হইয়া মহম্মদীয় ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া।

পলকে পলকে, দামিনী দলকে,
চমকে যুবক প্রাণ।
আকর্ণ সন্ধান, কামের কামান,
যুগল ভুরুর টান॥
অধরোষ্ঠ কিবা, প্রবালের ডিবা,
দশন মুকুতাধার।
মৃদু মৃদু হাসে, দর পরকাশে,
কি শোভা করে সঞ্চার॥
নাসিকার কোলে, গজমোতী দোলে,
তিলফুলে হিমকণা।
প্রলম্বিত বেণী, নাগিনীর শ্রেণী,
উভে কি বিস্তারি ফণা

প্রত্যর্পণের আদেশ আনিয়া ভূমিসম্পত্তিতে পুনরাধিকার প্রাপ্ত হইলেন। অদ্যাপি পোতেশ্বর ভট্টের বংশীয়েরা গড়পদার ভূঞা নামে বিখ্যাত আছেন, মুসল্মানদিগের সহিত করণ কারণ সম্বন্ধে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি তাঁহাদিগের বাটীতে দেবালয় সকল এবং হোমকুণ্ড প্রভৃতি বর্ত্তমান আছে। গড়পদার আদি নাম পুরুষোত্তমপুর-শাসন, দর্পণ গড়েও এই রূপ এক পুরুষোত্তমপুর আছে।

প্রতিভার খনি, চন্দ্রসূর্য্যমণি,*
সীমন্ত শ্রীমন্ত করে।
রত্ন কর্ণফুল, শোভে কর্ণমূল,
দোলে কি আনন্দ ভরে?
পাটলী কি রসে, কপোলে বিকসে,
কপাল কি আধ ইন্দু?
মৃগাঙ্কের প্রায়, শোভিছে কি তায়,
মৃগমদ-লেখা বিন্দু?
রাঙা কোকনদ, শ্রীকর শ্রীপদ,
অঙ্গুলী চাঁপার কলী।
রস-প্রস্রবণ, প্রথম যৌবন,
কিবা ভাব টল-টলী॥
নানা গুণবতী, সুশীলা সুমতী,
ঈশ্বরে অচলা রতি।
মধুর গভীর, সুধা সম গির,
মোহিত করয়ে মতি॥

* শিরোভূষণ বিশেষ, ইহা কর্ণাট দেশে প্রসিদ্ধ।

কিবা নতশিরে, গতি অতি ধীরে,
সলজ্জ মধুর ভাব।
সুলক্ষণযুতা, কিবা সিন্ধুসুতা,
কাঞ্চীপুরে আবির্ভাব॥
বীণা বেণু আদি, সুস্বর সম্বাদী,
যন্ত্রতন্ত্রে মূর্ত্তিমতী।
সারদা সমানা, নৃত্যগীত নানা,
শিখিয়াছে চারুমতি॥
নাটক নাটিকা, শব্দশাস্ত্র টীকা,
কাব্য আর অলঙ্কার।
ছন্দো ব্যাকরণ, দর্শনে দর্শন,
শ্রুতি শ্রুতি-অলঙ্কার॥
সর্ব্ব কলাবতী, যথা ভানুমতী,
চিত্রে চিত্রলেখা বালা।
অপূর্ব্ব রমণী, নারী-শিরোমণি,
কিবা বৈজয়ন্তী মালা॥
দিন দিন তার, পদ্মবনাকার,
প্রকটিত হেরি রূপ।

সমযোগ্যবর, না হয় গোচর,
চিন্তিত হইলা ভূপ॥
সচিবের সহ, বসি অহরহ,
কতরূপ যুক্তি করে।
বিভবে বিপুল, রূপেতে অতুল,
কে আছে ভব-ভিতরে?
স্থির অবশেষ, উড়িশ্যা নরেশ,
শ্রীপুরুষোত্তম রায়।
কন্দর্প সমান, রূপের নিধান,
বিক্রমে বিক্রম-প্রায়॥
শুনি সমাচার, উড়িশ্যা রাজার,
হৃদয়ে উদয় প্রীতি।
কাঞ্চীশ সদন, চারণ প্রেরণ,
করিলেন যথা নীতি॥
কহে মন্ত্রীবর, জুড়ি দুই কর,
"অবধান মহীপতি।
রূপে অতুলনা, কমলা কলনা,
ললনার সার সতী॥

ভুবন-ভিতর, তাঁর যোগ্য বর,
করিবারে নিরূপণ।
এই যোগ্য হয়, উচিত প্রত্যয়,
স্বচক্ষে করি ঈক্ষণ॥"
শুনি কাঞ্চীরায়, দিল তাহে সায়,
"সাজহ ত্বরায় যাব।
কিরূপ আকার, আচার ব্যভার,
প্রত্যক্ষে দেখিতে পাব॥
কন্যা পদ্মাবতী, যাইবে সংহতি,
নিরখিবে ভাবী পতি।
সাগরের প্রতি, ধায় স্রোতস্বতী,
কুপথে না করে গতি॥"
বিচারি ভূপতি, দেন অনুমতি,
সাজিল কিঙ্করগণ।
সচিব সহিত, গুরু পুরোহিত,
সৈরিন্ধ্রী পুরন্ধ্রী জন॥
শিবিকারোহণে, সহিত স্বগণে,
চলিলা নৃপনন্দিনী।

রণ-বেশ ধরি, চলে অশ্বোপরি,
বেড়িয়া শত বন্দিনী ॥
সঙ্গে লয়ে ঠাট, আগে যায় ভাট,
উত্তরিল ক্ষেত্ররাজে।
যথা কুলাচার, পড়ি রায়বার,
কহিছে নৃপ সমাজে ॥
"কাঞ্চী নরবর, কলেবরেশ্বর,
সমাগত মতিমান।,,
শুনি গজপতি,* হরষিত মতি,
ভেটিতে সত্বরে যান ॥
যথা সমাদরে, কর্ণাট-ঈশ্বরে,
আনিলা পুরুষোত্তমে।
যোগ্য ব্যবহার, আতিথ্য সৎকার,
সদাচার যথাক্রমে ॥
কিছু দিনান্তরে, মহা আড়ম্বরে,
শ্রীগুণ্ডিচা-যাত্রা† হয়।

* উৎকলাধিপতিদিগের প্রসিদ্ধ প্রাচীন খ্যাতি।
† জগন্নাথের রথ-যাত্রা।

দেখিবারে রথ, হাঁটি দূর পথ,
লক্ষ লক্ষ যাত্রীচয়॥
সাধে মনোরথ, দেখি তিন রথ,
মণ্ডলিত সিংহদ্বারে।
বাজে ঢাক ঢোল, করতাল খোল,
শ্রুতিরোধ একেবারে॥
তাল-ধ্বজোপর, কিবা মনোহর,
রেবতী-রমণ শোভা।
নন্দী-ঘোষ নাম, রথে ঘনশ্যাম,
ভক্তজন-মনোলোভা॥
বেদি-রথোপরি, বিরাজে সুন্দরী,
ভদ্রা সহ সুদর্শন।
এক-দৃষ্টে রয়, যত যাত্রীচয়,
চরিতার্থ মনে মন॥
প্রলয়-সময়, সিন্ধু উথলয়,
হেন কোলাহল রোল।
"জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ,
হরিবোল হরিবোল॥"

হইল লগণ, যথা শুভক্ষণ,
উদয় উৎকলরায়।
করে পরিপাটী, সুবর্ণের বাটী,
অগুরু চন্দন তায় ॥
সুবর্ণ মার্জনী, ধরি নৃপমণি,
আপন দক্ষিণ করে।
ঠাকুর সম্মুখে, ছড়া [illegible] সুখে,
ঝাঁটী দিয়ে পাটী করে ॥
দেখিয়া রাজার, রীতি এপ্রকার,
হাসিল কাঞ্চীর পতি।
ঘৃণা সহকার, দিয়ে টিট্কার,
কহিছে মন্ত্রীর প্রতি ॥
"একি হে দুর্গতি, হয়ে নরপতি,
চণ্ডালের আচরণ।
"এরে দুহিতায়, দিব আমি হায়?
ধিক্ ধিক্ অভাজন!
"সমুদ্রের জলে, শিলা বাঁধি গলে,
বিসর্জিব পদ্মিনীরে।

"বৃথা পরিশ্রম, দূরে গেল ভ্রম,
চল যাই দেশে ফিরে ॥
"কি আছে স্থিরতা, কেবা এ দেবতা
জগন্নাথ যার নাম।
"নাহি বেদ মন্ত্রে, কি পুরাণ তন্ত্রে,
আকৃতি বিকৃতি-ধাম ॥
"পুন দেশ শুদ্ধ, বলে তারে বুদ্ধ,,
বুদ্ধ-মূর্ত্তি দৃশ্য নয়।
"যত মতিচ্ছন্ন, প্রসাদের অন্ন,
খাইয়ে কৃতার্থ হয় ॥
"গেল জাতিভেদ, লুপ্ত হ'ল বেদ,
সকলি ম্লেচ্ছের ভাণ।
"পদ্মিনী আমার, শুচি-অবতার,
চণ্ডালে করিব দান?
"শুনেছ কি আর, এই দুরাচার,
নহে ক্ষত্রীকুলোদ্ভূত।
"ক্ষেত্রে গোপিনীর, জাত মহাবীর,
তাই অনাচারযুত ॥

"হেথা কাজ নাই, চল ফিরে যাই,
জারজ জামাই হবে?
"ক্ষত্রিয় সমাজ. দিবে মোরে লাজ,
প্রাণে তাহা নাহি সবে॥"
যেমন বলিল, অমনি চলিল,
ক্ষেত্র ছাড়ি কাঞ্চীপতি।
উৎকল-ঈশ্বরে, নিবেদিল চরে,
যথাযথ সে ভারতী॥
শুনি সে সকল, মহা ক্রোধানল,
রাজার হৃদয়ে জ্বলে।
তখনি ডাকিয়া, কহিছে হাঁকিয়া,
আপন সচিবদলে॥
"আরে দুরাচার, এত অহঙ্কার,
আমারে জারজ বলে।
"মহানন্দ শেষ, ক্ষত্রিয় নরেশ,
ক্ষত্রী কোথা ধরাতলে? *

*বিষ্ণুপুরাণাদি মান্যগ্রন্থে লিখিত আছে নন্দবংশীয় মহানন্দই শেষ ক্ষত্রিয় রাজা, সেই সময়াবধি ক্ষত্রিয় বর্ণের লোপ হয়। চন্দ্রগুপ্তের মাতা মুরা ক্ষত্রিয় কন্যা ছিলেন না।

"ক্ষত্রী হ'ল লুপ্ত, যবে চন্দ্রগুপ্ত,
মগধের মহীপাল।
"ক্ষত্রী বলি আ'জ, এ ক্ষেত্রে সমাজ,
করে দুষ্ট ঠাকুরাল॥
"মোরে কুবচন, বলিল দুর্জ্জন,
তাহে কিছু নাহি ক্ষতি।
"এত অহঙ্কার, ঠাকুরে আমার,
গালি দেয় নষ্টমতি ?
"যিনি নিরাকার, কি আকার তাঁর ?
সাকার কল্পনা-সার।
"সাধকের হিত, তাহে সমাহিত,
কহে বেদ বার বার॥
"পুন কহে বেদ, ভেদজ্ঞান ছেদ,
সেই জ্ঞান সার মাত্র।
"বিভু সন্নিধান, সকলে সমান,
ভ্রম ভাণ পাত্রাপাত্র॥
"কিবা হরি হর, ব্রহ্মা পুরন্দর,
সকলি আমার প্রভু।

"পাত্র-ভেদে পয়, নানা বর্ণ হয়,
বস্তু ভিন্ন নয় কভু॥
"নহে বস্তু অন্য, একই হিরণ্য,
সকল ভূষার মূল।
"কিঙ্কিণী কঙ্কণ, কিরীট শোভন,
ললাটিকা কর্ণফুল॥
"যেবা যেই ভাবে, মনে তাঁরে ভাবে,
সেই ভাবে পাবে সেই।
"নিন্দক দুর্ম্মতি, পাইবে দুর্গতি,
সারোদ্ধার মাত্র এই॥
"কে আছে সংসারে? পারে চিনিবারে,
অনন্তের চারু পদ।
"সে পদে আমার, রাজত্ব কি ছার;
চণ্ডালত্ব ব্রহ্ম-পদ॥
"কাল বিষধর, গরল প্রখর,
কাঞ্চীরাজ নিন্দাবাদ।
"সহিত অন্তর, তনু জর জর,
হায় হায় কি প্রমাদ!

"অর্পিতে আমায়, নিজ দুহিতায়,
এনেছিল সঙ্গে লয়ে।
"আমারে না দিল, চণ্ডাল বলিল,
মানমদে মত্ত হয়ে॥
"আমার এ পণ, শুন সভাজন,
সত্য যদি জগৎপতি।
"সত্য যদি তাঁর, চরণে আমার,
থাকে ভক্তি রতি মতি॥
"সত্য যদি তাঁর, কৃপায় আমার,
উড়িশ্যায় এই পদ।
"তবে এই মোর, প্রতিজ্ঞা কঠোর,
দধীচি-অস্থি-আস্পদ॥
"সংবৎসর তিন, ত্রিমাস ত্রিদিন,
ভিতরে সে দুরাচারে।
"সমরে জিনিয়া, চণ্ডালে আনিয়া,
দিব তার তনয়ারে॥"
বলি এ ভারতী, ক্ষান্ত নরপতি,
প্রশান্ত হইল চিত।

কার্য্যে নানা মত, কতদিন গত,
জ্যৈষ্ঠ মাস সমুদিত ॥
দেবস্নান-পর্ব্বে, মাতিলেক সর্ব্বে,
মণ্ডপোত জগন্নাথ।
ধরি করি-রূপ, শোভা অপরূপ,
বলভদ্র ভদ্রা সাথ ॥
নীল করিবর, নীল গিরীশ্বর,
ধবল মাতঙ্গ বল।
কনক করিণী, সুভদ্রা ভগিনী,
শোভিছেন মধ্যস্থল ॥
ভোগের সময়, হইল ব্যত্যয়,
শুনি রাজা কোপভরে।
দাস্থ সূপকারে, ঘোর কারাগারে,
বাঁধি লয়ে বদ্ধ করে ॥
দিন দুই পরে, নিশীথ প্রহরে,
স্বপন দেখেন রায়।
কহিছে কে যেন, "এত দর্প কেন?
ভুলিয়াছ আপনায় ॥

"পুরী নাম-ধেয়, কালি ছিলে হেয়,
আ'জ তুমি গজপতি।
"যাহার কৃপায়, রাজা উড়িশ্যায়,
তাঁরে হেলা ছন্নমতি !
"এত অহঙ্কার, মম সূপকার,
দাস্থরে দিয়াছ কারা।
"সে ভক্ত আমার, কি দোষ তাহার ?
চক্ষে তার শতধারা॥
"আমিও অভুক্ত, যদবধি মুক্ত,
দাসরথী না হইবে।
"সত্বরে যাইয়া, দেহ ছাড়াইয়া,
তবে সে ক্ষমা পাইবে॥
"সদা মত্ত মন, ভুলিয়াছ পণ,
কাঞ্চী-কাবেরীর জয়।
"রাজ-যোগ্য রীতি, নহে এই নীতি,
প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া রয়।
"কহ সূপকারে, দিউক আমারে,
পর্য্যুষিত অন্নভোগ।

"লয়ে তার মাত্রা, কর যুদ্ধযাত্রা,
নিশাশেষে শুভ-যোগ॥"
স্বপন ভাঁগিল, নৃপতি জাগিল,
চলে দ্রুত কারাগারে।
সূপকার-পায়, দণ্ডবৎ কায়,
নিপতিত বারে বারে॥
করি নমস্কার, মাগে পরিহার,
"ক্ষম মোরে অভিরোষ।
তুমি পুণ্যবান, ভকত প্রধান,
না জানি করেছি দোষ॥
পর্য্যুষিত অন্ন,* ভোগেতে প্রসন্ন,
করহ ঠাকুরে মোর।
সেবা প্রয়োজন, যেবা আয়োজন,
করহ থাকিতে ঘোর॥"
যথা সংগোপন, ভোগ সমর্পণ,

*কথিত আছে এই সময় হইতে জগন্নাথ দেবের পর্য্যষিত অন্নে একটী ভোগদিবার প্রথা প্রচলিত হয়।

শিরেতে লইয়ে রায়।

যাত্রা করে বীর, দক্ষিণ প্রাচীর,

পরিক্রম করি যায় ॥

যুড়ি দুই হাত, শত প্রণিপাত,

শীহরিত কলেবরে।

যথা ভক্তিভরে, মৃদু মন্দ স্বরে,

শ্রীনাথের স্তব করে ॥

"প্রসীদ দেব মাধব!

"যমর্চ্চয়ন্তি সাধবঃ!

"গজেন্দ্র-মোক্ষ-কারকং!

"খগেন্দ্র-দর্প-হারকং!

"অনন্ত শক্তি-ধারকং!

"কৃতান্ত-ভীতি-বারকং!

"নিতান্ত শান্তি-দায়কং!

"নিশান্ত-কারি-নায়কং!

"ত্রিবেদ-গীত গৌরবং!

"নমামি ধৃত রৌরবং!

"বপুঃ স্মরারি ভৈরবং!
"প্রশান্ত ভৃঙ্গ কৈরবং!
"নমঃ কৃতান্ত বারিণে!
"ভবাব্ধি কর্ণধারিণে!
"সুরারি গর্ব্বগঞ্জনং!
"পুরারি নেত্ররঞ্জনং!
"নদী পদাব্জ নির্গতা।
"সুরাপগা পদংগতা!
"নমামি দেবমীশ্বরং!
অসংখ্য ভানু ভাস্বরং!
অশেষ পাপ নাশনং।
সুধারসাবতারণং।
স্মরামি নাম তারণং।
"অয়ে নিদান কর্ম্মণাম্!
"কৃপানিধান পাহি মাম্॥
"অসংখ্য রেণুরাজিতঃ।
"অসংখ্য জীবপূরিতঃ॥
"অসংখ্য লোক গুম্ফিতোঃ।

"ভবো ভবন্তমাশ্রিতঃ ।।
"নমামি বিশ্বকারবে!
"তরি স্তমোভবার্ণবে!
"প্রবোধ সৌধ-সিন্ধবে!
"সুদীন হীন বন্ধবে!
"নমামি নীল দেহিনে!
"সুনীল শৈল গেহিনে!
"ত্রিলোকচিত্ত মোহিনে!
"দুরন্ত সংঘ দ্রোহিণে!
"দয়াময়াভয়াকরঃ!
"অঘোঘমাশু সংহর!"
"রেখ্যো রেখ্যো শ্রীচরণে, জীবনে মরণে রণে,
চরণ স্মরণে মন রয়।
"তা যদি আয়ত্ত মোর, কি আছে সুখের ওর,
তুচ্ছ বোধ করি জয়াজয় ॥
"যখন চিন্তই মনে, তব দয়া অকিঞ্চনে,
তখনি স্তম্ভিত হয় প্রাণ।
পূর্ব্বে আমি কি ছিলাম, এবে বা কি হইলাম,

ভাবি কিছু নাপাই সন্ধান ॥

"তোমাতেই অনুক্ষণ, গ্রথিত পদার্থগণ,
সূত্রে যথা গাঁথা মণিচয়।

"বিশ্বগুরু বিশ্বাধার, বিশ্বযোনি বিশ্বসার,
বিশ্বেশ্বর ব্যাপ্ত বিশ্বময় ॥

"শুনিয়াছি তব জায়া, মহাবিদ্যা মহামায়া,
কাজ তাঁর নাটুয়ার মত।

"অন্তহীন এসংসারে, ভাঙ্গেন গড়েন কারে,
কত কল্প এ খেলায় গত?

"মায়া পাসে হয়ে বন্দি, কে পাবে তাহার সন্ধি,
চিন্তনীয় নহে সেই খেলা।

"এইমাত্র নিরূপণ, শ্রীপদে যাহার মন,
ভবাব্ধিতে সেই লভে ভেলা ॥"

ইতি পদ্মাবতী নাম তৃতীয় সর্গ

চতুর্থ সর্গ।

মাণিক-গোপালিনী।

পুরীর দক্ষিণ দ্বারে জলধির তীর।
হিল্লোল কল্লোলে হয় শ্রবণ বধির॥
রেণুময় পথে কষ্টে পথিকের গতি।
স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনুষ্য-বসতি॥
পঞ্চক্রোশ অন্তরেতে আছে এক গ্রাম।
নামেতে আনন্দপুর গোয়ালার ধাম॥
পাঁচ সাত ঘর গোপ করে তথা বাস।
নাহি জানে কোন শিল্প, নাহি করে চাষ॥
বিভবের মধ্যে আছে গো মেষ মহিষ।
তাই লয়ে সময় সম্বরে অহর্নিশ॥
চরে চরে পশুপাল, খায় ঘাস জল।
সুধারূপ দুগ্ধদান করে অনর্গল॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত নবনীত ছানা সর।
সেই তত্ত্বে গোপীগণ ব্যস্ত নিরন্তর॥
অদূরেতে দক্ষিণের গমনীয় পথ।

সিদ্ধ করে তাহাদের ধন মনোরথ ॥
নানা গব্যে গোপীগণ সাজায়ে পসরা।
পথপাশে বসিয়াছে, বচনে প্রখরা ॥
দুই, চারি, পাঁচ, সাত, গোয়ালিনী মেলি।
গান করে শ্রীবৃন্দাবনের রস কেলি ॥
তার মধ্যে মাণিকা নামেতে এক বালা।
রূপের ছটায় পথ করয়ে উজালা ॥
অঙ্গের প্রতিভা যেন কষিত কনক।
বৃষভ বেহারা নামে তাহার জনক ॥
কি সুন্দর সুকুমার সুলক্ষণবতী।
শ্রীচন্দ্র বেহারা নামে হয় তার পতি ॥
প্রতি দিন প্রভাতে সে সাজায়ে পসরা।
বড় দেউলের ধ্বজা দেখি মনোহরা ॥
যথা ভক্তি নত হয় যুড়ি পদ্মপাণি।
রাজপথ-পাশে পরে পণ্য রাখে আনি ॥
যেকিছু পদার্থ আনে বিক্রয় কারণে।
জগন্নাথে নিবেদন করে মনে মনে ॥
তার পরে পথিকেরে করে বিনিময়।

অনুদিন জগন্নাথ হৃদয়ে উদয় ॥
অন্তর্যামী ভগবান জানেন সকল।
একদা হইল তার জনম সফল ॥
সেই দিন পাঁচ ঘড়ি বেলার সময়।
পসরা লইয়া শিরে হইল উদয় ॥
যেমন করিল যাত্রা ভাবিনী রমণী।
বাম নেত্র বাম জানু স্ফূরিল অমনি ॥
মীনমুখে শংখচিল আগে উড়ে যায়।
ধবল নকুল এক আগে আগে ধায় ॥
ডাহিনে বামেতে শিবা করয়ে প্রস্থান।
চারি দিগে সুলক্ষণ হয় দৃশ্যমান ॥
ক্ষণে ক্ষণে উল্লসিত গোয়ালার মেয়ে।
সে দিন বাড়িল রূপ আর দিন চেয়ে ॥
একেত রূপের খণি, বয়সে তরুণী।
অরুন্ধতী আইল কি তেজি সপ্তমুনি?
শীতল অনল প্রায় লাবণ্যের ছটা।
ধূমাকারে শোভে নীল চিকুরের ঘটা ॥
খঞ্জন গঞ্জন নেত্রে অঞ্জন রঞ্জন।

ইন্দীবর নীলিমার গৌরব-ভঞ্জন ॥
দর হাসি মুখে যেন প্রফুল্ল বাঁধুলী।
কপোলের আভা কিবা লোহিত গোধূলি॥
নাসিকায় ফুলপেণা* কর্ণে মল্লি-কলি†।
ভালে চিতা‡ যেন ফুল্লকমলেতে অলী ॥
করেতে কনক চূড়ি কণ্ঠে কণ্ঠমালা।
অঙ্গুলে অঙ্গুরী, আর, পদে গোড়বালা‖ ॥
কালমেঘী সাড়ী পরা, পবনে চঞ্চল।
বামকাঁধে প্রলম্বিত বিচিত্র অঞ্চল ॥
রঙ্গ পাটফুলে§ কিবা বেণী বিজড়িত্।
তাহে এক চাঁপা যেন জলদে তড়িৎ ॥
আল্‌তার রাঙ্গা পদে অধিক জমক্।
মত্ত মাতঙ্গের মত গতির থমক্ ॥
দাড়িম্বের বীজ দন্ত, মন্দ মন্দ হাস।

* উৎকলীয় নাসা-ভূষণ বিশেষ।
† কর্ণভূষণ বিশেষ। ‡ উল্‌কী।
‖ পদভূষণ § উর্ণানির্ম্মিত কুসুম-কলিত সূত্র, ইহার দ্বারা কবরী বন্ধন হয়।

আরক্ত অধরে পর্ণরসের উচ্ছাস ॥
কি মধুর বাণী যেন কোকিল কুহরে।
অমৃতের বৃষ্টি হয় শ্রবণ-কুহরে ॥
পসরা লইয়া পথে করিয়া প্রবেশ।
দেখে দুই অশ্বারোহী রাজপুৎ বেশ ॥
নীরদ শ্যামল এক, দ্বিতীয় ধবল।
কৃষ্ণবর্ণ শ্বেতবর্ণ তুরঙ্গ যুগল ॥
দিব্য দুই মূর্ত্তি হেরি ভাবে মনে মনে।
লক্ষ্মীমন্ত পথিক মিলিল শুভক্ষণে ॥
মুখেন্দু রঞ্জিত মৃদু মন্দ মন্দ হাসে।
পসরা লইয়া গোপী চলিলেক পাশে ॥
ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল যুবতী।
বঙ্কিম অপাঙ্গ-ভঙ্গী অধোদিকে গতি ॥
মস্তক হইতে ত্বরা নামায়ে পসরা।
ললাটে অঞ্চল টানি দিল মনোহরা ॥
মাণিকার রূপ হেরি রাজপুৎ দ্বয়।
মনে করে দ্বাপরের ভাব রসময় ॥
এই কি সে বৃষভানু-নন্দিনী রাধিকা?

প্রেমগুরু মাধবের প্রণয়-সাধিকা ॥
কৃষ্ণ রাজপুতে দেখি, মাণিকা মোহিত।
অপরূপ রূপে হ'ল চকিত রহিত॥
নবীন কিশোর কৃষ্ণ কন্দর্পমূরতি।
গোলোক-পুলক দাতা কমলার পতি॥
মনে ভাবে "এপুরুষ অতি সুকুমার।
নাজানি হইবে কোন্ রাজার কুমার॥
এ নব বয়সে কেন প্রবাসেতে ফেরে!
কেমনে ইহার মাতা ছেড়ে দিল এরে?
দেখিয়াছি আশোবার অনেক অনেক।
হেন অশ্বারোহী কভু দেখিনি জনেক।
কালা ধলা ঘোড়া, কালা ধলা আশোবার।
মর্ত্ত্যে কি আইলা দুই অশ্বিনীকুমার?
গৌর গৌরবের চোর এ কৃষ্ণবরণ।
পুরুষ জাতির এই শ্রেষ্ঠ আভরণ॥
আকারেতে বোধ হয় বড় ধনবান।
সমরে সমর্থ অতি, বীর বলীয়ান॥
যুদ্ধ করিবারে যেন এই বীরবেশে।

দুইজনে ত্বরাত্বরি যান কোন দেশে ॥
নিরখিবা মাত্র কেন এত উচাটন।
করিল কি মম মন কটাক্ষে হরণ?
দুরন্ত সিপাহীগণ, কভু শান্ত নয়।
সত্য কি ইহারা দধি করিবেক ক্রয়?
কড়ী নাহি দেয় পাছে ভোজন করিয়ে।
যে হোক্ হেরিব রূপ নয়ন ভরিয়ে॥"
বীরযুগ মুখচাহি যুড়ি দুইপাণি।
দরহাসে বিনাইয়ে কহিতেছে বাণী॥
"হয়েছে অনেক বেলা, খরতর খরা।
"তরুতলে গাভী বৎস যাইতেছে ত্বরা॥
"হেথা আছে ছায়া জল গোরস প্রচুর।
"ঘোড়া রাখি দুজনে করুন শ্রান্তিদুর॥"
বসন্ত-কোকিল প্রায় সুস্বর গভীর।
শুনি চমকিত চিত, হ'ল দুইবীর॥
চতুর নাগরবর কৃষ্ণ রাজপুত্।
বঙ্কিম নয়নে খরতর শরযুত॥
নবীন নীরদ যথা নিনাদিত ধীরে।

কিম্বা প্রতিধ্বনি যথা মহেশ-মন্দিরে ॥
সেইরূপ শ্রীমুখেতে বচন প্রকাশ।
বিম্বাধরে সুরঞ্জিত মৃদু মন্দ হাস ॥
"তোমার গো-রস খাটী, কিম্বা নীর-ভরা।
অপরূপ নানারূপ সাজান পসরা ॥
সুলভ কি দুর্লভ মূল্যেতে বিনিময়।
না জানিলে সওদা কেমনে বল হয়' ?
বচনে চাতুরী বুঝি আভীরের বধূ।
উত্তর প্রদান করে বরষিয়া মধু ॥
কহে কিছু বদনের বসন তুলিয়া।
"আমার যে কিছু আছে লওহে মূ[illegible] ॥
গ্রাহক যেমন, মিলে পদার্থ তেম[illegible]
গুণের পরীক্ষা মাত্র, গুণীর সদন ॥
রসিক পাইলা রস, কথার উত্তরে।
কহেন "বিলম্ব নাই যাইব সত্বরে ॥
কহ ওগো গোয়ালিনি, কিবা তব নাম ?
কোথায় জনক, আর, শ্বশুরের ধাম।
শ্বশুরের ঘরে কিবা, থাক বাপ-ঘরে ?

ক্ষতকাল বেচা কেনা, এই পথোপরে?
তর্ক এত তক্র বেচি, বচনেতে ছন্দ।
নহেত ননন্দ শ্বশ্রূ তাহে নিরানন্দ?
জান ভাল স্বজাতির ব্যবসা কৌশল।
পোয়াতে করহ সের ঢেলেদিয়ে জল॥"
হাসিয়া মাণিকা করে আরো বাক্ ছল।
"স্বজাতির বৃত্তি প্রভু! কেবা ছাড়ে বল?
এই গ্রামে ঘর মম, অই দেখা যায়।
মাণিক বলিয়া মোরে ডাকে বাপ মায়॥
গ্রাম ছেড়ে গ্রামান্তরে যাইনাকো কভু।
পতি আর পিতৃ গৃহ একগ্রামে প্রভু॥
পিতা মোর বৃষভানু, মাতা কলাবতী।
নাম নাহি লব, পতি কুমুদিনী-পতি॥
মোর প্রতি আছে শ্বশ্রূ ননদীর প্রীতি।
এই পথে দধিদুগ্ধ বেচি নিতি নিতি॥
ছন্দ না শিখিলে প্রভু! নাহি হয় কড়ী।
আচাভুয়া লোক পথে যায় গড়াগড়ী॥
অধীনীর কত মত জিজ্ঞাসিছ বাণী।

আপনার নাম গোত্র কিছুই না জানি ॥
জন্ম তব কোন্ বংশে, কিবা গ্রাম নাম?
কেবা পিতা মাতা তব? কহ গুণগ্রাম ॥
এক মার পুত্র বুঝি নহ দুইজন।
তুমি হে শ্যামল, ইনি ধবল বরণ ॥
তুমি ছোট, ইনি বড়, এই মনে হয়।
বহুকথা জিজ্ঞাসিতে মনে লাগে ভয় ॥
ছোট মুখে বড় কথা, পাছে কোপ কর।”
এত বলি মাণিকা হইল নিরুত্তর ॥
অসিত পুরুষ কন সুস্মিত আননে।
“আমাদের পরিচয় শুন বরাননে ॥
শূরসেন দেশে ঘর, জন্ম যদুকুলে।
কিশোর বয়স গেল যমুনার কূলে ॥
আমরা জনমাবধি মাতুলের ডরে।
লুকায়েছিলাম গিয়ে তব জাতি-ঘরে ॥
অনেক উৎপাতে তথা পাইনু উদ্ধার।
গোচারণে বনে বনে করিনু বিহার ॥
সরল তোমার জাতি, সরল হৃদয়।

বিশেষ সরলা ব্রজ-গোপবালাচয় ॥
বেঁধেছিল প্রেমডোরে তনু আর মন।
আর কি তেমন প্রেম হইবে ঘটন ?
মাতুল মরিল রণে, ঘুচিল জঞ্জাল।
তারপরে সিন্ধুতটে গত কত কাল ॥
জগন্নাথ সিংহ রায় হয় মম নাম।
ইনি মোর বড় ভাই, রূপগুণধাম ॥
অন্যায় না সন ইনি দয়ার নিধান।
গদাযুদ্ধে কেহ নাই—ইহাঁর সমান ॥'
তোমার নিকটে গোপি! কিআর বড়াই।
ঠেকিয়া শিখেছি কত দেখেছি লড়াই ॥
এবে আমি ক্ষেত্রবাসী, প্রসাদে নির্ভর।
আত্মীয় আমার সব, কেহ নহে পর ॥
ভারত ভরিয়া আছে সেবক আমার।
এক স্থানে নাহি থাকি. ভ্রমি এসংসার॥
আমার হইয়া সবে, আমারে না চিনে।
ক্ষণেক থাকিতে নারে কিন্তু আমা বিনে ॥
চতুর্দ্দশ গড় মম, দুর্গম বিশেষ।

আজ্ঞা বিনা কার সাধ্য করিবে প্রবেশ ?
সম্প্রতি যেতেছি কাঞ্চী-অধিপতি-জয়ে।
বড় তার গর্ব্ব, খর্ব্ব করণ-আশয়ে ॥
পশ্চাতে আসিছে বহুতর সৈন্যদল।
হাতী ঘোড়া রথ পদাতিক মহাবল ॥
যাইতেছি দুই ভাই সকলের আগে।
এখানে বিলম্ব তব নব অনুরাগে ॥”
তাহা শুনি গোপী কহে, কৃতকৃত্য হয়ে।
“নাহিক ভাজন হেথা, কিসে দিব লয়ে?
কাহাকে বা আগে দিব, বল হে গোঁসাই।
অধীনীর ঘরে চল, হেথা স্থান নাই ॥”
অগ্রজ বলেন, “চিন্তা কিসের কারণ ?
যাতে দিবে, তাহাতেই করিব গ্রহণ ॥
আমাদের অনাচার সদাচার নাই।
যেখানেতে যাহা পাই, তাহা খেয়ে যাই ॥
আন, আন, দধি দুগ্ধ আর উপহার।
ভাণ্ড থেকে দুই ভেয়ে করিব আহার ॥
পশ্চাতে খাইব আমি, অন্যথা না কর।

ছোট ভেয়ে দেহ নবনীত ক্ষীর সর।”
কৃষ্ণ রাজপুৎ কন, ইহা যে অনিষ্ট।
জ্যেষ্ঠে রাখি কেমনেতে খাইবে কনিষ্ঠ?
আপনি খাউন আগে, আমি খাব পরে।”
কতক্ষণ কথার কলনা পরস্পরে॥
মধ্য ভাগে দাঁড়াইয়া গোপের কামিনী।
সিতাসিত মেঘ-মাঝে যেন সৌদামিনী॥
কালিয় পুরুষ প্রতি মন মজেছিল।
“তুমি আগে খাও,” বলি বাড়াইয়া দিল॥
অগ্রজের বাক্য পুন না করি লঙ্ঘন।
অগ্রে কৃষ্ণ অশ্বারোহী করেন ভোজন॥
পরশিছে গোপবালা আনন্দে বিভোলা।
কর-উত্তোলনে উভ স্থতনুর চোলা॥
শ্রীমুখের প্রতি এক দৃষ্টে চেয়ে রয়।
ধ্যান. জ্ঞান, মন, প্রাণ করিল বিক্রয়॥
সামালিতে না পারিল, লজ্জা গেল দূরে।
পুলকিল তনুরুহ প্রণয় অঙ্কুরে॥
করে কর পরশে, হরষে মুগ্ধ মন।

মহীতলে পড়ে ক্ষীর তেজিয়া ভাজন ।।
নিরখিয়ে স্মিতানন কাঙ্গালিয় তুরঙ্গী।
ভাবগ্রাহী ভাবে বশ, হেরি ভাব ভঙ্গী ।।
কহিছেন, "ক্ষুধা তৃষ্ণা হইয়াছে দূর।
অগ্রজেরে দধি দুগ্ধ দেহ গো প্রচুর ।।"
তাহা শুনি আভীরিণী সানন্দ অন্তরে।
শ্বেত রাউতের করে, গব্য দান করে ।।
উদ্ধব, অক্রূর, নাম সহীস দুজন।
জল দিল মুখ হস্ত শোধন কারণ ।।
অনন্তর দুই ভাই প্রফুল্ল অন্তর।
অশ্ব-চালনায় হইলেন অগ্রসর ।।
গোপালিনী ভুলে গেল স্বজনে ভবনে।
ইহাঁদের সঙ্গে যাব, ভাবে মনে মনে ।।
কহে, "ঘরে বরে আর কিবা প্রয়োজন ?
নবীন কিশোর কৃষ্ণে অর্পিয়াছি মন ।।"
ছল করি দুই ভেয়ে কহে রসময়ী।
"দই খেয়ে চল্যে যাও, কড়ী দিলে কই ।।"
কৃষ্ণ কন, "আমাদের সঙ্গে কড়ী নাই।

ধন জন পিছে রেখে, এসেছি দুভাই ॥
গোপী কহে, "তবে আমি সঙ্গে ২ যাব।
সংযোগ হইলে পরে কড়ী বুঝে পাব ॥"
উত্তরে কহেন কৃষ্ণ, "কত দূরে যাবে ?
দৌড়িয়া ঘোড়ার সঙ্গে মহা কষ্ট পাবে" ॥
মাণিকা কহিছে "দেব। এত বড় রঙ্গ।
কড়ীও দিবে না, আর, নাহি লবে সঙ্গ ॥
কি করিব বল প্রভু! ঘরে ফিরে গিয়ে।
বিনি মূলে যাও দোঁহে দুধ দই পিয়ে ॥"
কালিয় কহেন, "শুন, শুন গো মাণিকি ?
খেল্যে কড়ী দিতে হয়, এ কথা জানি কি!
কি করিব এখন, লাগিল বড় ধাঁধা।
যাহা কহ তোর কাছে রেখে যাব বাঁধা ॥"
সেকথা শুনিয়া ভুঁই ছুঁয়ে গোপাঙ্গনা।
ছি! ছি! কহে বার বার কাটিয়ে রসনা ॥
কহে "প্রভু! মোর চেয়ে অধম কে আছে ?
দ্রব্য দিয়ে বাঁধা লব তোমাদের কাছে ?
যায় যাক্ ঘর দ্বার যায় যাক্ ধন।

সঙ্গে লহ চিরকাল সেবিব চরণ ॥”
পুনরায় কহিতেছে, হাঁসিয়ে ২।
“কেমন তোমার খাওয়া, কড়ী নাহি দিয়ে?
সাধু হয়ে কেমনেতে ঘরে ফিরে যাব।
কে দিবে আমার কড়ী, কেমনেতে পাব?”
কহিছেন বড় ভাই, “কেন কর ক্রোধ।
বাঁধা দিয়ে ঋণ তব করি পরিশোঁধ ॥
বন্ধক রাখহ এই রতন অঙ্গুরী।
পশ্চাতে সামন্ত সৈন্য আসিতেছে ভুরি ॥
সেনার নায়ক-হস্তে এ অঙ্গুরী দিও।
যত ইচ্ছা হয়, দধি দুগ্ধ মূল্য নিও ॥”
সায় দিল গোপবালা সে কথা শ্রবণে।
প্রসারিল পদ্মপাণি মুদ্রিকা-গ্রহণে ॥
অপূর্ব্ব অঙ্গুরী, অষ্ট রত্নে বিজড়িত।
অনামিকা হ’তে বীর খুলিয়া ত্বরিত ॥
ব্রহ্মজাতি হীরক জ্বলিছে মধ্যভাগে।
গোপিকারে অর্পণ করেন অনুরাগে ॥

কথায় কথায় তথা দুই বীরবর ॥
মুহূর্ত্তেকে হইলেন নেত্র-অগোচর।
অঙ্গুরী লইয়া গোপী রহে দাঁড়াইয়া।
স্বপন সমান, মনে, ভাবে, সব ক্রিয়া ॥
হেথা শুন সমাচার, তার অনন্তর।
সমর-যাত্রায় বহির্গত নৃপবর ॥
কর্ণাটের রাজধানী কাঞ্চী-পরাজয়ে।
সমবেত অগণিত নানা সৈন্যচয়ে ॥
পাটজোষী * যোগ লগ্ন দেখিয়া আকুল।
দক্ষিণ-যাত্রায় গ্রহ নহে অনুকূল।
রাজা কন "যোগ লগ্ন কিছুই না মানি।
যোগ যোগেশ্বর মম প্রভু চক্রপাণি ॥
তাঁর আজ্ঞা মানি, যিনি গ্রহগণ-স্বামি।
এখনি বিজয়-যাত্রা করিব হে আমি ॥"

* পট্ট জোতিষী শব্দের অপভ্রংশ,—যদিও এই উপাধি হিন্দু রাজাদিগের সময়ে রাজকীয় জ্যোতিষীর সম্পত্তি ছিল,—কিন্তু এইক্ষণে উড়িয়া ব্রাহ্মণেরা সাধারণতঃ তদুপাধি এবং রায়-গুরু প্রভৃতি মহা মহোপাধি সকল ধারণ করে।

নানা বল সৈন্য দল অপ্রমেয় সাজে।
অস্ত্রের ছটায় দিনমণি ম্লান লাজে॥
বলদ, তুরঙ্গ, উট, হাতি সারি সারি।
শকটে সম্ভার কত যায় ভারী ভারী॥
অনেক অগ্ন্যস্ত্র জন্ত নল-গোলা গুলী।
পদাতীগণের অঙ্গে মাখা রঙ্গ ধূলি॥
শিরস্ত্রাণ বর্ম চর্ম্মে সজ্জিত সকলে।
রণমদে মাতোয়াল, টেঢ়া ভাবে চলে॥
ধনুর্ব্বাণধারী চলে হাজারে হাজার।
দোকানী পসারী চলে লইয়া বাজার॥
চলে অশ্বারোহী কিবা গতির থমক্।
শূলকী বল্লম করে, করে চক্ মক্॥
চলে অগণিত ঢাল-তরবার-ধারী।
চলে মল্ল থেকে থেকে উল্লম্ফন মারি॥
চলে গদা ঘূরাইয়া কত দস্র বল।
চলিল বিস্তর হস্তে সর্ব্বল কেবল॥
রাজ অগ্রভাগে, রাজ-হস্তির প্রয়াণ।
বিষ্ণুচক্রে বিচিত্রিত লইয়া নিশান॥

উটের উপরে বাজে দামামা টিকারা।
ঘোড়ার উপরে বাজে যুগল নাকারা ॥
হস্তির গলায় ঘণ্টা বাজে ঠন ঠন।
পদাতির জয়ধ্বনি, সিন্ধুর গর্জ্জন ॥
জগন্নাথ দর্শনের নাহিক সময়।
দক্ষিণ প্রাচীর তেজি অগ্রসর হয় ॥
মনে মনে ইষ্টদেবে নমে যুড়ি হাত।
শ্রীদুর্গা মাধব * পদে করে প্রণিপাত ॥
নীলচক্র † প্রতি চাহি কহে নরপতি।
"কর্ণাটের জয়ে, দীনে দেহ অনুমতি ॥
প্রথমে সে যুদ্ধে যাহা হস্তগত হবে।
তোমার মণ্ডনে, চক্র! ব্যয় তাহা হবে।"
কটকের পদভরে কাঁপিতেছে ক্ষিতি।
চলিলেন গজপতি নাহি মাত্র ভীতি ॥

---

* পুরীর দক্ষিণ প্রাচীরান্তে এই দুই প্রসিদ্ধ দেবমূর্ত্তি আছেন।

† জগন্নাথ-মন্দিরের চূড়া স্থিত বিষ্ণুচক্র।

অতি বেগে যায় রায়, শূন্যপথে চায়।
মাংস মুখে গৃধ্র এক দেখে উড়ে যায়॥
তাহা দেখি অনেকের বিরস অন্তর।
মনে ভাবে এ শকুন অশুভ আকর॥
রাজা কন, "প্রভুর আদেশ মাত্র সার।
এশকুন অশকুন মানি সব ছার॥"
শ্যামল ধবল অশ্বারোহী দুই জন।
দুই ক্রোশ অগ্রে অগ্রে করেন গমন॥
মাণিক গোপিনী হস্তে অঙ্গুরী লইয়া।
চঞ্চলা হইয়া আছে পথে দাঁড়াইয়া॥
কৃষ্ণ রাজপুতে স্মরি, অস্থির অন্তর।
যুগল নয়নে অশ্রু ঝরে নিরন্তর॥
কহে, "কোথা গেল মোর নবীন কিশোর?
আহা মোর সুখনিশি প্রদোষেতে ভোর!
আর কি পাইব দেখা শ্যামল ত্রিভঙ্গে?
এই ছার পামরীকে না নিলেন সঙ্গে॥
অধম গোয়ালা-কুলে আমার জনম।
ছার বুদ্ধি, কি বুঝিব মহৎ মরম?

দধি ভাণ্ড বিকাইয়া চাহিলাম দাম।
তাই কি করিয়া কোপ গেল গুণধাম?
শ্রীহস্ত অঙ্গুরী খুলি দিয়ে গেল বাঁধা।
আমার যে মন সে চরণে গেছে বাঁধা॥"
এইরূপে মাণিকা করিছে কাল-পাত।
অপরূপ ভাব-ভানু প্রভাতে প্রভাত॥
যদবধি হেরিল সে পুরুষ-রতনে।
সকলেই তুচ্ছ বোধ হয় তার মনে॥
ভানুরে খদ্যোত ভাবে, সাগরে গোষ্পদ।
মেরু মৃৎপিণ্ড, তৃণ কুবের-সম্পদ॥
অমূল্য পদার্থ প্রেম, মূল্য কিবা তার?
যে জেনেছে এসংসার তার কাছে ছার॥
প্রেম ধর্ম্ম, সার ধর্ম্ম, প্রেম সুখ সার।
প্রেমময় এজগৎ সন্দেহ কি আর?
ভাবিনী এভাবে আছে, এমন সময়।
সসৈন্যেতে নরনাথ হইলা উদয়॥

রাউত * মাহুত দূত আরো সৈন্যগণ।
মাণিকারে নিরখিয়ে বিমোহিত মন ॥

* রাজপুৎ শব্দের অপভ্রংস, যদিও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে রাজপুতেরাই এই উপাধি ধারণ করেন,—কিন্তু উৎকলে কচূৎপাদক এক জাতি শূদ্র যেমন যজ্ঞোপবিত ধারণ করিয়া হলিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত হইয়াছে, সেই রূপ চাষা-খণ্ডায়িতেরা ক্ষত্রিয়াভিমান-সুখ বলাৎকার করিয়া রাউৎ নামে পরিচয় দেয়, ইহাদিগের মধ্যেও কোন কোন শ্রেণী গলদেশে সূত্র ধারণ করে, অনার্য্য দেশে আর্য্যদিগের সভ্যতা প্রচারিত হইলে এইরূপ কৃত্রিম দ্বিজত্ব ধারণ করা একটী পুরাতনী প্রথা,—ভারতবর্ষের বহুতর প্রদেশে ইহা দ্রষ্টব্য,—উড়িশ্যায় যাহারা রাজাদিগের দ্বারা খণ্ডা বহনে অর্থাৎ যুদ্ধ বিগ্রহে নিযুক্ত হইত, তাহারাই খণ্ডায়িত ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিমান করে,—যাহারা কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত রহিল, তাহারা অদ্যাপি আপনাদিগকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দেয়, ফলতঃ উভয়েই আদিম শূদ্র অর্থাৎ অনার্য্য জাতির অবশিষ্ট সন্তুতি, খণ্ডায়িতেরা ক্ষত্রিয়ত্বের অভিমান করুক, কিন্তু চাষা অর্থাৎ শূদ্রদিগের সহিত তাহাদিগের বিবাহাদি অবাধে চলিতেছে,—এমন কি উৎকলে করণাভিমানী কোন কোন মাহান্তিরাও তাহাদিগের সহিত করণ কারণ করে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের এবং বঙ্গ প্রদেশের কায়স্থদিগের ন্যায় তাহারা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে।

যে দেখে, তাহার আর চরণ না চলে।
চিত্র পুত্তুলের প্রায় হইল সকলে॥
ভীড় দেখি জিজ্ঞাসা করেন নরপতি।
স্থগিত হইল কেন কটকের গতি॥
অনুচর কহে, "অবধান মহীপাল!
অপূর্ব্ব নারীর রূপে রাজপথ আল॥
গোয়ালিনী হবে হেন আকার প্রকার।
মস্তক উপরে আছে গোরস-সম্ভার॥
রম্ভা তিলোত্তমা কিবা মেনকা উর্ব্বশী।
"রাউৎ" "রাউৎ" বলি ফুকরে রূপসী॥
শুনিয়া স্থগিত তথা হইলা ভূপতি।
"কোথায়, কোথায়?" বলি যান শীঘ্রগতি॥
দেখেন সুন্দরী এক, মুনি-মনোলোভা।
লাবণ্য-লহরী, কিবা অবতীর্ণ শোভা॥
নরবরে হেরি কহে গোয়ালার মেয়ে।
"হেথা আমি আছি সুধু তব পথ চেয়ে॥"
রাজা কন, "কি বলিবে বলহ আমায়"।
মাণিকা কহিছে, "তবে শুন মহাকায়॥

শ্যামল ধবল বর্ণ বীর দুইজন।
শ্যামল ধবল দুই অশ্বে আরোহণ ॥
আমার পসরা হ'তে দধি দুগ্ধ খেয়ে।
কড়ী নাহি দিয়ে চলি গেল দুই ভেয়ে॥
কড়ী পাইবারে কত করিনু আখুটী।
শেষে বাঁধা দিয়ে গেল একটী আঙুটী॥
কহিল, 'সামন্ত সৈন্য আসিতেছে পিছে।
সেই সঙ্গে একজন রাউৎ আসিছে॥
তাহার নিকটে অঙ্গুরীটী দেখাইও।
যে কিছু তোমার মূল্য সব বুঝে নিও॥
আর এক কথা শুন সাবধান [illegible]।
কহিবে, দুভাই গেল কর্ণাট-বি[illegible]॥"
এত বলি গোপাঙ্গনা বস্ত্র-গ্রন্থি [illegible]লে।
নামিলেন রাজা তথা ত্যজি চতু[illegible]লে॥
মুদ্রিকা অঞ্চল হ'তে করিতে বাহির।
জ্বলিতে লাগিল যেন দ্বিতীয় মিহির॥
নিরখিয়ে নৃপতির চিত চমকিত।
ছটায় ছাইল আঁখি, চকিত স্থগিত॥

অষ্টরত্নে বিজড়িত, যুক্ত সুলক্ষণে।
ভাবে হেন অঙ্গুরীয় দেখিনি নয়নে॥
অঙ্গুরী লইয়ে করে, কন নৃপমণি।
"তোর চেয়ে ভাগ্যবতী কে আছে রমণী?
যাঁহাদের শ্রীচরণ সেবনে কমলা।
চঞ্চলা প্রকৃতি তেজি হ'লেন অচলা॥
যাঁহাদের ইচ্ছাক্রমে দেবতার তরে।
লবন-সাগরোদরে অমৃত সঞ্চরে॥
যাঁহাদের অধিবাস অসীম উদধি।
সেই দুই ভাই তোর ভুঞ্জিলেন দধি॥"
তাহা শুনি উতরোল হ'ল সৈন্যগণ।
মাণিকার চরণে প্রণত সর্ব্বজন॥
নৃপ কন, "আমার পুণ্যের নাহি ওর।
বহুভাগ্যে পাইলাম দরশন তোর॥
লক্ষ্মী, সরস্বতী কিবা হবে রাধা-রাণী?
কলিকালে অবতীর্ণা তুমি উপেন্দ্রাণী॥
কি ইচ্ছা তোমার দেবি! কর অনুমতি?
কিসে বা প্রসন্ন তুমি হবে মম প্রতি?"

এরূপে করেন রাজা বিহিত সম্মান।
কনক বরষি শিরে করাইলা স্নান ॥
মাণিকা কহিছে, "দেব মাগিব কি আর ?
কৃষ্ণ রাউতের পদে মানস আমার ॥
অন্য ধনে আমার বাসনা কিছু নাই।
এই কর অন্তে যেন সে চরণ পাই ॥
আর সেই কৃষ্ণ রাউতের প্রতিকাম !
এই স্থানে বসাইয়ে দেহ এক গ্রাম ॥
রাজা কন, "যে ইচ্ছা তোমার ভাগ্যবতি !
সীমা নির্দ্ধারণ তরে কর তুমি গতি ॥
যত দূর বেঢ়ি তুমি করিবে গমন।
ততদূর ভূমি আমি করিব অর্পণ ॥
মাণিকপত্তন বলি হবে তার নাম।
অনুদিন তব বংশে রবে এই গ্রাম ॥
রাজস্ব-বিরহে তুমি কর অধিকার।"
এত বলি, করিলেন বহু পুরস্কার ॥

অদ্যাপিও সেই গ্রাম আছে বিদ্যমান।
মাণিকপত্তন নাম যশের নিধান॥

ইতি মাণিক গোপালিনী নাম
চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চম সর্গ।

যুদ্ধ-যাত্রা।

চলিলেন নৃপ সুখে, বিবরিত ভাট-মুখে,
নদ নদী শেখর নগর।
চিল্‌কা হইলা পার, মাঝে মাঝে অবতার,
নীলমণি আভাত সাগর॥
দেখা যায় কতদূর, ব্রহ্মপুর ইচ্ছাপুর,
ঋষিকুল্যা, নদী বংশীধারা।
শ্রীকঙ্কালী * শ্রীনিধান, সতীর কঙ্কালী স্থান,
যথা জয়দুর্গারূপ তারা॥
"দেখ, দেখ, মহাকায়! আগে অই দেখা যায়,
কলিঙ্গ-পত্তন হে নরেশ।
পূর্ব্বে নরপতিগণ, হেথা থাকি সুশাসন,
করিতেন এ কলিঙ্গ দেশ॥

---

* শীকাকোল;—কালে কালে স্থানাদির নাম কি রূপান্তর হইয়া যায়! এই স্থলে দাক্ষ্যায়ণীর কঙ্কালী পতিত হইয়াছিল, এমত প্রবাদ।

হেথা হ'তে বৈশ্যগণ, করি তরী-আরোহণ,
যবদ্বীপে * করিয়া গমন।
বসতি স্থাপন করে, হিন্দু যশোরত্নকরে,
এই এক উজ্জল রতন।।
অই দেখ হে ঠাকুর, বিমল-পত্তনপুর,
আর বিশাখা-পত্তন ধাম।
নানা স্থান অভিরাম, কত আর লব নাম,
দুই দিগে শত শত গ্রাম।।
হইলে গো অবতরী, গোদাবরী † নাম ধরি,
দক্ষিণ দেশেতে সুরধুনী।
মধুর সলিলযুতা, ব্রহ্মাচলে সমদ্ভূতা,
পিতা তব শতানন্দ মুনি।।

* জাবা,—হিন্দুজাতীকে কূপমণ্ডূক বলিয়া ভিন্ন দেশীয় লোকেরা গ্লানি করেন, কিন্তু অকাট্যরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে, জাবা প্রভৃতি দ্বীপে হিন্দুরাই উপনিবাস স্থাপন করিয়াছিলেন।

† দক্ষিণ দেশে গোদাবরীই গঙ্গা নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহাকে "সান গঙ্গা" অর্থাৎ ছোট গঙ্গা কহে। গো শব্দে জল, দা শব্দে দায়িনী, বরী শব্দে প্রধানা, অর্থাৎ জলদায়িনীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা।

পশ্চিম পয়োধি-তীরে, জনমি পর্ব্বত-শিরে,
করিয়াছ পূর্ব্বার্ণবে গতি।
যেথানেতে জন্ম তব, কি তার মহিমা কব,
যত্র যত দেবেরবসতি॥
এত উচ্চ গিরিকূট, জলদের দন্তস্ফুট,
সেইখানে কদাচ না হয়।
বিমল তুষার-ধার, দ্রব হয়ে অনিবার,
তব চারু তনু নিরময়!
কি কব তোমার বল, ভেদিয়া মহেন্দ্রাচল,
আলিঙ্গন দেহ রত্নাকরে!
বেণ-গঙ্গা ইন্দ্রবতী, আদি কত স্রোতস্বতী,
সংমিলিত তব কলেবরে॥
দুই তটে সুশোভন, * নিবিড় অরণ্যগণ,
শাকদ্রুমে অপরূপ শোভা।
পূণ্যভূমি-কটিতটে, গোত্ররূপে কি প্রকটে,
মরকতময়ী মনোলোভা!

---

* শাগুয়ান বা শেগুণ বৃক্ষ।

তব তটে গুণধাম, বন বিহরিলা রাম,
পঞ্চবটী প্রসিদ্ধ কাননে।
সঙ্গে সতী পতিব্রতা, জানকী কানকীলতা,
নিরুপমা এতিন ভুবনে॥
সূর্পনখা নিশাচরী, এসেছিল মায়া ধরি,
লক্ষ্মণ করিলা অপমান।
ভগিণীর অপমানে, দশানন এইস্থানে,
সীতা হরি করিল প্রস্থান॥
তব তীরে রঘুবীর, শোকে অবনত শির,
বিচেতন বনিতা-বিচ্ছেদে।
তোমার প্রবাহে কত, অশ্রুধারা অবিরত,
বিসর্জ্জন করিলেন খেদে।
তবোৎপত্তি-সন্নিধান, পবিত্র সুগন্ধাস্থান,
সুবিখ্যাত নাসিক নগর *।
সতীনাসা সেই ধামে, অর্চ্চিতা সুনন্দা নামে,
ভৈরব ত্র্যম্বক মহেশ্বর॥

* কেহ কেহ কহেন সূর্পনাখার নাসাচ্ছেদ হওয়াতে এই স্থানের নাম নাসিক হইয়াছে, কেহ বা কহেন সতীর নাসা এই স্থানে পতিত হওয়াতে নাসিক নামের উৎপত্তি।

আর বিষ্ণুচক্রঘাতে, দাক্ষায়ণী-গণ্ড-পাতে,
তব তীরে দেবী বিশ্বমাতা।
বিশ্বেশ ভৈরব তাঁর, অন্য গণ্ড অবতার,
রাকিণী দেবতা অভিজাতা॥
কমলার নিবসতি, কত্তপুরী ধনবতী,
তব দুই তটে শোভাকরী।
ধনে যশে গরীয়ান, নরসিংহপুরস্থান,
আর রাজ-মাহেন্দ্রী নগরী।
এই নরসিংহপুর, অধিপ বিজয় শূর,
সিংহ মধ্যে সিংহ যারে বলে।
রাবণ রাজার ধাম, দ্বীপরত্ন লঙ্কানাম,
বিজয় বিজয় করে বলে॥
কিবা বীর্য্য অনুপম, দ্বিতীয় রাঘব সম,
কলিতে কলিত গুণধাম।
রাক্ষসের দর্পচূর, লঙ্কা নাম করি দুর,
সিংহল থুইলা তার নাম॥

তব গর্ভে নাকি ধাতা, চোরগঙ্গ * জন্মদাতা,
গঙ্গাবংশ তাহাতে উদয় ?
তুমি রাজকুলেশ্বরি ! চরণে প্রণাম করি,
হয় যেন রাজার বিজয়।

* প্রধান প্রধান রাজকুলের আদিপুরুষগণ স্বয়ং অথবা স্তাবকদিগের দ্বারা আপনাদিগের স্বর্গীয়াভিজাত্য কল্পনায় ক্রটি রাখেন নাই। রোম প্রতিষ্ঠাতা রোমুলস কুমারীগর্ব্ভে দেব বিশেষের ঔরসে জাত, জগজ্জয়ী আলেক্‌সন্দর দেবরাজের পুত্র, লঙ্কাবিজয়ী রঘুকুলতিলক রাম দেবোদ্দেশে প্রদত্ত চরুতে সম্ভূত, বঙ্গদেশের এক প্রসিদ্ধ রাজা ব্রহ্মপুত্র নদের পুত্র, সেইরূপ উৎকল দেশীয় গঙ্গা বংশীয় নৃপতিদিগের আদি পুরুষ চোর-গঙ্গ অথবা চুড়ঙ্গ ব্রহ্মার ঔরসে গোদাবরী নদীর গর্ব্ভজাত। অলৌকীক পুরুষ হইলে একটী অলৌকীক পিতা আবশ্যক হয়, তাহাতে মাতার পাতিব্রাত্য থাকুক বা না থাকুক। মনুষ্য জাতির কি অভিমান ! বিশেষতঃ পুরুষজাতির কি আত্মস্তরিতা, পরম দেবতা মাতাকে অসতী করিয়াও আপনাদিগের দৈববীর্য্যের সংস্থান করিতে হইবে।

অই দেখ শোভাধার, নিবিড় নীরদাকার,
শ্রেণীবদ্ধ মহেন্দ্র-অচল।
কুলগিরি বলি গণ্য, মহাকবি * গীতে ধন্য,
নগকুলে কিবা আখণ্ডল ॥
তোমার কুটুম্বদল, সহ্যাচল বিন্ধ্যাচল,
চন্দনের আলয় মলয়।
হৃদয়েতে অলঙ্কার, কিবা হীরকের হার,
গোদাবরী নিয়ত খেলয় ॥
সত্য কি হে গুণগ্রাম, রাজা হেমাঙ্গদ নাম,
ছিলেন তোমার অধীশ্বর ?
সত্য কি সে নৃপবর, রঘুরে দিলেন কর,
নত হয়ে যুড়ি দুই কর ?
তাঁর নাকি সৈন্যগণ, পথ-শ্রান্তি-নিবারণ,
করণার্থে তোমারে ভূধর ?
আপান কল্পনা করি, পর্ণ পর্ণে মধু ভরি,
পান করি লসিত অন্তর ?

---

* কালিদাস।

তোমার কন্দরময়, দেব-পুষ্প * গন্ধ বয়,
তাহাতে মোহিত হয় চিত।
দ্বীপান্তরে ফুটে ফুল, সমীরণ অনুকূল,
সুরভি সুধীরে প্রবাহিত॥
কিবা চারু চিত্রপট, তব তট সিন্ধুতট,
পরস্পর মিলিত যথায়।
কি বিচিত্র তালবন, সুশোভন ঘন ঘন,
কিবা ঘন নেমেছে তথায়॥
সুরঙ্গ কুরঙ্গ † পুরী, যেখানে বাণিজ্য ভুরি,
তথা মীন-পত্তন নগর।
নিবসে বণিকগণ, ধনবান মহাজন,
পোতপুঞ্জ পূর্ণিত বন্দর।
যত্র তন্তুবায়গণ, সুচিকণ সুবসন, ‡
বয়নেতে বিখ্যাত বিশেষে।

---

* লবঙ্গ।

† বর্ত্তমান ইংরাজী অপভ্রংশ নাম করিঙ্গা।

‡ মছলীপাটম বা মছলীবন্দরে ছিট বস্ত্রের প্রথম সৃষ্টি, এমত প্রবাদ আছে। তদ্ভিন্ন বুক মসলিনেরও এই নগরে প্রথম সৃষ্টি।

নানারঙ্গে সুরঞ্জিত, ইন্দ্রধনু বিগঞ্জিত,
ছিট নামে খ্যাত সর্ব্বদেশে ॥
দলিত কজ্জল ভাতি, কিবা মরকত পাঁতি,
কল্লোলিনী কৃষ্ণা গুণবতী ॥
গুণের কে দিবে সীমা, তোমার নন্দিনী ভীমা,
ঘাট-পর্ব্বা তুঙ্গভদ্রা সতী ॥
তব তটে নানা স্থলে, হীরকের খনি জ্বলে,
কলুর কলকুণ্ড * কুণ্ডবীরে।
কত তরু পরিপাটী, রচিত কি বৃক্ষবাটী,
অপরূপ শোভা তব তীরে ॥
সঙ্গিণী বরুণা নামা, † তিনিও বিচিত্র শ্যামা,
প্রেমভরে আলিঙ্গিত দোঁহে।
অপূর্ব্ব সাত্বিক ভাব, অহরহ আবির্ভাব,
নহে কি বিষ্ণুর মন মোহে ?

* ইংরাজী অপভ্রংশ গলকণ্ডা।

† কৃষ্ণা বরুণা এবং কাবেরী বিষ্ণুর প্রেয়সীরূপে দক্ষিণে মাননীয়া, ইহাঁদিগের পরিণয় উদ্দেশে বর্ষে বর্ষে বর্ষাসময়ে এক মহোৎসব হইয়া থাকে।

জনমিয়া সহ্য-কেশে, প্রবেশি বিদুর দেশে,
দ্রুতগতি ভাগীরথী প্রায়।
তরল তরঙ্গে রঙ্গে, প্রণয় প্রফুল্ল অঙ্গে,
প্রবেশিছ পয়োধির কায়॥
কৃষ্ণা-অন্তে কত দেশ, কি বর্ণিব সবিশেষ,
গোণ্ডলোক অনুগোল আদি।
তৈলঙ্গ তামল লাটী, কেহ কহে মারহাটী,
একদেশে নানা ভাষাবাদী॥
অই প্রবাহিতা সতী, তৈলপর্ণী * স্রোতস্বতী,
পাণ্ডুদেশ করিছ পাবন।
কত চন্দনের বন, তব তটে সুশোভন,
অগুরু কালীয় কুচন্দন।
সৌরভের খনি এলা, উপবনে করে খেলা,
দারুচিনী তরুর সহিত।
প্রদোষে তোমার তীরে, মলয় সমীরে ধীরে,
সুরভিতে মানস মোহিত।

* আধুনিক নাম পাণেয়ার।

বহুমূল্য মুক্তাময়, বিলসিত শুক্তিচয়,
তরঙ্গিণি! তোমার সঙ্গমে।
বিলাস সুখের সার, তব দেহে অলঙ্কার,
বিধি কি ভূষিলা যথাক্রমে?
চোলমণ্ডলের পাট, অই হ্রদ পুলিকাট,
নেলুর প্রভৃতি কত পুর।
কর্ণাটের অধিকার, চারিদিগে সুবিস্তার,
কাঞ্চীপুর নহে বড় দূর।
শ্রীনাথের পদ সেবি, শ্রীরূপিণী তুমি দেবি!
বরনদী কর্ণাটে কাবেরী।
প্রাবৃট্ প্রারম্ভে তব, পরিণয় মহোৎসব,
যত্র তত্র বাজে তূরী ভেরী॥
শ্রীরঙ্গপত্তন নাম, শ্রীরঙ্গনাথের ধাম,
তবকূলে শোভা নিরুপম।
দেবের দুর্লভ স্থানে, দেবীকোট সন্নিধানে,
করিয়াছে সাগর-সঙ্গম॥
কেরলে উদ্ভব তব, সে দেশের রীতি সব,
শুনিয়াছি বিচিত্র বিচল।
স্বৈরিণী নাএর নারী, যেন নিম্নগার বারি,
পরিণয়-বন্ধন বিফল॥

কেরলীর কেশপাশ, * নাকি অতনুর বাস,
চমরী চমূর গর্ব্ব হরে।

* ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় অঙ্গনাগণ যে সকল বিশিষ্ট বিশিষ্ট রূপ প্রতিভায় প্রতিভাত, তাহা নিম্নলিখিত কবিতায় পরিচয় দিতেছে।—

"বাচি শ্রীমাথুরীণাং জনক-জনপদ স্থায়িনীনাং কটাক্ষে। দন্তে গৌড়াঙ্গনানাং সুললিত জঘনে চোৎকল-প্রেয়সীনাং॥ তৈলঙ্গীনাং নিতম্বে সজল ঘনরুচৌ কেরলী-কেশপাশে। কার্ণাটীনাং কটৌচ রতিপতি গুর্জ্জরীনাং স্তনেষু।"

বোধ হয় নানাকুসুম কেলিপরায়ণ এই কবিমধুপ কাশ্মীর, অযোধ্যা, মালব এবং সিংহলে ভ্রমণ করেন নাই, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় ভাবিনীদিগের প্রকৃত রূপমহিমার পরাকাষ্ঠা দর্শন করিতে পারিতেন। আমি পূর্ব্বে কোন মৃত মিত্রকবিকে উক্ত কবিতার অনুবাদ করিয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা স্মরণ নাই, অতএব দ্বিতীয় বার অনুবাদ করিলাম, যথা—

মধুপুর-বধূকুল-মধুর বচনে।
বিদেহ-বাসিনী বালা-চঞ্চল নয়নে॥
বঙ্গীয় অঙ্গনাগণ-সুচারু দশনে।
উৎকলীয় বামাদের ললিত জঘনে॥
তৈলঙ্গী চার্ব্বাঙ্গীচয়-নিতম্ব শোভনে।
কেরলীর কেশপাশ ঘন নবঘনে॥
কর্ণাটীর কটি আর গুর্জ্জরীর স্তনে।
রতিপতি বারদেন সদা সুখি মনে॥

লাবণ্য-প্রসূন-ডালা, নাকি সব দ্বিজবালা,
কমলার রূপগুণ ধরে ?
পরিহিত চিত্রবাস, রবি ছবি পরকাশ,
তনুরুচি চন্দনে চর্চ্চিত।
সেই দেশ ধন্য হয়, যেই দেশে নারীচয়,
সদাকাল আদরে অর্চ্চিত ॥
দেখ! দেবীকোটপুর, শিবজ্বর দর্পচূর,
যেখানে করিল বিষ্ণুজ্বর।
এই সেই উমাবন, বাণরাজ নিকেতন,
পুরাখ্যাত কোটিভী নগর ॥
যত্র ভাবিনীর ভূষা, রূপ প্রভাতের ঊষা,
তুষার বিমলা ঊষা সতী।
স্বপনে * যামিনী ভাগে, হেরিলেন অনুরাগে,
চিত্তচোর অনিরুদ্ধ পতি।

* এইরূপ স্বপ্নযোগে দম্পতিদিগের প্রথম সন্দর্শন নানা দেশীয় কবিগণের এক বিচিত্র কল্পনা। আরব্য, পারস্য, চীন এবং ভারতবর্ষীয় বহুতর কবি এই মনোজ্ঞ মানসিক উদ্ভাবনা বা বিভাবনা বর্ণনে ত্রুটি রাখেন নাই। ইংলণ্ডীয়

কবি কুলতিলক লর্ড বায়রন স্বপ্নাভিধেয় কবিতায় প্রেমাভিনয়ের প্রথমাঙ্ক বর্ণনে কি প্রগাঢ় কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, আমি তরুণাবস্থায় এই উষাহরণ আখ্যায়িকা সঙ্গীতচ্ছলে রচনা করিয়াছিলাম, তাহার একটী সংগীত নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

স্বপ্নান্তে উষার উক্তি।

রাগিণী বিভাস। তাল ঠুংরী।

স্বপনে হেরিনু যাহারে; আরে, আরে সখি দেরে তারে!
চিত্তচোর যামিনী শেষকালে প্রবেশিল হৃদয়-মাঝারে।

সরস পরশমণি পুরুষ রতন, অনঙ্গ কি অঙ্গ ধরি দিল দরশন, তুলনা নাহিক তার এতিন সংসারে। আমি তারে আঁখি ঠারি হেরিবার আশে, যেমন নয়ন মেলি নিরখিনু পাশে, অমনি অদৃশ্য হয়ে গেল একবারে!

পৌরাণিক আখ্যায়িকাসকলের ঘটনাস্থল লইয়া অধুনা মহা বিবাদ উপস্থিত, বিশেষতঃ আর্য্যাবর্ত্তের সীমার বহির্ভূত অনার্য্য দেশে এই বিবাদের আতিশয্য দেখা যায়! যথা দীনাজপুর অঞ্চলীয় লোকেরা অপনাদিগের দেশকে মহাভারতীয় বিরাট দেশ বলিয়া ব্যাখ্যা করে। বাস্তবিক বিরাটদেশ যে আধুনিক বিরাড় প্রদেশ তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। জাবাদ্বীপের লোকেরা কহে, মহাভারতে এবং রামায়ণে বর্ণিত ঘটনাসকল

তাহাদিগের ক্ষুদ্র উপদ্বিপে সংঘটিত হইয়াছিল! সেইরূপ বালেশ্বর বাসিরা কহে, তাহাদিগের নগরের আদ্য নাম বাণেশ্বর. বালেশ্বর তাহার অপভ্রংস মাত্র। বাণেশ্বর বাণরাজার স্থাপিত শিবলিঙ্গ, তন্নামধেয় শিবলিঙ্গ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। বাণপুরীর অন্য নাম শোণিতপুর, অধুনা শুনঠ নামক বালেশ্বরের পল্লী বিশেষ সেই শোণিত পুরের রূপান্তর। অপর বালেশ্বরে ঊষারমেড় এবং ঊষার প্রিয় সহচরী চিত্রলেখার পিতা বাণরাজার মন্ত্রীর বাসস্থান পাত্র-পাড়া প্রভৃতি স্থান প্রদর্শিত হয়। পক্ষান্তরে কর্ণাটের অন্তঃপাতি দেবীকোট নিবাসিরা কহেন, দেবীকোটই বাণরাজারপুরী, সেইখানেই ঊষাহরণ হয়। দেবী-কোটের সংস্কৃত নাম দেবীকোট. দেবীকোটের অপরনাম কোট্টবীপুর, কোট্টবী বাণাস্থরের মাতার নাম ইত্যাদি। পরন্তু ঊষাহরণ আখ্যায়িকা বেদেবর্ণিত প্রাত্য-হিক প্রাকৃতিক ঘটনা বর্ণনাত্মক একটী রূপক হইলেও হইতে পারে—অস্থুরেরা তমঃ হইতে উৎপন্ন, অতএব বাণাসুর সেই আদিম অন্ধকারের কল্পনা,—সেই অন্ধ-কারেই ঊষা অর্থাৎ প্রভা বা দীপ্তির জন্ম, এবং অন্ধকার কর্তৃক ঊষা কারাবরুদ্ধ থাকেন,—পশ্চাৎ কৃষ্ণ অর্থাৎ সূর্য্যজাত অনিরুদ্ধ অর্থাৎ অবিরত অবারিত কিরণজাল আসিয়া ঊষার কারাবরোধ মোচন করিয়া তাঁহার সহিত বিহার করেন।

অনিরুদ্ধ সেইক্ষণ, স্বপ্নে করে নিরীক্ষণ,
সং মিলন বাণস্থতা সহ।
নিদ্রাভঙ্গে তদুভয়, উৎকলিত অতিশয়,
চিন্তায় চঞ্চল অহরহ ॥
চিত্রলেখা একে একে, সুপুরুষ চিত্র লেখে,
নিজনাথে তাহে ঊষা চিনে।
মন্ত্রিস্থতা অনন্তরে, শূণ্য-পথে মন্ত্রভরে,
অনিরুদ্ধে আনে কত দিনে ॥
চরিতার্থ বিধুমুখী, অন্তরে অনন্ত সুখী,
বাণরাজা পাইল সন্ধান।
কৃষ্ণের প্রপৌত্র শুনে, দগ্ধদেহ ক্রোধাগুণে,
কারাগারে দিল তারে বাণ ॥
হায়রে ভবের খেলা! সাগরে রম্ভার ভেলা,
দেখিতে দেখিতে মগ্ন হয়।
অস্থির ঐহিক প্রীতি, স্বপনের সম রীতি,
মিথ্যাময় কিছু সত্যনয় ॥"
চলিলেন গজপতি, মানমদে মত্তমতি,
কাঞ্চীপুর করিতে বিজয়।

অগণিত সৈন্যভটা, যেন জলধর ঘটা,
বহুদূর ব্যাপি গরজয় ॥
সামন্ত-সিঙ্গার নাম, সেনাপতি গুনধাম,
প্রতাপে মিহির বীরবর।
পথে নরপতি কত, বিনা রণে অনুগত,
লালবন্দী রূপে দিল কর ॥
যে করিল প্রতিরোধ, পাইল উচিত শোধ,
অচিরাৎ পাইল সংহার।
পরাভূত সৈন্যদল, সংযোগেতে বাড়ে বল,
সেনাসিন্ধু হইল অপার ॥
যথা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রনদী, সংমিলনে বিষ্ণুপদী,
বরষায় বিষম বিস্তার।
সাগর-সঙ্গমস্থলে, হিল্লোলিত কোলাহলে,
অগণিত তরঙ্গের হার ॥
কাবেরী-উত্তরপারে, ব্যূহ রচি দুর্গাকারে,
গজপতি স্থাপিলা শিবির।
বস্ত্রময় ঘরদ্বার, জবনিকা শোভাধার,
বস্ত্রময় বিচিত্র প্রাচীর।

শৃঙ্খলিত কোন স্থলে, মদোৎকট হস্তিদলে,
পরিখা বেষ্টিত সেই স্থান।
কোন স্থলে রাজী রাজী, সহস্র সহস্র বাজী,
মনোজব অতি বেগবান॥
কত নীল সিতাসিত, বিচিত্র লোহিত পীত,
সুদর্শন শ্রীপঞ্চকল্যাণ॥
সৈন্ধব কাম্বোজ আর, চমৎকার চমৎকার,
আরবীয় তুরঙ্গ প্রধান॥
সারি সারি ধনুর্দ্ধর, অগ্রে অগ্রে অগ্রেসর,
রণমদ-গর্ব্বে মত্তমতি॥
কোনস্থানে শস্যভার, সজ্জিত পর্ব্বতাকার,
ঘৃত আর তৈল সরোবর।
উড়িয়ার প্রিয় ভক্ষ, চিপীটক ঢেরি লক্ষ,
খণ্ড খণ্ডগিরির সোসর॥
পলাণ্ডু লশুন আদা, পড়িয়াছে গাদা গাদা,
চিল্‌কার শুষ্কমীন রাশি।
সূপকার শত শত, ভোজ্য রান্ধে নানামত,
দলে দলে ভুঞ্জে সৈন্য আসি॥

শ্রুত হয় কোন স্থানে, বাজে বাদ্য একতানে,
আনদ্ধ, স্থুষির, তত, ঘন।
বীণা বংশী ভেরী ঝাঁক, বাজিতেছে জয়ঢাক,
যেন গরজিছে নবঘন॥
হেন বাদ্য সম্মোহন, মাতায় মুনির মন,
বীর রস হয় মূর্ত্তিমান।
অসিহেতি রণসাজে, খর তরবার ভাঁজে,
চক্ মক্ চপলা সমান॥
কোথায় বিবিধ যান, সুসজ্জিত শোভমান,
দ্বৈপ আর প্রবহণচয়।
কম্বলে মণ্ডিত কত, শকট সহস্র শত,
নিশান উড়িছে শূন্যময়॥
পরিহিত বীরধটী, সারসনে ব[illegible]ট,
বারবাণে আবৃত শরীর।
গলদেশে প্রতিমুক্ত, উরু কঙ্কটকযুক্ত,
শিরস্ত্রাণে সুশোভিত শির॥
পত্তিগণ পদচার, করিতেছে অনিবার,
কভু দ্রুত কভু মন্দগতি।

শিরে বিধুরত্ন পরি, সমাগত বিভাবরী,
শান্তি সহচরীর সহিত।
সেনাগণ শয্যোপরে, শ্রান্তি ক্লান্তি পরিহরে,
কলরব হইল রহিত!

ইতি যুদ্ধযাত্রা নাম পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ ॥

—oo—

সংগ্রাম।

নিশানাথ অস্তাচলে সুপ্রভাত নিশী।
নাথে পুন পেয়ে হাস্যময়ী দশদিশী ॥
ভানুকরে সুকুমারী কুমুদী মলিনী।
মুচুকি মুচুকি হাসে নবোঢ়া নলিনী ॥
শৈত্য মান্দ্য সুরভি-ভরিত সমীরণ
কাবেরীর তীরে ধীরে করিছে ভ্রমণ ॥
সুশীলা তরুণী যথা মৃত্যুমুখে ধায়।
ভানুর কিরণে হিম-কণিকা শুখায় ॥
মরীচ-কেদারে সুখে ডাকিছে হারীত।
সরসীর তীরে শ্রুত সারসের গীত ॥
চক্রবাক চক্রবাকী শৈবলিনী তীরে।
সংমিলন সুধানীরে অভিষিক্ত ফিরে ॥
বনপ্রিয় কেশরের কাননে কুহরে।
অমৃত বরিষে কিবা শ্রবণ-কুহরে ॥

বৈতালিক যথাকালে ঘণ্টানাদ করে।
উঠিলেন গজপতি প্রভাত-প্রহরে ॥
যথাবিধি উপদেশ করিয়া প্রদান।
দূতে পাঁঠাইলা রাজা শত্রু-সন্নিধান ॥
পুরী প্রবেশিয়া শোভা নিরখিছে দূত।
দেবতার ক্রিয়া প্রায় সকলি অদ্ভুত ॥
কেনা জানে কাঞ্চীপুর পুরীর প্রধান।
ভারতে ছিলনা হেন পুরী বিদ্যমান ॥
বহুদূর ব্যাপিয়া পরিখা পরিসর।
প্রবলা অপগা-প্রায় দৃশ্য ভয়ঙ্কর ॥
পবন-প্রবাহে তাহে প্রবাহ উদয়।
স্থানে স্থানে ঘোরচক্র আবর্ত্ত নিচয় ॥
চারি সেতু চারিধারে নির্ম্মিত পাষাণে।
প্রহরী পুরুষপুঞ্জ স্থিত স্থানে স্থানে।
কৃতান্তের দ্বারসম চারি পুরীদ্বার।
হস্তিনখে * সুশোভিত তার দুইধার॥

* বুরুজ।

ঝুলিছে কবাট-বাট লৌহের নিগড়ে।
কারসাধ্য সহসা প্রবেশে সেই গড়ে॥
পরিখা অন্তরে বপ্র পর্ব্বত আকার।
তার পরে প্রস্তরেতে রচিত প্রাকার॥
নানারম্য হর্ম্ম্য আর প্রাসাদ প্রচুর।
পরিপাটী সৌধ অন্তে চারু অন্তঃপুর॥
মনোজ্ঞ মণ্ডপ মঠে কপোত-পালিকা।
বাজীশালা, হস্তিশালা, পানীয়-শালিকা॥
মহাধনী-গৃহগণ অতি শোভমান।
স্বস্তিক সর্ব্বতোভদ্র তথা বর্দ্ধমান॥
প্রসস্ত প্রাঙ্গণ তথা অলিন্দ নিকর।
কত উপবন পুষ্পবন মনোহর॥
রাজ-পথ পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ তরুচয়।
স্থানে স্থানে তড়াগেতে পরিপূর্ণ পয়॥
ফুটে ফুল কমল কহ্লার ইন্দীবর।
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বসে ভ্রমরী ভ্রমর॥
সন্তরে বিহরে কত সরাল মরাল।
থেকে থেকে ডাকিছে ডাহুক পালে পালে॥

সরণীর দুইধারে শোভে সারি সারি।
নানারূপ মণিহারী দোকানী পসারী॥
মণিকার-মণ্ডপে রমণী-মনোহর।
সুসজ্জিত বহুমূল্য রত্ন স্তরে স্তর॥
মরকত পদ্মরাগ বিদ্রুম বৈদুর্য্য।
রত্নরাজ হীরা, যথা গ্রহপতি সূর্য্য॥
মণিময়, মুক্তাময়, প্রকার প্রকার।
গোস্তন নক্ষত্রমালা, আদি নানা হার॥
অঙ্গুরীয়, কর্ণিকার, কেয়ূর, কটক।
কিঙ্কিণী, কঙ্কণ, কাঞ্চী, মঞ্জীর, হংসক॥
চূড়ামণি. চন্দ্রসূর্য্য, কিরীট, তরল।
ললাটিকা, সীমন্তিকা, রত্নে ঝলমল॥
বসিয়াছে সাজাইয়া তন্তুবায়গণ।
কৌষেয় রাঙ্কব ক্ষৌম কার্পাস বসন॥
দুকূল, নিবীত, চোলী চেলনা, কাঁচুলী।
জড়িত জরীর কাজে জ্বলিছে বিজলী॥
বসিয়াছে গন্ধবেণে লয়ে নানা গন্ধ।
উড়িছে ভ্রমরচয়, সৌরভেতে অন্ধ॥

কেশর, কুঙ্কুম, কালাগুরু, কালীয়ক।
সর্জ্জরস, মৃগনাভি, কর্পূর, কোলক ॥
জাতি-ফল, জয়ত্রী, লবঙ্গ, দারুচিনী।
মোরটা, মঙ্গলা, সুরভির তরঙ্গিণী ॥
স্রোতোঞ্জন, রসাঞ্জন, প্রভৃতি অঞ্জন।
শিলাজতু, মনঃশিলা, সিন্দূর শোভন ॥
তুন্নবায় নানাবস্ত্র করিছে সীবন।
চিত্রকর চারুচিত্র করিছে লিখন ॥
শ্রেণীবদ্ধ স্বর্ণকার আর কর্ম্মকার ॥
কাংশ্যকার, শঙ্খকার, তথা চর্ম্মকার ॥
রথকার, জায়াজীব, রজক, চারণ।
মায়াকার, মালাকার, আর নটগণ ॥
দেখিতে দেখিতে দূত করিছে গমন।
মনে ভাবে ধন্য এই পুরী সুশোভন ॥
ধন্য ধন্য প্রজাগণ, ধন্য নরপতি।
হায় কেন যুদ্ধানল উঠিল সম্প্রতি ॥
সমর সংহার সুত ! সর্ব্বশোভাহারী !
সর্ব্বসুখ সংহারক সর্ব্বলোপকারী !

কোথা রবে এইশোভা কিছুদিন পরে?
হায় রে ভ্রান্তির লীলা, এভব ভিতরে!
ভাবিতে ভাবিতে উপনীত সিংহদ্বারে।
দৌবারিক সমাচার জানায় রাজারে।।
আদেশ পাইয়ে, লয়ে গেল সন্নিধান।
অপরূপ রাজসভা, শোভার নিধান॥
চারিদিগে রক্ষিগণ, সন্নদ্ধ শরীর।
করে মুক্ত অসী, স্কন্ধে লম্বিত তূনীর।
অবিরত উপায়ন পড়ে পদতলে।
করযোড়ে দাঁড়াইয়া সামন্ত সকলে॥
অতি উচ্চ সিংহাসনে বসি কাঞ্চীপতি।
মধ্যাহ্নের বিভাবসু সম তেজ অতি।।
বামপাশে সৌম মূর্ত্তি মহামত্য বসি।
গ্রহপতি অন্তে যথা সমুদিত শশী॥
পত্রদিল তাঁর করে উৎকলের দূত।
পাঠমাত্র মহারোষ হৃদয়ে সম্ভূত॥

পত্র।

"শুনরে দুরাত্মা দুষ্ট পাপিষ্ঠ প্রকট।
শৃগালের সম শঠ কপট নিপট॥
এত বড়স্পর্দ্ধা তোর, এত অভিমান।
মানিয়াছ আপনায় ক্ষত্রিয় প্রধান॥
দুহিতা লইয়ে দুষ্ট, উড়িশ্যায় গেলি।
বিবাহ না দিয়ে কেন দেশে ফিরে এলি॥
আমারে চণ্ডাল বল, এত অহঙ্কার।
এই আমি আসিয়াছি দিতে প্রতীকার॥
ছার খারে দিব আমি এপাট কর্ণাট।
ভাসাইব সিন্ধুজলে, দেখাইব নাট॥
নিস্তার পাইবি যদি মম কোপানলে।
নন্দিনী পদ্মিনী আনি দেহ পদতলে॥
আমি তারে চণ্ডালে করিব সমর্পণ।
তবে সে হইবে মম ক্রোধের তর্পণ॥"

জ্বলন্ত অনলে কিবা হবির পতন।
কিবা কালসর্প শিরে চরণ-ঘাতন॥

গরজিয়া উঠে রাজা শুনিতে ভীষণ।
দ্বিনয়নে জ্বলে কিবা হোম হুতাশন॥
কিঞ্চিৎ হইলে শান্ত, ক্ষণেক অন্তরে।
আজ্ঞামতে প্রত্যুত্তর লিখে লিপিকরে॥

প্রত্যুত্তর।

"অরে মুর্খ উড়ে মেঢ়া! কি সাহস তোর।
আসন্ন তোমার কণ্ঠে মরণের ডোর॥
তোরে কিরে জগন্নাথ করে নাই মানা।
ছুছুন্দর হয়ে বেটা. সিংহপুরে হানা॥
তোরে কন্যা দিব দুষ্ট! বিজাত বর্ব্বর!
ভেক চাহে ধরিবারে অপ্সরার কর॥
অসম্ভব এবাসনা, অরে দুরাশয়।
যজ্ঞ-হবি, কুক্কুরের কভু ভোগ্য নয়॥
ভাসাইব সিন্ধুনীরে, বরং পদ্মিনীরে।
তবু তোরে কভু নাহি দিব নন্দিনীরে॥
তুই কি জানিস্ রণ? দূর বেটা দূর।
রণ্ডবন-ভূমে রাজা এরণ্ড ঠাকুর॥

দেখা যাবে জগন্নাথে কি দেবত্ব আছে।
বসাইব আমি তারে গণেশের পাছে ॥
সে আবার দেবতা, তাহারে কিবা ভয়?
করুক আমার ক্ষতি, যত সাধ্য হয়॥”
পত্র প্রাপ্ত হয়ে দূত হইল বিদায়।
অতি বেগে আপন শিবিরে ফিরে যায় ॥
পত্রপড়ি উৎকলেশ জ্বলিল দ্বিগুণ।
নিশ্বাস প্রশ্বাস বহে যেন দাবাগুণ ॥
নিশাশেষে ঘন ঘন বাজিছে পটহ।
সমরের উপক্রম সমাগতে অহ ॥
কাবেরীর পরপারে দৃশ্য ভয়ঙ্কর।
পঙ্গপাল মত সৈন্য ব্যাপ্ত দিগন্তর ॥
হাতি, রথী, পদাতি, তুরঙ্গী, অগণন।
নানা রঙ্গে চতুরঙ্গে বাজিছে বাজন ॥
উড়িশ্যার সেনাদল নদীপার হেতু।
শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে তরণীর সেতু ॥
শত্রু সেনা সন্নিকট হ’ল যে সময়।
তরঙ্গিণী তটে ঘোরতর যুদ্ধ হয় ॥

দুই দলে বাণবৃষ্টি ছাইয়ে গগণ।
শ্রাবণের ধারা কিবা করকা-বর্ষণ ॥
কোনরূপে হীনবল নহে দুই দল।
ক্রমেতে প্রবল হ'ল সমর-অনল ॥
মহা ঘোরতর যুদ্ধ, কিবর্ণিব আর।
শোণিত-প্রবাহ বহে নির্ঝর আকার ॥
কিবা দুই মেঘদল করিছে গর্জ্জন।
বিজলীর শোভা ধরে যত প্রহরণ ॥
কাবেরীর স্রোত রক্তে হইল লোহিত।
ক্রমে উড়িষ্যার সৈন্য তীরে আরোহিত ॥
পদাতি পদাতি সঙ্গে যুঝে অহরহ।
তুরঙ্গী তুরঙ্গী সঙ্গে, রথী রথী সহ ॥
মাতঙ্গে মাতঙ্গে শুণ্ড করি জড়াজড়ি।
শৈলাকারে ভূমিতলে যায় গড়াগড়ি ॥
সমস্ত দিবস যুদ্ধ, নাহি অবসান।
হাজার হাজার লোক হারাইল প্রাণ ॥
ভানু যায় শয্যাগারে সন্ধ্যা-করে ধরি।
চন্দ্রচূড়া হয়ে সমাগত বিভাবরী ॥

সমর হইল ক্ষান্ত, নিশীথ সময়।
আহব শ্মশান সম, দেখি লাগে ভয়॥
মৃত, নরদেহ, আর তুরঙ্গ দ্বিরদ।
অগণিত কাটামুণ্ড, কাটা হস্ত পদ॥
বিকট প্রকট দন্ত, গলে রক্তধারা।
হর নেত্র সম ঊর্দ্ধগত অক্ষিতারা॥
ডাকিতেছে ফেরুপাল, ফেউ ফেউ রবে।
শবগন্ধে সমাগত সারমেয় সবে॥
শব নিয়ে টানাটানী কলহ ভীষণ!
ফেরুপালে গৃহপালে বেধ্যে গেল রণ॥
কোথারে মনুষ্য তোর, বীর্য্য অহঙ্কার?
মরণান্তে হও তুমি, পশুর আহার॥
দিবাভাগে রণমদে মেতেছিলে রাগে।
শিবা কুকুরের খাদ্য হল্যে নিশাভাগে॥
কাঞ্চীপতি-হৃদয়েতে সঞ্চারিত ভয়।
জানিলেন গজপতি হীনবল নয়॥
নগরের প্রান্তে রণভূমি পরিসর।
পরিখা প্রাকার তাহে রচে বহুতর॥

ধারে ধারে সাজাইল সৈন্য সারি সারি।
নিবিড় কানন সম শূল ভল্লধারী ॥
তাহার পশ্চাতে সেনা দেখিতে ভয়াল।
হৃদয়ে প্রকাণ্ড ঢাল, করে করবাল ॥
ঘন ঘন হুহুঙ্কারে, পূরিল গগণ!
স্থানে স্থানে প্রোজ্জ্বলিত হয় হুতাশন ॥
রজনী হইল শেষ, হাসে ঊষা সতী।
পূন পূর্ব্বদিগে প্রভান্বিত দিনপতি ॥
আরোহণ করি দিব্য রথ মনোহর।
রণ-যাত্রা করিছেন কাঞ্চীর ঈশ্বর ॥
অই শুন চক্রের নির্ঘোষ ভয়ঙ্কর।
বজ্রনাদে পরিপূর্ণ যেমন অম্বর ॥
লৌহময় কবাট বিমুক্ত সিংহদ্বারে।
শৃঙ্খলে উঠিছে অগ্নি ইরন্মদাকারে ॥
তুষার-ধবল কান্তি হয় চতুষ্টয়।
চারু কলেবর স্বর্ণ-অলঙ্কারময়॥
বিদ্যুতের বেগে সিংহদ্বার পরিহরে।
অই দেখ আসিতেছে সেতুর উপরে॥

নির্ম্মিত চন্দন-কাষ্ঠে অপূর্ব্ব স্যন্দন।
হস্তিদন্তে বিরচিত তাহে সিংহাসন ॥
বিখচিত স্বর্ণ মণি মুক্তা মনোলোভা।
নক্ষত্র ভূষিতা কিবা তমস্বিনী-শোভা ॥
স্বর্ণময় নেমি, স্বর্ণময় যুগন্ধর।
স্বর্ণময় ধুরা, স্বর্ণময় অপস্কর ॥
মহামূল্য চীনাংশুকে পতাকা রচিত।
স্বর্ণসূত্রে গণপতি মূর্ত্তি বিলিখিত ॥
উপনীত হ'ল রথ ভয়াল আহবে।
"জয় গণেশের জয়" ডাকে সেনাসবে ॥
নৃপে বেড়ি বীরমদে মত্ত সবে সুখে।
নাচিতে নাচিতে যায় শত্রু-অভিমুখে ॥
আর কি বর্ণিব রণ বর্ণনে না যায়।
অবতীর্ণ রুদ্র কিবা হইলা তথায় ॥
কাঞ্চীসেনা তীক্ষ্ণশরে ছাইল গগণ।
শত্রুদলে হয় যেন বিষ-বরিষণ ॥
উঠে ছুটে বাণ যেন ফুহারার ধারা।
শূন্য হ'তে নামে যথা খসি পড়ে তারা ॥

উড়িশ্যার সৈন্য তাহে হইল অস্থির।
দেহ বহি পড়ে রক্ত, শরে বিদ্ধ শির॥
বিভাবরী সমাগত ভানু-ভাতি নাশি।
কাঞ্চীর বিজয় ভানু সমুদিত আসি॥
পলায় উৎকল সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে।
পশ্চাতে ধাবিত শত্রু অসী হস্তে লয়ে॥
সমর হইল ভঙ্গ সেদিনের তরে।
জয়নাদে কাঞ্চীনাথ প্রবেশে নগরে॥
হেন মতে দিন দিন কত যুদ্ধ হয়।
ক্রমে উৎকলের বল হ'ল বহু ক্ষয়॥
কিছুই নির্ণয় নয়ে জয় পরাজয়।
দুই পক্ষে শুভাশুভ উদয় বিলয়॥
বাহিরের গড় কত হ'ল হস্তগত।
আহার-অভাবে কত বাহিনী নিহত॥
আজি উৎকলের জয় আনন্দ শিবিরে।
কালি নিরানন্দ সবে বসি নতঃশিরে॥
শ্রীপুরুষোত্তম দেব ক্ষুব্ধ অতিশয়।
মর্ম্মান্তিক মহাদুঃখে ব্যথিত হৃদয়॥

একদা শর্ব্বরী-শেষে অনুতপ্ত মনে।
করিতেছে আর্ত্তনাদ শ্রীজীব-চরণে॥
বলে, "কেন করুণা ছাড়িলে প্রভু মোরে?
কেন বা প্রবৃত্তি দিলে এ সমর ঘোরে?
তোমারে কহিল কটু, পাষণ্ড পামর।
কেমনে সহিবে তাহা তোমার কিঙ্কর?
কর্ণাট-সংহারে সেই হেতু মম পণ।
তুমি দিলে প্রত্যাদেশ করিতে এ রণ॥
তব আজ্ঞা শিরে ধরি, নির্ভয় হৃদয়।
না মানিনু অশকুন যাত্রার সময়॥
দিলে যে দয়ার চিহ্ন গোপবালা-করে।
এখনো সে অঙ্গুরীয় আছে শিরোপরে॥
তবে কেন পরাভব পাইলাম রণে?
না জানি কি অপরাধ করেছি চরণে॥
বুঝি তব দয়াধিকতায় দয়াময়।
অহঙ্কার-মদে মত্ত আমার হৃদয়॥
দর্পহারী ভগবান সেই সে কারণে।
হরিলে দাসের গর্ব্ব এই ঘোর রণে॥

প্রণতে উন্নত কর, উন্নতে প্রণত।
কার সাধ্য এই বিধি করে অন্য মত।।
দীনেরে উঠায়ে প্রোচ্চ পর্ব্বত-উপরে।
পাথারে ভাসাও এবে বাঁধি দুই করে॥
দোহাই, দোহাই, প্রভু করুণানিধান!
মান রাখ, প্রাণ যায়, কর পরিত্রাণ।।”
এরূপে রোরুদ্যমান রাজা গজপতি।
স্বপ্নাবেশে পুন প্রত্যাদেশ তার প্রতি॥
“ভয় নাই, ভয় নাই, ওরে বরসুত।
তোরে অনুকূল সদা কৃষ্ণ রাজপুত॥
কালি নিশী কাঞ্চীগড় কর আক্রমণ।
সেনাগণে চারি দিগ্ করহ বেষ্টন॥
দক্ষিণ দ্বারেতে তুমি সহ রথীগণ।
করিবে মূষল-ধারে বাণ বরিষণ॥
উত্তরের দ্বারে রবে সামন্ত-শিঙ্গার।
অগণিত পদাতিক যোগাণ তাহার॥
রবেন পশ্চিমদ্বারে শ্বেত রাজপুত।
তাঁহার সহিত রবে মাতঙ্গ অযুত॥

আমি রব পূর্ব্বদ্বারে সহ অশ্বঠাট।
শিখাইব কর্ণাটেরে, দেখাইব নাট॥"
নিদ্রাভঙ্গে গজপতি, হরষিত মতি।
পুনরায় রণোৎসাহে সমুৎসুক অতি॥
না হইতে প্রভাত, বাধিল ঘোররণ।
অন্তরীক্ষে শ্রুত মাত্র শব্দ শন্ শন্॥
কত মল্ল, করেভল্ল, সাজে থাকে থাকে।
মারে লম্ফ, দিয়ে ঝম্প, ধায় ঝাঁকে ঝাঁকে॥
দুইনেত্র, মদ-ক্ষেত্র, জবাপুষ্প ভাতি।
ধৃত বর্ম্ম, স্মৃতচর্ম্ম-আবরিত ছাতি॥
ফুলে অঙ্গ, ভূরুভঙ্গ, দশন-কবাটী।
খড়্গে খড়্গে, অরিবর্গে, ফেলিতেছে কাটি॥
পড়ে রক্ত, কি অলক্ত, ধরা-অঙ্গে সাজে।
শুধু হেরি, শবঢেরি, জয়ভেরী বাজে॥
ওকি মূর্ত্তি, পায়স্ফূর্ত্তি, রণ-মাতৃকার!
গলদ্রক্ত, সদাসক্ত, চিবুকে তাহার॥
দন্তগুলা, যেনমুলা, অতিতীক্ষ্ণ দাড়।
কড়্ মড়্, মড়্ মড়্, চিবাইছে হাড়॥

কভু পড়ি, গড়াগড়ি, দেয় ভূমি পরে।
কভু উঠে, যায় ছুটে, প্রসারিত করে॥
তাম্র সটা, জিনি কটা, শিরে জটাচয়।
ফণীচক্র, সমবক্র, উঠি ঊর্দ্ধে রয়॥
ভয়ঙ্কর, ঘোরতর, ঘোরে দুই আঁকি।
নরনাড়ী, আছে মাড়ি, বক্ষোদেশ ঢাকি॥
ভয়ঙ্করী, নিশাচরী, নাচিতেছে আসি।
সগাকুল, সেনাকুল, উঠে ধূলিরাশি॥
শিবাপুঞ্জে, বসা ভুঞ্জে, গিধিনীর সঙ্গে।
ঝাঁকে ঝাঁক, দ্রোণকাক, পিয়ে রক্ত রঙ্গে॥
কাটামুণ্ড, হীনশুণ্ড, কতহস্তি পড়ে।
কত হয়, ক্ষেত্রময়, ধায় উভরড়ে॥
ফুটে চম্পা, কিবা শম্পা, অগ্নিবাণ মুখে।
দলেদল, কত বল, আসিতেছে রুখে॥
খরধার, তরবার, যমধার নাম।
কি করাল, ভিন্দিপাল, কৃতান্তের ধাম॥

প্রক্ষ্বেড়ন, * ঘন ঘন, দ্রুঘন † কুঠার।
করে বধ, পরশ্বধ, ‡ বিষম প্রহার॥
এইরূপে সমর হইল ঘোরতর।
দিবাশেষে দুইদল হইল কাতর॥
প্রভাতে, প্রভাত ভানু সম রাগোদয়।
প্রদোষের অস্তভানু সহ তেজোক্ষয়॥
বেলা অবসান সহ বল অবসান।
প্রকৃতির রীতি এই নিত্য বিদ্যমান॥
বিশেষে কাঞ্চীর সেনা হইল ফাঁফর।
চারিদিগে উড়িশ্যার বাহিনী বিস্তর॥
স্থানে স্থানে ভঙ্গ দিয়ে করে পলায়ন।
ক্রমে বীর্য্য প্রশমন, প্রাপ্ত প্রমথন॥
নিরুপায়ে অপায়ন বুঝি কাঞ্চীপতি।
নতঃ শিরে নিজদুর্গে করিলেন গতি॥

---

* নরাচ অর্থাৎ লৌহময় বাণ।

† মুদ্গর।

‡ পরশুবৎ অস্ত্র বিশেষ।

প্রচুর প্রহরীচয় বাঁধে আট ঘাট।
চারি সিংহদ্বারে পুন পড়িল কবাট॥
তমস্বিনী তমোরাশি ছাইলে গগণ।
দক্ষিণের দ্বারে যান উড়িশ্যারাজন॥
কাবেরীতে অশ্বগণ জলপান করে।
সমস্তদিনের শ্রান্তি ক্লান্তি পরিহরে॥
পুন রথে প্রযোজিত, সজ্জিত সকলে।
রণমদে হ্রেসা উঠে গগণমণ্ডলে॥
চলিলেন রথীগণ রাজারে লইয়া।
শত্রু গর্ব্ব খর্ব্ব হেতু উল্লসিত হিয়া॥
উত্তরেতে চলিলেন সামন্ত-শিঙ্গার।
চলিত পদাতী যথা তরঙ্গের হার॥
"জয় জগন্নাথ, জয়!" হয় জয়ধ্বনি।
কটকের পদভরে শীহরে ধরণী॥
অগণিত অগ্নিবাণ উঠিয়া অম্বরে।
বজ্রের আকারে পড়ে নগর-ভিতরে॥
কত গৃহে হাহাকার শব্দ উঠে তায়।
প্রোজ্জ্বলিত গৃহ চয় যথায় তথায়॥

কিন্তু সে দুর্গম দুর্গ অভেদ অজেয়।
ভিতরেতে অস্ত্র আর সৈন্য অপ্রমেয়॥
প্রথমেতে পঞ্চক্রোশ নিবিড় জঙ্গল।
তার পর নদী প্রায় পরিখা প্রবল॥
তটে গিরি বনে পুন অতি গূঢ় স্থান।
মুগনী প্রস্তরে যত প্রাকার নির্ম্মাণ॥
পর্ব্বত প্রমাণ চূড়া অতি উচ্চতর।
যেন সূর্য্যপথ রোধে, পরশি অম্বর॥
দুইদ্বারে বহুক্ষণ হইল সমর।
উড়িশ্যার চমূ তাহে নিহত বিস্তর॥
নীচে থেকে উঠে ঊর্দ্ধে অগণিত বাণ।
গহনে গহনে পড়ি বিহত সন্ধান॥
উপর হইতে যত বর্ষে প্রহরণ।
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে সৈন্য মরে অগণন॥
প্রথম প্রহরে রাজা অস্থির হৃদয়।
ভাবিছেন, ভুলিলেন বুঝি দয়াময়॥
অবিরত তত্ত্ব লয়ে ফিরিতেছে দূত।
পূর্ব্বদ্বারে আগত কি কৃষ্ণ রাজপুত॥

দ্বিতীয় প্রহর যবে অতীত রজনী।
অকস্মাৎ পুন পুন হয় জয়ধ্বনি॥
পূর্ব্বদ্বারে কৃষ্ণ রাজপুত সমাগত।
সঙ্গে সংমিলিত তাঁর অশ্বারোহী যত॥
পশ্চিমের দ্বারে শ্বেত রাউত উদয়।
মেঘদল সম ধায় মাতঙ্গ নিচয়॥
নবরূপ অগ্নি অস্ত্র * অতি ভয়ঙ্কর।
বজ্রের নির্ঘোষবৎ শব্দ ঘোরতর॥
মুখেতে বিদ্যুৎ জ্বলে কিবা কালানল।
আঘাতে কাঞ্চীর সৈন্য মরে দলেদল॥
দুই সিংহদ্বারে দেওড়ের বড় জাঁক।
কর্ণাটের লক্ষে গোলা পড়ে ঝাঁকে ঝাঁক॥
উৎকলের সৈন্য বর্ম্মে আবৃত শরীর।
তোরণের নীচে কাটে সুড়ঙ্গ গভীর॥
ভরিল বারুদ তাহে আকারেতে গোলা।
জয় জগন্নাথ জয় নাদে সবে ভোলা॥

---

* বলা বাহুল্য এই সময়ে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে কামানের প্রথম ব্যবহার হয়।

তবে কৃষ্ণ রাউতের আদেশ প্রমাণ।
সেই সুড়ঙ্গেতে অগ্নি করিল প্রদান॥
হইল বিষম শব্দ সেই সিংহ দ্বারে।
লক্ষ লক্ষ বজ্র কি পড়িল একেবারে॥
ভাঙ্গিল লৌহের দ্বার হয়ে চুর্ মার্।
উৎকলের সেনা ঢুকে করি মার্ মার্॥
আগে আগে বীর কৃষ্ণ, কৃষ্ণ অশ্বোপরে।
মূর্ত্তিমান মহাকাল কর্ণাট নগরে॥
পলায় কাঞ্চীর লোক পুর পরিহরি।
কি করিবে, কোথা যাবে, চারিদিগে অরি॥
আবাল বনিতা বৃদ্ধ বিশেষে কাতর।
জয়নাদ সহিত মিশ্রিত আর্ত্তস্বর॥
বিমূর্চ্ছিত নারীগণ মহা ভয় ক্রমে।
নগর আচ্ছন্ন যেন, ভেল্কীর ভ্রমে॥
জয়ী সৈন্য খুলে দিল আর তিন দ্বার।
প্রবেশে উৎকল বল, সংখ্যা নাহি তার॥
মহানন্দে গজপতি ব্যস্ত ত্রস্ত হয়ে।
অন্বেষিয়া ভ্রমিছেন রাজপুত দ্বয়ে॥

কিন্তু দুই ভাই অন্তর্হিত সেই ক্ষণ॥
পাতি পাতি করি খুঁজে, না পান দর্শন॥
হরিষ বিষাদে রাজা শিবিরেতে যান।
সামন্ত-শিঙ্গার রহে দুর্গ-সন্নিধান॥
প্রহরেক লুট-তরে দিলা অনুমতি।
দরিদ্রের প্রতি দৃষ্টি রাখি মহামতি॥
কি আর বর্ণিব তবে যে দশা হইল।
মহামূল্য দ্রব্য সব লুটিয়া লইল॥
বলাৎকারে লয়ে যায় তরুণীনিকরে।
মুক্তাকারা অশ্রুধারা দুনয়নে ঝরে॥
হায়রে পুরুষ তোর একিরে পৌরুষ!
অবলা জাতির প্রতি কেনরে পরুষ?
যারা হয় সংসার-সাগরে সার নিধি।
মৃদু উপাদানচয়ে গঠিলেন বিধি॥
তাহাদের প্রতি কেন নৃশংস ব্যাভার?
যতনের ধন তারা, স্নেহের আধার।
মাতিয়া সমর-মদে নাহি থাকে জ্ঞান।
সরলা মহিলাগণে কর অপমান॥

যুগ যুগান্তরে তোর এ দারুণ রীতি।
কিসের বড়াই নব্য সভ্যতার নীতি?
সভ্য শিরোমণি ফ্রান্স বিখ্যাত ভূতল।
প্রজাতন্ত্রে তিরস্কৃত প্রমদামণ্ডল॥
পশু করে পশুবধ ক্ষুধার জ্বালায়।
পশু-চেয়ে পশু তুই সমর-খেলায়॥
বিজয়-মাদকে মাতি ধরি নারীগণে।
দেহ ভ্রষ্ট করি, নষ্ট করহ জীবনে॥
মহা হাহাকার উঠে কাঞ্চীরাজ-পুরে।
রুদিত রমণীকুল ডুকুরে ফুকুরে॥
অন্তঃপুর-মাত্র রক্ষা পাইল লুণ্ঠনে।
নিভৃতে বসিয়া নৃপ সহ স্বীয়গণে॥
অপমানে ম্রিয়মাণ অস্থির পরাণ।
অনলে হৃদয় যেন হয় দহ্যমান॥
অবসাদে হতচিত্ত অবশ শরীরে।
ধীরে ধীরে যায় রায়, গণেশ-মন্দিরে॥
ইষ্টদেব-সম্মুখেতে দণ্ডবৎ পড়ি।
কর যোড়ে স্তব করে, যায় গড়াগড়ি॥

" নমো নমো গণপতি, নমো লম্বোদর!
নমো দেব দ্বৈমাতুর, নমো বিঘ্নহর!
নমো প্রভো বিনায়ক, গজেন্দ্রবদন!
নমো পার্ব্বতীর প্রিয়, হৃদয়-নন্দন!
প্রসীদ পরশুপাণি, প্রভো নিরঞ্জন!
একদন্ত, বক্রতুণ্ড, মূষিকবাহন!
হে হেরম্ব, বামদেব, জটাজুটধর।
নমো সিন্দূরাভ খর্ব্ব স্থূল কলেবর!
চতুর্ভূজ, ধৃত-পাশাঙ্কুশ-বরাভয়।
স্মরণে তোমার নাম সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥
তুমি ব্রহ্মজ্ঞানদাতা, বিধির বিধাতা!
নাদব্রহ্মবীজরূপ, সর্ব্ব তত্ত্বজ্ঞাতা!
বিঘ্নহর! বিঘ্ন হর, হয়েছি কাতর।
দোহাই, দোহাই, প্রভো দেব গণেশ্বর!
তুমি মম কুলদেব, প্রসিদ্ধ জগতে।
লজ্জানিবারণ মম কর কোনমতে ॥
না জানি কি অপরাধ করে'ছি চরণে।
নহে কেন পরাভব পাইলাম রণে?

সমরে সর্ব্বত্র জয় পুরুষানুক্রমে।
কত মান্য দিলে দেব এদাস অধমে ॥
এখন এদীনে কেন কর পরিহার?
চরণে পড়িয়ে প্রভো! মাগি পরিহার ॥
বরদ! বরদ হও, করুণ নয়নে।
কোন্ ছার গজপতি আমার সদনে?"
এইরূপে কাঞ্চীনাথ কাতর হৃদয়ে।
কুলদেবে ডাকিতেছে, ভক্তিনম্র হয়ে ॥
ভাবিতে ভাবিতে, নেত্রে নিদ্রার আবেশ।
ঘোর বিভাবরী-ক্ষণে প্রাপ্ত প্রত্যাদেশ ॥
"শুন, শুন, শুনরে কর্ণাট-অধিপতি!
কপাল ফাটিল তোর, ওরে ছন্নমতি!
রে দুরাত্মা! কি কারণে দেব নারায়ণে।
নিন্দিলে শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে গর্ব্বিত বচনে?
না জান, না জান, দুষ্ট, ভেদজ্ঞানি খল।
সকল দেবতা মাত্র কল্পনার ফল ॥
যিনি হরি, তিনি হর, তিনি প্রজাপতি।
তিনি লক্ষ্মী সরস্বতী তিনিই পার্ব্বতী ॥

পুনঃ পুনঃ উপদেশ দেয় চতুর্ব্বেদ।
পামর পাষণ্ডগণ করে সব ভেদ॥
যদ্যপি ভালোই চাহ, উপদেশ লহ।
করহ প্রণয়-সন্ধি গজপতি-সহ॥
তোমার এদেশে আমি রহিব না আর।
অতঃপর আবির্ভাব উৎকলে আমার॥
চণ্ডাল বলিয়া যারে নিন্দিলে দুর্ম্মতি!
সে চণ্ডাল হবে, তব পদ্মাবতী-পতি॥"
স্বপন হইল ভঙ্গ, তপন-উদয়।
স্তম্ভিত হইল রায়, কম্পিত হৃদয়॥
সচিবে ডাকিয়ে কহে স্বপ্ন-বিবরণ।
"আর এ বিফল রণে কিবা প্রয়োজন?
এইক্ষণে গজপতি-সন্নিধানে যাও।
পদ্মাবতী দিয়ে, সন্ধি-নিবন্ধন চাও॥"
অন্তঃপুরে মহামন্ত্রী পাঠাইল বাণী।
মূর্চ্ছিতা মহিলা শিরে পদ্মপাণি হানি॥
গজপতি-করে যথা কোকনদমালা।
গজপতি-ডরে তথা পদ্মাবতী বালা॥

শুখাইল মুখ যেন হেমন্ত-কমল।
কর বিস-কিসলয় হইল নিশ্চল॥
বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরে নয়নযুগলে।
শিশিরনিকর কিবা কুশেশয়-দলে॥
দুহিতার দশা দেখি মহিষী কাতরা।
শোকেতে অধরা হয়ে পড়িলেন ধরা॥
রোদনের কোলাহল উঠে অন্তঃপুরে।
আহা! আহা! হাহাকার রব মাত্র স্ফুরে॥
যথা শেফালিকাফুল প্রভাত-প্রহরে।
সুধীর সমীরে ভুমে ঝর ঝর ঝরে॥
ধরাসনে পড়ে তথা বরাননাচয়।
মহামন্ত্রী অন্তঃপুরে হইলা উদয়॥
করযোড়ে কহিতেছে সজল নয়নে।
"কি ফল, বলগো আর্য্যে, বিফল রোদনে?
ভবিতব্য আছে যাহা ঘটিবে তাহাই।
বিধির নির্ব্বন্ধ ছেদে কার সাধ্য নাই॥
কেনগো কাতরা এত বিষাদ অন্তরে?
কলিঙ্গের রাজলক্ষ্মী হবে অতঃপরে॥"

এত বলি কুমারীরে সঙ্গে লয়ে যায়।
খনি হতে্য মহামণি হইল বিদায়॥
মহানবমীর নিশা-প্রভাত-সময়।
দেবীর বিদায়-কালে যেভাব উদয়॥
সেই ভাব আবির্ভাব হ'ল কাঞ্চীপুরে।
এক ভাবে সকলের আঁখিযুগ ঝুরে!
সচিব কন্যারে লয়ে অতি ত্বরান্বিত।
গজপতি-শিবিরে হইলা উপনীত॥
রত্নসিংহাসনোপরে প্রতাপে মিহির।
বার দিয়ে বসিয়াছে গজপতিবীর॥
শ্বেত ছত্রে জ্বলে কত মণিময় তারা।
ঝুলিছে ঝালর তাহে গজমোতি-ঝারা॥
হীরার কলস ঊর্দ্ধে দিতেছে চমক্।
দণ্ডে হীরা মণি পান্না করে ঝক্‌মক্॥
ঢুলাইছে চারি ভিতে ধবল চামর।
শারদ নীরদ বেড়া যেন দিনকর॥
প্রস্থিত গম্ভীর মূর্ত্তি সচিবমণ্ডল।
দেবগণে সমবেত যেন আখণ্ডল॥

কাঞ্চীর সচিব সন্ধিপত্র দিয়ে করে।
যথাবিধি সদ্ভাব সঞ্চরি উক্তি করে॥
কহিছেন গজপতি, আরক্ত নয়ন।
"প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন মম, না হবে কখন॥
চণ্ডালেরে পদ্মিনীরে করিব অর্পণ।
ক্ষত্রি-অভিমান কোথা রহিবে তখন?
কাঞ্চীকুলদেব গজাননে লয়ে যাব।
মম ইষ্টদেব পাছে তাঁহারে বসাব॥
মন্ত্রিগণে তবে আজ্ঞা দিলা গজপতি।
পদ্মাবতী-রক্ষাভার তোমাদের প্রতি॥"
পরদিন শিবিরেতে হইল ঘোষণা।
স্বদেশ-গমনে পুন সাজ সর্ব্বজনা॥
বাদ্যরবে যেন অম্ভোনিধি উথলিল।
বন্দীভাবে গণেশেরে লইয়া চলিল॥
হরিপুরে হরিণী যেরূপ করে গতি।
সেরূপ হরিণনেত্রা পদ্মাবতী সতী॥
সহিত সহস্র দাসী আর সহচরী।
ঘেরিয়া লইয়া যায় অসংখ্য প্রহরী॥

চলে চতুরঙ্গ সেনা জয়মদে মাতি।
প্রবল্‌গিত কিবা গতি, ফুলাইয়া ছাতি॥
ভয়ঙ্কর সিংহনাদ, মহা কোলাহল।
"জয় জগন্নাথ জয়!" বিশ্রুত কেবল॥
গগণে উঠিল রেণু, আচ্ছন্ন তপন।
ধূসর বরণ ধরে দিগঙ্গনাগণ॥
আরোহিত গজপতি গজেন্দ্র-উপরে।
মাগধ চারণগণ স্তুতিপাঠ করে॥
আগে আগে বৈজয়ন্তী পতাকা উড়িছে।
মহানন্দে হাসি কিবা ঢলিয়া পড়িছে!
স্বর্ণ পূর্ণ কুম্ভ যুগ, গজ-কুম্ভোপরে।
মণিময় আস্তরণ রবি-ছবি ধরে॥
লুণ্ঠিত অশেষ ধন, অসংখ্য শকটে।
মূর্ত্তিমতী জয়লক্ষ্মী প্রতিভা প্রকটে॥
কত দিনে অতিক্রমি গোদাবরী তীর।
নিজদেশে উপনীত গজপতি বীর॥

ইতি সংগ্রাম নাম ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তম সর্গ ॥

মিলন।

আইল নিদাঘ কাল, ফুটিল নিয়ালী *জাল,
মধুমাসে মধুর উৎসবে।
আনন্দের নাহি মাত্রা, মাধবে চন্দন-যাত্রা†
মাতিলেক ক্ষেত্রবাসিসবে ॥
কি শোভা নরেন্দ্র-হ্রদে, প্লাবিত আনন্দমদে,
তরলিত তরণীনিকর।
রত্নসিংহাসনোপরি, কিবা বিহরিত হরি,
বিতরিত চন্দনশীকর ॥

---

* নবমল্লিকা।

† এই পর্ব্বাহের অনুরূপ পর্ব্বাহ দেশান্তরে দ্রষ্টব্য নহে, কথিত আছে এই পর্ব্বাহের সময়ে জগন্নাথে[illegible] মন্দিরদ্বার চন্দনকাষ্ঠময় কীলকে বদ্ধহয়, তাহা[illegible]ই চন্দনযাত্রা শব্দের উৎপত্তি। ফলতঃ এই পর্ব্বাহে নিদাঘ কালোচিত চন্দনাদি উপহার দ্বারা দেবতাদিগের অর্চনা হয়।

শিখিপুচ্ছে বিরচিত, নানা রত্নে বিখচিত,
ব্যজনী বীজন করে দ্বিজ।
শ্রীচরণে অবিরত, কুসুমের বৃষ্টি কত,
মল্লিকা মালতী সরসীজ।
ক্ষীরনিধি-সমুদ্গত, সুধীর লহরীমত,
ঢুলায়িত ধবল চামর॥
কি শোভা তরাস ভোগে,* সুবর্ণ রজত-যোগে,
দীপ্ত দিনকর নিশাকর॥
জিনি দিব্য শতপত্র, সুশোভিত আতপত্র,
ঝুলে তাহে মোতীর ঝালর।
মুরজ মধুরী ভূরি, কাহালী ঝর্ঝরী তূরী,
বিবিধ বাদ্যের আড়ম্বর॥
গোপীনাথ-দরশনে, সচকিত যাত্রিগণে,
নরেন্দ্রের কূলে নাহি স্থান।

* উৎকলদেশে ছত্র দণ্ড চামারাদি রাজাভিজ্ঞান-মূলক সজ্জা মধ্যে তরাস এক সজ্জা, ইহা ত্রাস শব্দের অপভ্রংস কিনা সন্দেহ।

মনে কৃত কৃত্য গণি, মুখে হরি হরি ধ্বনি,
পুলকিত তনু মন প্রাণ ॥
দুই তরী ধীরে ধীরে, ভ্রমে নরেন্দ্রেরনীরে,
বেড়িয়া মণ্ডপ সুশোভন।
গীত-গোবিন্দের গীত. গুর্জ্জরীতে হয় গীত,
সুধার সুধার বরিষণ ॥
পরিহরি পিচকারী, ছুটিছে চন্দন-বারি,
মৃগমদ কস্তুরী কর্পূর।
নাচে কত সুরূপসী,* তিলোত্তমা কি উর্ব্বসী,
আইল তেজিয়া স্বর্গপুর ॥
প্রদোষেতে নৃপবর, সহ অতি আড়ম্বর,
তুরঙ্গে করিয়া আরোহণ।
পর্ব্বাহেতে প্রমুদিত, রাজপথে সমুদিত,
করিছেন নরেন্দ্রে গমন ॥

* বলা বাহুল্য উৎকল দেশীয় অনার্য্য ইতরজা[illegible]-দিগের শরীরে আদিম রক্তের অদ্যাপি বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব আছে, সুতরাং এস্থলে নর্ত্তকীদিগের রূপ-পরিমার ব্যাখ্যা কবিকল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

হেথা শুন সমাচার, সামন্ত-শিঙ্গার আর,
রাজার প্রধান যত মন্ত্রী।
পদ্মিনীর দুঃখে অতি, সবে সন্তাপিত মতি,
সংগোপনে হ'ল ষড়যন্ত্রী॥
কিসে কুমারীর প্রতি, নৃপতি প্রসন্নমতি,
হইবেন, সতত মন্ত্রণা।
কিসে প্রতিকূলভাব, প্রাপ্ত হবে তিরোভাব,
কিসে দূর হইবে যন্ত্রণা॥
ভুবন-বন্দিনী হয়ে, বন্দিনী স্বরূপ রয়ে,
তনু তনু তন্বী পদ্মাবতী।
শিশিরেতে কমলিনী, দিনন্দিন বিমলিনী,
কুহেলিকাচ্ছন্ন দিনপতি॥
দিনন্দিন পদ্মিনীরে, হেরি সবে আঁখিনীরে,
অভিষিক্ত বিষণ্ণ অন্তরে।
সেই দিন যুক্তি করি, রাখিলেক ছাদোপরি,
নৃপনেত্রে পড়িবার তরে॥
হইল মাহেন্দ্র ক্ষণ, রাজা করে নিরীক্ষণ,
সহসা সে ছাদের উপরে।

অয়সে চুম্বক প্রায়, চঞ্চল কটাক্ষ ছায়,
চকোর কি প্রাপ্ত চন্দ্রকরে ?
পুন পূর্ণনিভাননে, নিরখিতে ব্যগ্রমনে,
অশ্বগতি করিল মন্থর।
অমনি রমণীমণি, যথা অস্ত দিনমণি,
নয়নের হ'ল অগোচর, ॥
নৃপতি পড়িল কারে, হৃদয়ে ভাবিছে কারে,
জিজ্ঞাসিব ইহার সংবাদ।
"কে এ নারী মনোহারী, কিছুই বুঝিতে নারি,
অকস্মাৎ একি বিসংবাদ ?
কলেবর শীহরিত, প্রেমবীজ অঙ্কুরিত,
পুলক পলকে পরিচয়।
এত দিনে মনোভব, করিল কি পরাভব,
বীর-বৃত্তি আমার হৃদয় ?"
পরদিন নরবর, ভানুর অস্থিরমন,
নর্ম্মসচিবেরে সংগোপনে।
ধীরে ধীরে কন কথা, প্রকাশি মনের ব্যথা,
পরামর্শ বিহিত নির্জনে॥

মন্ত্রী আচাভূয়া হেন, কিছুই না জানে যেন,
বিদায় হইল করি ভাণ।
আসি কিছু কাল পরে, নিবেদিল যোড় করে,
"কিছুই না হইল সন্ধান॥
সেই তব সুখদাত্রী, হবে বিদেশীয় যাত্রি,
দেশে গেল কিবা গৃহান্তরে।
লয়ে বহুতর চর, অন্বেষণ নিরন্তর,
করিলাম কত শত ঘরে॥"
শুনি ক্ষুব্ধ নরপতি, দিন দিন ম্লান অতি,
চিত্তপটে চিত্র চারু রূপ।
ভাব-নীরে ভাবিনীর, মজ্জিত-মানস বীর,
ভাবনায় কাল হরে ভূপ॥
পদ্মাবতী যথা ক্রমে, নিরখি পুরুষোত্তমে,
বিরহে বিধুরা অতিশয়।
কিমদ্ভুত! ভাব্য নয়, মানুষের ভাবচয়,
বিষে হয় অমৃত উদয়॥
অনৃত অথবা ভুল, প্রতিকূল অনুকূল,
কেবা কিবা কিছু স্থির নহে।

এই শীত সমীরণ, কাঁপাইছে অপঘন,
এই মন্দ গন্ধবহ বহে ॥
যে ছিল পিতার অরি, সে নিল মানস হরি,
তার ভাবে মুগ্ধ অহরহ।
দাবাদগ্ধ মৃগীপ্রায়, সদা সন্তাপিত কায়,
হৃদে জ্বলে বিশিখ বিরহ ॥
দক্ষবৈরি শিব প্রতি, সতীর অচলা রতি,
শচী পিতৃবৈরী অনুরতা।
যে বিষ্ণুর ছলে বলে, সিন্ধুমথে দেবদলে,
সিন্ধু-সুতা সে বিষ্ণু-সংগতা ॥
ভাবিনী ভীষ্মকসুতা, প্রেম অনুরাগযুতা,
সহোদর-সূদন কেশবে।
দুর্য্যোধন-সুতা সতী, মুগ্ধমতি শাম্বপ্রতি,
এইমত কত শত ভবে ॥
কাঁদে সতী পদ্মাবতী, লোটাইয়া বসুমতী,
অনিবার হাহাকার মুখে।
কহে "হায়! হা বিধাতা, কোথা মম পিতামাতা,
অহর্নিশি মরি মনোদুখে ॥

হারে বিধি অকরুণ! দুখিনীরে নিদারুণ,
এত কেন, কিসের কারণ?
ক্ষুধাতুর সন্নিধান, সুধা আনি করি দান,
পানকালে কর নিবারণ!
কি কারণ গজপতি, বিমুখ আমার প্রতি,
না জানি কি দোষ শ্রীচরণে?
সে চরণে প্রাণ মন, করিয়াছি সমর্পণ,
সমভাবে জীবনে মরণে॥
পিতা সহ জাতি-দ্বন্দ, আমার কপাল মন্দ,
অপরাধ-বিহনে বন্দিনী!
দশানন দোষ হেতু, সাগরেতে বদ্ধ সেতু,
বিবাসিতা জনক-নন্দিনী॥”
এইরূপে কৃষোদরী, কাঁদে দিবা বিভাবরী,
ভগ্ন আশা, বিভগ্ন ভরসা।
বিগত নিদাঘ কাল, মঞ্জরি তমাল শাল,
বরষা সরসা করে রসা॥
নাশিতে বিরহি-শান্তি, মেঘ কি কজ্জল কান্তি,
শার্দ্দূল গরজে অবিরত।

বলাকা দশনাবলী, দামিনী রসনা জ্বলি,
ক্ষণে ক্ষণে হয় বহির্গত ॥
দশদিক্ অন্ধকার, বহে বৃষ্টি একধার,
পরিপূর্ণ জলাশয়-কুল ॥
কুল-পালিনীর প্রায়, পুষ্করিণী শোভা পায়,
কুলটা তটিনী ভাঙ্গে কূল ॥
দম্পতি বাঁধিয়া রসে, মানসে সুখমানসে,
মরালমণ্ডলী ধায় দ্রুত।
বিজুলীর ধক্ধকী, মণ্ডুকের মক্মকী,
ঘড়ী ঘড়ী ঘড়্ঘড়ী শ্রুত ॥
ফুটে ফুল নানা জাতি, কদম্ব কেতকী জাতী,
যূথী চম্পা কুটজ মালতী।
সরোবরে সুখভরে, জলচরে কেলী করে,
ঝাঁক বাঁধি ইতস্ততো গতি ॥
গিরিবনে হুতাশনে, নিভাইল মেঘগণে,
অবিশ্রাম ধারা বরিষণে।
নবদুর্ব্বাদল ক্ষেত্রে, হরষ-চঞ্চল নেত্রে,
চরিয়া বেড়ায় মৃগগণে ॥

কমল বুড়িল জলে, কেবল সমৃদ্ধ দলে,
বহুবংশ নির্ধনের মত।
কোকিলা হইল কৃশা, চাতকীর গেল তৃষা,
ঘনরস ঘনরসে রত ॥
নীরদ অমৃত বর্ষে, কৃষিকুল মহাহর্ষে,
গীত গায় কেদারে কেদারে।
কেহ রোপে কেহ বুনে, কেহ লাঙ্গলের গুণে,
সুকঠিন ধরণী বিদারে ॥
বিস্তারি কলাপচক্র, কভু ঋজু কভু বক্র,
মেঘনাদে নাচে মেঘনাদ।
ফুটিল কুসুম কাশ, বসুধা-বদনে হাস,
বরষায় বিগত বিষাদ ॥
নিদাঘের তাপ গত, বিটপী ব্রততী যত,
জীবনেতে পাইল জীবন।
এমনি ঋতুর গুণ, বসন্ত-শোভায় পুন,
সুশোভিত বন উপবন ॥
ধরা হ'ল স্বর্গপুর, প্ররোহিত বীজাঙ্কুর,
ঘনশ্যাম রুচি অভিরাম।

বৃষ্টি নহে সুধা-সৃষ্টি, বিভুর করুণা বৃষ্টি,
ধান্য-ক্ষেত্র কমলার ধাম ॥
ঋতুরসে বিনোদিত, ক্রমে আসি সমুদিত,
আষাঢ়ের পূর্ণ শশধর।
উল্লসিত ক্ষেত্রবাসী, পুন সমাগত আসি,
দেবস্নান-যাত্রা আড়ম্বর ॥
গোসহস্রী অমাগত, সিন্ধুস্নানে লোকরত,
দ্বিতীয়ার হইল প্রবেশ।
পুন সুসজ্জিত হয়, মনোহর রথত্রয়,
ত্রিমূর্ত্তির বিনোদিয়া বেশ ॥
পুন স্বর্ণ সম্মার্জ্জনী, করে লয়ে নৃপমণি,
স্বর্ণাধারে লইয়া চন্দন।
সরায়ে রথের দড়া, দেব অগ্রে দেন ছড়া,
ধূলা মারি করেন মার্জ্জন ॥
হেনকালে মন্ত্রীবর, ধরি পদ্মিনীর কর,
নৃপ-করে দিয়ে শীঘ্রগতি।
কহে "ভো ধরণীপতি, চণ্ডালেরে পদ্মাবতী,
কন্যাদানে দিলা অনুমতি ॥

ভারমুক্ত অদ্য আমি, লহ হে চণ্ডালস্বামি,
প্রমদার সার পদ্মাবতী।”
দেখি তাহা লোকারণ্য, সবে করে ধন্য ধন্য,
“ধন্য হে সচিব মহামতি॥”
নিরখি পদ্মিনী-মুখ, বিগত বিরহ দুখ,
সুখনীরে মগ্ন মহীপতি।
স্বপনের হারা নিধি, জাগ্রতে মিলালে বিধি,
অতনু কি প্রাপ্ত পুন রতি?
পতি-পদে চারুশীলা, দণ্ডবৎ প্রণমিলা,
প্রেম-অশ্রু-প্লাবিত নয়নে।
নরনাথ অনন্তর, ধরি কামিনীর কর,
ধীরে ধীরে যান নিকেতনে॥
যত সব বর-বধূ, নিরখিয়া বর বধূ,
শংখনাদে পূরিল গগণ।
এদিগে রথের ছটা, ওদিগে বিবাহ-ঘটা,
মহোল্লাসে মত্ত জনগণ॥
পদ্মিনীরে লয়ে রায়, করে স্বর্গসুখ পায়,
বহুকীর্ত্তি করিল-স্থাপন।

অদ্যাপি মাণিক্য মূর্ত্তি, দেউলেতে পায় স্ফূর্ত্তি,
ক্ষীর খান ভাই দুইজন॥
ভক্তিভরে মহীপাল, সত্যবাদী শ্রীগোপাল,
প্রতিষ্ঠিলা পুরীর অদূরে।
কাঞ্চী-জয়-অভিজ্ঞান, গণেশেরে দিলা স্থান,
প্রভুর পশ্চাতে. তাঁর পুরে॥
আর দেব দেবী কত, কাঞ্চী হ'তে সমাগত,
শ্রীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত পুন।
অদ্যাপি সুগনীচয়, দান করে পরিচয়,
কর্ণাটের শিল্পীগণ-গুণ॥
কালে পদ্মাবতী সতী, বীরবংশধর-বতী,
মূর্ত্তিমতী প্রতাপলহরী।
রূপেগুণে একশেষ, শাসিল উৎকল দেশ,
শ্রীপ্রতাপরুদ্র নাম ধরি॥ *

ইতি মিলন নাম সপ্তম সর্গ।

সমাপ্ত।

* পদ্মাবতীর জীবন আদ্যোপান্ত দুর্জ্ঞেয় ঘটনাবলীপূর্ণ। কথিত আছে প্রতাপরুদ্রের জন্মপরে পদ্মাবতী মনুষ্য-

লোকহইতে অন্তর্হিত হন,—ফলতঃ পূর্ব্বেই উল্লেখিত হইয়াছে, এবম্প্রকার দৈবী কল্পনা ব্যতিরেকে রাজবংশ সমূহের মহত্ব প্রতিপন্ন হয় না। খ্রীঃ ১৫০১ অব্দে প্রতাপ-রুদ্র উৎকলের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বিদ্বান, ভক্তিমান, বলীয়ান, এবং যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি রাজকীয় বিবিধ গুণ-ভূষণে বিভূষিত ছিলেন। রাজা প্রথম বয়সে বৌদ্ধধর্ম্মের সবিশেষ প্রতিপোষক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার রাণী দেব দ্বিজে ভক্তি-পরায়ণা ছিলেন। ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণদিগের শক্তিপরীক্ষার নিমিত্ত রাজা একদা এক কুম্ভ মধ্যে একটী সর্প বদ্ধ করিয়া উভয়পক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তন্মধ্যে কি আছে, ব্রাহ্মণেরা কহিলেন মৃত্তিকা আছে, কুম্ভের মুখোদ্ঘাটন করিয়া দেখা গেল, তন্মধ্যে যথার্থই মৃত্তিকা রহিয়াছে, তদ্দর্শনে রাজার এককালে সম্পূর্ণরূপ মত পরিবর্ত্তন হইল, তিনি তদবধি বৌদ্ধদিগের প্রতি ঘোরতর বৈরাচরণ করিতে লাগিলেন, এবং অমর-কোষ ও বীরসিংহ ব্যতীত বৌদ্ধদিগের যাবতীয় গ্রন্থ ভস্মসাৎ করিলেন। এই সময়ে চৈতন্য মহাপ্রভু স্বদলে বলে আসিয়া কিছুকাল মধ্যে প্রতাপরুদ্রকে স্বমতাবলম্বী অর্থাৎ পরম বৈষ্ণব করিয়া তুলিলেন।